



## كِتَابُ الْأَدَابِ

(আদব-আখলাকের বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ : দয়া-অনুগ্রহ এবং সুসম্পর্ক। আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا .

“আমরা মানুষকে তাদের পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহারের তাকিদ করেছি”-সূরা আল আনকাবুত : ৮)।

৫০৩৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَرْزَنْتُهُ لَزَادَنِي .

৫৫৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কাজটি আল্লাহ্র নিকট বেশী প্রিয়? তিনি বললেন : সময় মতো নামায আদায় করা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কোনটি? তিনি (স) বললেন : পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করা। তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কোনটি? নবী (স) বললেন : আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী (স) আমাকে এসব কথা বলেছেন। যদি আমি তাঁকে আরও জিজ্ঞেস করতাম, তাহলে তিনি আমার নিকট আরও বর্ণনা করতেন।

২-অনুচ্ছেদ : উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অগ্রাধিকারী কে ?

৫০৩৮- عَنْ أَبِي مُرَيْزَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ (النَّاسِ) بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ .

৫৫৩৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসো বললো : হে আল্লাহ্র রসূল! আমার কাছে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অগ্রাধিকারী কে? তিনি বললেন : তোমার মা। লোকটি বললো, তারপর কে? তিনি বললেন : তোমার মা। সে আবারও জিজ্ঞেস করলো : তারপর কে? তিনি বললেন : তারপরও তোমার মা। লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করলো : তারপর কে? তিনি বললেন : তারপর তোমার পিতা।

৩-অনুচ্ছেদ : পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া কেউ জিহাদে অংশগ্রহণ করবে না।

৫৫৩৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَجَاهِدُ قَالَ لَكَ أَبَوَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ.

৫৫৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি জিহাদ করবো? তিনি বললেন : তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছে? সে জবাব দিল : হ্যাঁ। নবী (স) বললেন : তবে তাদের দু'জনের জন্য জিহাদ (চেষ্টা-তদবীর) করো।<sup>১</sup>

৪-অনুচ্ছেদ : কেউ যেন নিজ পিতা-মাতাকে গালি না দেয়।

৫৫৪০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ.

৫৫৪০. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন: কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হলো—কোন লোকের তার পিতা-মাতাকে লানত (অভিসম্পাত) করা। জিজ্ঞেস করা হলো : হে আল্লাহর রসূল! কিভাবে একজন লোক তার পিতা-মাতার প্রতি লানত করতে পারে? নবী (স) বললেন : এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়। তখন ঐ ব্যক্তি পূর্বোক্ত ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির মাকে গালি দেয়, ফলে অপর ব্যক্তিও তার মাকে গালি দেয়।<sup>২</sup>

৫-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করে তার দোয়া কবুল হয়।

৫৫৪১. عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ يَتَمَشُّونَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَمَالُوا (فَأَوُوا) إِلَى غَارٍ فِي الْجَبَلِ فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمٍ (بَابٍ) غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِّنَ الْجَبَلِ فَاطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَنْظَرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا لِلَّهِ صَالِحَةً فَدَعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهَا يَفْرُجُهَا فَقَالَ أَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَلِي صَبِيَّةٌ صِفَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَإِذَا رَحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي وَإِنَّهُ نَأَى بِي الشَّجَرُ يَوْمًا فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى

১. জিহাদ যদি ফরযে আইন না হয় এবং পিতা-মাতা যদি মুসলমান হন, তবে এ হাদীস অনুযায়ী জিহাদে যেতে তাদের অনুমতির প্রয়োজন হবে। আর জিহাদ যদি ফরযে আইন হয় তাহলে তাদের অনুমতি ছাড়াই অংশগ্রহণ করতে হবে। তখন আর অনুমতির দরকার হবে না। অন্যান্য ইবাদতের ব্যাপারেও একই বিধান।

২. প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দেয়ার কারণেই সে প্রথম ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দেয়। যদি সে গালি না দিত, তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তিও প্রতিউত্তরে প্রথমোক্ত ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দিত না। সুতরাং প্রথম ব্যক্তি নিজেই তার বাপকে গালি দেয়ার কারণ। অতএব, সে নিজেই যেন তার পিতা-মাতাকে গালি দিল।

أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ فَجِئْتُ بِالْحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوْقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأُ بِالصَّبِيَةِ قَبْلَهُمَا وَالصَّبِيَّةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمِي فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَائِبِي وَدَائِبُهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَّجَ اللَّهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْا مِنْهَا السَّمَاءَ وَقَالَ الثَّانِي االلَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةٌ عَمَّ أَحِبُّهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَتَّى أَتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَتَ دِينَارٍ فَلَقِيَتْهَا بِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ فَقُمْتُ عَنْهَا االلَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً لَهُمْ فُرْجَةً وَقَالَ الْآخَرُ االلَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرْزٍ فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ أَعْطِنِي حَقِّي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ أَزَلْ أَرْزَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقْرًا وَرَاعِيَهَا فَجَاءَ نِي فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي فَقُلْتُ إِذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقْرِ وَرَاعِيَهَا فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَهْزَأْ بِي فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ فَخَذْتُ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيَهَا فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَا بَقِيَ فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ .

৫৫৪১. ইবনে উমছর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : ভিন ব্যক্তি পথ চলছিল হঠাৎ বৃষ্টিপাত শুরু হলে তারা এজটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। একটি ব্রিছট প্রস্তরখণ্ড গুহার মুখে এসে পড়ায় গুহার মুখ বন্ধ হয়েগেল। তখন তারা একে অপরকে বললো, তোমরা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে যেসব নেক আমল করেছো সেসব আমলের প্রতি লক্ষ্য কর এবং সেগুলোর অসিলায় আল্লাহর নিকট দোয়া করো যাতে আল্লাহ তোমাদের জন্য গুহার মুখ উন্মুক্ত করে দেন। তাদের একজন স্মরণ করে বললো : হে আল্লাহ ! আমার মা-বাপ অতি বৃদ্ধ ছিলেন এবং আমার ছিল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। আমি তাদের জন্য পশু চরাতাম। সন্ধ্যা বেলা ফিরে এসে আমি পশুগুলো দোহন করতাম এবং আমার ছেলেমেয়েদের পান করানোর আগে আমার পিতা-মাতাকে পান করাতাম। একদিন চারণক্ষেত্রের সন্ধ্যানে বহুদূরে পশু পাল নিয়ে উপনীত হলাম। তাই ফিরে আসতে দেরী হয়ে গেল। এসে দেখলাম তারা দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি যথানিয়মে দুধ দোহন করলাম এবং দুধ নিয়ে তাঁদের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তাঁদেরকে ঘুম থেকে

জাগানো ভালো মনে করলাম না এবং তাঁদের আগে ছেলেমেয়েদেরকে পান করানোও ভাল মনে করলাম না। অথচ আমার ছেলেমেয়েরা ক্ষুধার জ্বালায় আমার পায়ের কাছে পড়ে কান্নাকাটি করছিল। আমার ও ছেলেমেয়েদের এ অবস্থা ভোর পর্যন্ত চললো। হে আল্লাহ! যদি তুমি মনে কর যে, শুধু তোমার সন্তুষ্টির জন্যই আমি এটা করেছি, তাহলে এ পাথরটি এতটা সরিয়ে দাও, যেন আমরা আকাশ দেখতে পাই। তখন আল্লাহ তাআলা পাথরটি একটু সরিয়ে দিলেন এবং তারা আকাশ দেখতে পেল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো : হে আল্লাহ! আমার একটি চাচাতো বোন ছিল। পুরুষ মানুষ নারীদেরকে যতটা ভালোবাসতে পারে, আমিও তাকে ততটা ভালোবাসতাম। আমি তার কাছে তার দেহটি চেয়ে বসলাম। কিন্তু সে এক শত দীনারের বিনিময় ছাড়া তা করতে অস্বীকার করলো। সুতরাং আমি চেষ্টা করে এক শত দীনার সঞ্চয় করলাম এবং তা নিয়ে তার কাছে গেলাম। যখন আমি তার দুই পায়ের মাঝখানে বসলাম, সে বলে উঠলো, হে আল্লাহর বান্দাহ! আল্লাহকে ভয় কর এবং অধিকার বিহীনভাবে আমার সতীত্ব নষ্ট করো না। তখন আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। হে আল্লাহ! যদি তুমি মনে কর যে, আমি কেবল তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই তা করেছিলাম, তাহলে পাথরটি হটিয়ে দাও। তখন আল্লাহ তাআলা পাথরটি আরেকটু সরিয়ে দিলেন।

সর্বশেষ ব্যক্তি বললো : হে আল্লাহ! আমি এক ‘ফারাক’<sup>৩</sup> (পরিমাণ বিশেষ) চালের বিনিময়ে একজন শ্রমিক নিয়োগ করেছিলাম। সে তার কাজ সমাধা করার পর এসে বললো, আমার পাওনা দিয়ে দাও। আমি তার সামনে তার প্রাপ্য পেশ করলে সে তা প্রত্যাখ্যান করলো এবং গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালো। আমি তা বরাবর কৃষি কাজে খাটলাম। শেষ পর্যন্ত তা দিয়ে কিছু সংখ্যক গরু কিনলাম ও তার রাখাল নিয়োগ করলাম। অতপর মজদুরটি একদিন আমার নিকট এসে বললো : আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার উপর যুলুম করো না। আমাকে আমার প্রাপ্য দিয়ে দাও। আমি বললাম, ঐ গরু এবং রাখালের নিকট যাও। সে বললো : আল্লাহকে ভয় করো। আমাকে বিদ্রূপ করো না। আমি বললাম : আমি তোমাকে বিদ্রূপ করছি না। ঐসব গরু এবং তার রাখালকে নিয়ে নাও। সুতরাং সে ঐগুলো নিয়ে চলে গেল। যদি তুমি মনে কর যে, শুধু তোমার সন্তুষ্টিলাভের জন্যই আমি এ কাজ করেছি তাহলে পাথরটির বাকি অংশটুকুও সরিয়ে দাও। সুতরাং আল্লাহ তাআলা বাকিটুকুও সরিয়ে দিলেন এবং তাদের বিপদ দূর করলেন।

৬-অনুচ্ছেদ : পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাহ।

৫৫৬২- عَنْ الْمَغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتٍ وَوَادَّ الْأَبْنَاءَ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثَّرَ السُّؤَالَ وَاضَاعَةَ الْمَالِ .

৫৫৪২. মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আল্লাহ তাআলা মায়েদের নাফরমানী করা, হকদারের হক না দেয়া এবং কন্যা সন্তানদের জীবিত কবর দেয়া তোমাদের উপর হারাম করেছেন। আর আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য অন্যের সম্পর্কে ভিত্তিহীন মন্তব্য করা, অতিমাত্রায় যাঞ্চা করা এবং ধন-সম্পদ নষ্ট করা অপসন্দ করেন।

৩. ‘ফারাক’ আরব দেশের প্রচলিত একটি পরিমাপ বিশেষ, যোল রতলে এক ফারাক।

৫৫৪৩. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مَتَكْنًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ مَرَّتَيْنِ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ لَا يَسْكُتُ .

৫৫৪৩. আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করবো না ? আমরা বললাম : হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল ! তিনি বললেন : আল্লাহর সাথে শিরক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। তিনি উঠে বসলেন এবং বললেন : শোন ! মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। জেনে নাও, মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। একথাটি তিনি একাধারে বলে চললেন, এমনকি আমি ভাবলাম তিনি হয়তো থামবেন না।

৫৫৪৪. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكِبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكِبَائِرِ فَقَالَ الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ فَقَالَ أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ قَالَ قَوْلُ الزُّوْرِ أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّوْرِ قَالَ شُعْبَةُ وَآكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ شَهَادَةُ الزُّوْرِ

৫৫৪৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কবীরা গুনাহসমূহের কথা উল্লেখ করলেন অথবা তাঁকে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন : আল্লাহর সাথে শিরক করা, কাউকে হত্যা করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। অতপর তিনি বলেন : আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে মারাত্মক কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করবো না ? তিনি বলেন : মিথ্যা বলা কিংবা বললেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। শোবা (হাদীসের একজন বর্ণনাকারী) বলেন : আমার দৃঢ় ধারণা যে, রসূলুল্লাহ (স) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার কথাই বলেছেন।

৭-অনুচ্ছেদ : মুশরিক পিতার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা।

৫৫৪৫. عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَصْلَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يَقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ .

৫৫৪৫. আসমা বিনতে আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর যমানায় আমার অমুসলিম মা আমার নিকট আসলে আমি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম : আমি কি তাঁর সাথে রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তার আচরণ করবো ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। ইবনে উয়াইনা বলেন : আল্লাহ তাআলা তার ব্যাপারেই এ আয়াত নাযিল করেছেন : “আল্লাহ তাআলা তোমাদের এমন লোকদের সাথে রক্ত সম্পর্ক অনুযায়ী সদাচরণ করতে নিষেধ করেন না, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে দীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করেনি।”<sup>৪</sup>

৪. এখানে মুশরিক মায়ের সাথে রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তা বজায় রাখার এবং সে অনুযায়ী আচরণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং মুশরিক পিতার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

৮-অনুচ্ছেদ : স্বামী থাকা অবস্থায় কোন মহিলার আপন মায়ের সাথে সম্বাবহার করা। লাইস বলেন : হিশাম তার পিতা উরওয়ার মাধ্যমে আসমা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আসমা (রা) বলেন : যে যমানায় নবী (স) কুরাইশদের সাথে চুক্তি করেছিলেন, সে সময় আমার মুশরিক মা আমার পিতার সাথে আসলে আমি নবী (স)-এর নিকট এ মর্মে আরখ করলাম যে, আমার মা এসেছেন এবং তিনি মুশরিক। আমি কি তার সাথে রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তার আচরণ করবো? তিনি বলেন : হাঁ, তোমার মায়ের সাথে ভালো আচরণ কর।

৫৫৬৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنَا أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرْقَلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ فَمَا يَأْمُرُكُمْ يَعْزِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالصَّلَةِ .

৫৫৪৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আবু সুফিয়ান তাঁকে জানিয়েছেন। (রোম সম্রাট) হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে ডেকে পাঠালেন [এবং নবী (স) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন]। তখন তিনি বলেন : নবী (স) আমাদেরকে নামায পড়তে, দান-সদকা করতে, পবিত্রতা অবলম্বন করতে এবং রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তা বজায় রাখতে আদেশ করেন।

৯-অনুচ্ছেদ : মুশরিক ভাইয়ের সাথে সুসম্পর্ক রাখা।

৫৫৬৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ رَأَى عُمَرُ حُلَّةً سَبْرَاءَ تَبَاعُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَغِ هَذِهِ وَالتَّبَسُّهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا جَاءَكَ الْوُفُودُ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلْقَ لَهُ فَاتَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْهَا بِحُلٍّ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ فَقَالَ كَيْفَ التَّبَسُّهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ قَالَ إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنْ لِتَتَّبِعَهَا أَوْ تَكْسُوَهَا فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخِي لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ .

৫৫৪৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমার (রা) একখানা রেশমী জামা বিক্রয় হতে দেখে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এটি খরিদ করে নিন। জুমআর দিন এবং কোন প্রতিনিধিদল আসলে আপনি তা পরিধান করবেন। নবী (স) বললেন : সে লোকই কেবল এটি পরিধান করতে পারে আখেরাতে যার কোন হিস্যা নেই। অতপর এক সময় নবী (স)-এর নিকট ঐরূপ কতিপয় জামা আসলে তিনি তার একটি উমার (রা)-এর জন্য পাঠান। উমার (রা) বলেন : আমি এটি কি করে পরবো, আপনি ইতিপূর্বে এ জাতীয় জামা সঙ্ক্লে যা বলার বলেছেন? তিনি বলেন : আমি তোমাকে এটি পরার জন্য দেইনি, দিয়েছি এ জন্যে যে, হয় এটি তুমি বিক্রয় করে ফেলবে কিংবা অন্য কাউকে পরতে দিবে। তখন উমার (রা) সেটি তাঁর মক্কাবাসী এক ভাইকে পাঠিয়ে দিলেন যে তখনও ইসলাম কবুল করেনি। ৫

৫. 'ছদ্দা' হলো ঢিলা জামা বা গাউন জাতীয় পরিধেয়।

১০-অনুচ্ছেদ : আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্যবহারের মর্যাদা ।

৫৫৪৮. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ مَا لَهُ مَا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَبُ مَالَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذَرْهَا قَالَ كَأَنَّهُ عَلَى رَأْسِهِ .

৫৫৪৮. আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত । এক ব্যক্তি বললো : হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে এমন একটি আমল বাতলে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে । অপর এক সনদেও আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত । এক ব্যক্তি বললো : হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে পৌছিয়ে দেবে । লোকেরা বললো, তার কি হয়েছে, তার কি হয়েছে ? রসূলুল্লাহ (স) বললেন : তার একটি প্রয়োজন আছে । অতপর নবী (স) তাকে বলেন : আল্লাহর ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, নামায কয়েম করবে, যাকাত দিবে এবং রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়ের সাথে সদ্যবহার করবে । তারপর বললেন : এবার ছেড়ে দাও । বর্ণনাকারীর বর্ণনা : নবী (স) বা লোকটি একটি জন্তুযাবে আরোহী ছিলেন ।

১১-অনুচ্ছেদ : আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শুনাহ ।

৫৫৪৯. عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ .

৫৫৪৯. যুবাইর ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন : আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না ।

১২-অনুচ্ছেদ : আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্যবহারের দরুন রিযিক বৃদ্ধি পায় ।

৫৫৫০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ .

৫৫৫০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এটা ভালো মনে করে যে, তার রিযিক এবং হায়াত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হোক সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে ।

৫৫৫১. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ .



৫৫৫১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিযিক বেড়ে যাক এবং তার হায়াত দীর্ঘায়িত হোক সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে। ৬

১৩-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে আল্লাহ তার সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করেন।

৫৫৫২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتْ الرَّحِمُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَهُوَ لَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاقْرَأُوا إِنَّ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ .

৫৫৫২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আল্লাহ তাআলা সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করলেন। অতপর সৃষ্টির কাজ শেষ হলে জরায়ু (রক্ত সঞ্চয়) বললো : এটি কি রক্তের বন্ধন ছিন্ন করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থীর স্থান? আল্লাহ বলেন : হাঁ, তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, আমি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি, যে তোমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, আর তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে? জরায়ু বললো, হাঁ, হে আমার রব! আল্লাহ বলেন : তাই তোমাকে দেয়া হলো। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াতটি পড়তে পার : “অতপর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরাও পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে ফেলবে”-(সূরা মুহাম্মাদ : ২২)।

৫৫৫৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اللَّهُ مَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتَهُ وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتَهُ .

৫৫৫৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : “রাহম” (জরায়ু) শব্দটির উৎপত্তি (رحمن) রাহমান থেকে। আত্মীয়তা আল্লাহ রহমানুর রহীমের সাথে জোড়া লাগা ডালস্বরূপ। সুতরাং আল্লাহ বলেছেন : যে তোমার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে আমিও তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করি। আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি।

৫৫৫৪. عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرَّحِمُ شَجْنَةٌ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتَهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتَهُ .

৬. এখানে হায়াত দীর্ঘ হওয়ার অর্থ স্বল্প সময়ে অনেক নেক কাজ করার তাওফীক বা এমন অনেক কাজ করা যার ফলে মরেও অমর হয়ে থাকে। কিংবা এমন নেক কাজ করা, মৃত্যুর পরও যার সওয়াব জারি থাকে। অথবা আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে কারো হায়াত বাড়িয়েও দিতে পারেন। রিযিক বাড়িয়ে দেয়া অর্থ, রিযিকে বরকত দেয়া কিংবা আয়-উপার্জন বাড়িয়ে দেয়া।

৫৫৫৪. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আর-রাহেম শব্দটি আল্লাহর গুণবাচক নাম 'আর-রহমান' (পরম দয়ালু) থেকে উৎপন্ন। যে ব্যক্তি রাহেম বা রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে আমিও তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করি এবং যে তা ছিন্ন করে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি।

১৪-অনুচ্ছেদ : আত্মীয়তার সম্পর্ক সজীব থাকে তার প্রতি যত্নশীল থাকলে।

৫৫৫৫. عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُولُ إِنَّ أَلَ أَبِي (فُلَانٍ) قَالَ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرٍ بَيَاضُ لَيْسُوا بِأَوْلِيَانِي إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبْلَاهَا بِلَالُهَا يَعْنِي أَصْلَهَا بِصِلَتِهَا.

৫৫৫৫. আমার ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে গোপনে নয়, উচ্চ কণ্ঠে বলতে শুনেছি : আবু (তালিব)-এর গোষ্ঠী [বুখারী (র)-এর উস্তাদ আমার বর্ণনা, মুহাম্মাদ ইবনে জাফরের কিতাবে 'আলে আবি শব্দের পর খালি জায়গা ছিল] আমার সহযোগী ও সমর্থক নয়। কেবল আল্লাহ এবং নেককার ঈমানদাররাই হলেন আমার সহযোগী ও সমর্থক। অপর এক সনদে আমার ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি : তবে তাদের সাথে রয়েছে আমার রক্তসম্পর্কের আত্মীয়তা। তাই আমি তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে যাব।

১৫-অনুচ্ছেদ : প্রতিদানে আত্মীয়তার হক আদায় হয় না।

৫৫৫৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَفْيَانُ لَمْ يَرْفَعُهُ الْأَعْمَشُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَرَفَعَهُ حَسَنٌ وَفَطْرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الْأُذَى إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَّاهَا.

৫৫৫৬. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। সুফিয়ান বলেছেন, আ'মশ এ হাদীসের সনদ নবী (স) পর্যন্ত পৌছাননি। আর হাসান ও ফিতর এটির সনদ নবী (স) পর্যন্ত পৌছিয়েই বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন : প্রতিদান দানকারী আত্মীয়তার হক আদায়কারী নয়। আত্মীয়তার হক আদায়কারী হলো সেই ব্যক্তি, যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হলে তা সংযুক্ত করে।

১৬-অনুচ্ছেদ : মুল্যবাহ্যি অবস্থায় আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারীর ইসলাম গ্রহণ।

৫৫৫৭. عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَخْبَرَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّنُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ هَلْ (كَانَ) لِي فِيهَا مِنْ أَجْرٍ قَالَ حَكِيمٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ.

৫৫৫৭. হাকীম ইবনে হিয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! জাহিলী যুগে আমি যেসব ভাল কাজ করতাম : যেমন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, ক্রীতদাস মুক্ত করা এবং দান-খয়রাত করা—এসব কাজের জন্য আমি কি কোন পুরস্কার পাব ? হাকীম (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বললেন : পূর্বকৃত এসব নেক কাজসহই তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ।

১৭-অনুচ্ছেদ : অন্যের শিশু কন্যার সাথে খেলা, তাকে চুমু খাওয়া এবং তার সাথে হাসি-তামাশা করা।

৫৫৫৮. عَنْ أُمِّ خَالِدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعَ أَبِي وَعَلَى قَمِيصٍ أَصْفَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَنَةٌ سَنَةٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النَّبُوءَةِ فَرَبَّرَنِي أَبِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعَهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آيَلَىٰ وَآخِلِقَىٰ ثُمَّ آيَلَىٰ وَآخِلِقَىٰ ثُمَّ آيَلَىٰ وَآخِلِقَىٰ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ فَبَقِيتُ حَتَّى ذَكَرَ يَغْنَىٰ مِنْ بَقَائِهَا.

৫৫৫৮. উম্মে খালিদ বিনতে খালিদ ইবনে সায়ীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার আব্বার সাথে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়েছিলাম। আমার গায়ে ছিল হলুদ কামিজ। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : সানাহ ! সানাহ ! রাবী আবদুল্লাহ বলেন, হাবশী ভাষায় এর অর্থ চমৎকার। উম্মে খালিদ (রা) বলেন, এরপর আমি মোহরে নবুওয়াত নিয়ে খেলতে লাগলাম। তখন আমার আব্বা আমাকে মৃদু তিরস্কার করলেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : তাকে খেলতে দাও। এরপর রসূলুল্লাহ (স) বললেন : তুমি এ কাপড় পরিধান করো যতক্ষণ না তা পুরনো ও জীর্ণ হয়। তারপর আবার পরিধান কর যতক্ষণ না তা পুরনো ও জীর্ণ হয়। তারপর আবার পরিধান কর যতক্ষণ না তা পুরনো ও জীর্ণ হয় (অর্থাৎ দীর্ঘদিন টিকে থাক)। আবদুল্লাহর বর্ণনা, ওই কাপড় অনেক দিন পর্যন্ত ব্যবহারোপযোগী ছিল।

১৮-অনুচ্ছেদ : সন্তান-সন্ততিকে আদর-স্নেহ করা, চুমু দেয়া এবং তার সাথে গলাগলি করা। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) তার সন্তান ইবরাহীমকে নিয়ে চুমু দিয়েছেন এবং তাঁর স্ত্রী নিয়েছেন।

৫৫৫৯. عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ قَالَ كُنْتُ شَاهِدًا لِابْنِ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ أَنْظِرُوا إِلَيَّ هَذَا يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ هُمَا رِيحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا.

৫৫৫৯. ইবনে আবু নু'ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইবনে উমার (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি তাকে মশা-মাছির রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথাকার অধিবাসী? লোকটি বললো, আমি ইরাকের অধিবাসী। ইবনে উমার (রা) বললেন : তোমরা এ লোকটির প্রতি লক্ষ্য কর, সে আমাকে মশা-মাছির রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। অথচ এরাই নবী (স)-এর সন্তান [হযরত হোসাইন (রা)]-কে হত্যা করেছে। আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, তারা দুইজন [হাসান-হোসাইন (রা)] দুনিয়ায় আমার দু'টি সুগন্ধি ফুল।

৫৫৬০. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ جَاءَتْ نِثَى امْرَأَةٍ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلْنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَهُمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنْ بُلَى مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ .

৫৫৬০. নবী পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা তার দু'টি মেয়েকে সাথে নিয়ে কিছু চাইতে আমার কাছে আসলো। একটি মাত্র খেজুর ছাড়া সে আমার কাছে কিছু পেল না। আমি খেজুরটি তাকে দিলাম। সে খেজুরটি তার দুই মেয়েকে ভাগ করে দিল এবং তারপর চলে গেল। অতপর নবী (স) আসলেন। আমি তাঁর কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন : যার ওপর এই মেয়েদের দায়িত্ব চাপিয়ে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হয়েছে, সে যদি তাদের প্রতি ইহসান করে তবে তারা তার জন্য দোষখের আগুনের প্রতিবন্ধক হবে।

৫৫৬১. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَأَمَامَهُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى فَإِذَا رَكَعٌ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا .

৫৫৬১. আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী (স) বাড়ী থেকে বেরিয়ে আমাদের কাছে আসলেন। তখন উমামা বিনতে আবুল আস তার কাঁধের ওপর ছিল। তিনি ঐ অবস্থায় নামায পড়লেন। যখন তিনি রুকু করতেন, তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখতেন এবং যখন উঠে দাঁড়াতেন, তখন তাকেও উঠিয়ে নিতেন।

৫৫৬২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسٌ فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ .

৫৫৬২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ (স) হাসান ইবনে আলী (রা)-কে চুমু দিলেন। তখন আকরা ইবনে হাবিস তামিমী (রা) তাঁর কাছে

উপবিষ্ট ছিলেন। আক্রা ইবনে হাবিস বললেন, আমার দশটি সন্তান আছে কিন্তু আমি কখনও তাদের কাউকে চুমু দেইনি। রসূলুল্লাহ (স) তার দিকে তাকালেন, তারপর বললেন : যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করে না সে অনুগ্রহীত হয় না।

৫০৬৩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ تُقْبِلُونَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقْبِلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ .

৫৫৬৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক বেদুঈন নবী (স)-এর কাছে এসে বললো, আপনারা শিশুদেরকে চুমু দেন, কিন্তু আমরা তাদের চুমু দেই না। নবী (স) বলেন : আল্লাহ তাআলা যদি তোমার অন্তর থেকে দয়া-ময়া উঠিয়ে নিয়ে থাকেন তাহলে আমি তোমাকে আর কি দিতে পারি ?

৫০৬৪- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سَبْيٌ فَأِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ تَحَلَّبَتْ تَدْبُهَا بِسِقْيٍ إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَارْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَتَرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا لَا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ فَقَالَ اللَّهُ أَرْحَمَ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا .

৫৫৬৪. উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর দরবারে কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী আসলো। তাদের মধ্যে এক মহিলাও ছিল। তার স্তন দুধে পরিপূর্ণ ছিল। বন্দীদের মাঝে সে কোন শিশুকে পেলেই তাকে জড়িয়ে ধরে বুকে লাগিয়ে দুধ পান করাতো। নবী (স) আমাদেরকে বললেন : তোমরা কি মনে কর, এ মহিলা তার আপন সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে ? আমরা বললাম, না ; ক্ষমতা থাকলেও সে কখনও ফেলবে না। তখন নবী (স) বললেন : এ মহিলা তার সন্তানের প্রতি যতটা দয়াপরবশ আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি তার চেয়েও অনেক বেশী দয়াপরবশ।

১৯-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলা দয়া-ময়াকে এক শত ভাগে বিভক্ত করেছেন।

৫০৬৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عَنْهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ جُزْءً وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءً وَاحِدًا فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاكُمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ .

৫৫৬৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তাআলা দয়া-ময়াকে এক শত ভাগে বিভক্ত করে তার নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখেছেন এবং এক ভাগ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এ এক ভাগের কারণেই

প্রাণীকুল একে অপরের প্রতি দয়া-মায়া দেখায়। এমনকি ঘোড়া তার শাবকের ওপর থেকে পা তুলে নেয় তার কষ্ট পাওয়ার আশংকায় (এ এক ভাগ থেকে প্রাপ্ত দয়া-মায়ার কারণেই)।

২০-অনুচ্ছেদ : খাবারে অংশগ্রহণের আশংকায় সন্তান হত্যা করা।

৫৬৬৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلَقَكَ ثُمَّ قَالَ أَيْ قَالَ أَنْ يَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ ثُمَّ قَالَ أَيْ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ .

৫৫৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বলেন : কাউকে আল্লাহর শরীক করা, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কোনটি? নবী (স) বলেন : তোমার সাথে খাদ্যে ভাগ বসাবে এ ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা।<sup>৭</sup> আবার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কোনটি? নবী (স) বলেন : প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যেনা করা। অতপর আল্লাহ তাআলা নবী (স)-এর কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করে নাযিল করলেন : “আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না (শিরক করে না)। তারা রহমান বান্দা”-(সূরা আল-ফুরকান : ৬৮)।

২১-অনুচ্ছেদ : শিশুদেরকে কোলে নেয়া।

৫৬৬৮- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ صَبِيًّا فِي حِجْرِهِ يُحَنِّكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ .

৫৫৬৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) একটি শিশুকে ‘তাহনীক’<sup>৮</sup> করার জন্য তাঁর কোলে নিলেন। শিশুটি তাঁর গায়ে পেশাব করে দিলে তিনি পানি চেয়ে নিয়ে তা পেশাবের ওপর ঢেলে দিলেন।

৭. খাদ্যে ভাগ বসাবে এ আশংকায় অর্থাৎ খাদ্যাভাবের আশঙ্কায় সন্তান হত্যা ও ক্রম হত্যা একই কথা এবং সমান গুনাহ, সুতরাং তা হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন : “দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা সন্তান হত্যা করো না। আমি তাদেরকে রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও।”

ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়ায় খাদ্যের কোন অভাব নেই। অভাবটা কৃত্রিম সৃষ্টি। এটা অনৈসলামী ব্যবস্থার ফল। ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থা চালু হলে এ অভাব থাকতে পারে না। তাছাড়া সুই উপাদান ও সম্পদের বন্টন ইসলামী নীতি অনুসারে হলেই কেবল অভাব দূর হতে পারে। শোষণ-বঞ্চনা, যুলুম-পীড়ন এবং দুর্নীতি চালু রেখে কেবল জনসংখ্যা হ্রাস করলে অভাব দূর হতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ এক মহামূল্যবান সম্পদ। সে শুধু পেট নিয়েই দুনিয়ায় আসে না, আসে দু’টো হাত, দু’টো পা, দু’টো চোখ, দু’টো কান এবং দৈহিক শক্তি ও মেধা শক্তি নিয়ে। তাই মানুষ হত্যা করে খাদ্যাভাব দূর করার প্রয়াস চালানো অর্থহীন। এতে অভাব কমে না, বরং দেখা দেয় এর আনুসঙ্গিক প্রতিক্রিয়া, অনাচার, ব্যভিচার, পারিবারিক অশান্তি ও অবৈধাচারের সয়লাব।

৮. ‘তাহনীক’ অর্থ খেজুর ইত্যাদি চিবিয়ে নবজাতকের মুখে তার রস দেয়া। এটা করা সুন্নাত।

২২-অনুচ্ছেদ : শিশুকে রানের উপর রাখা ।

৫০৬৮- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْخُذُنِي فَيَقْعِدُنِي عَلَى فَخْذِهِ وَيُعِيدُ الْحَسَنَ عَلَى فَخْذِهِ الْآخَرَى ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحُمُهُمَا .

وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ التَّيْمِيُّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ قُلْتُ حَدَّثْتُ بِهِ كَذًا وَكَذَا فَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي عُثْمَانَ فَتَنَظَّرْتُ فَوَجَدْتُهُ عِنْدِي مَكْتُوبًا فِيمَا سَمِعْتُ .

৫৫৬৮. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত । রসূলুল্লাহ (স) আমাকে কাছে টেনে নিয়ে তাঁর এক উরুর উপর এবং হাসান (রা)-কে অন্য উরুর উপর বসাতেন, তারপর আমাদেরকে এক সাথে জড়িয়ে ধরে দোয়া করতেন : “হে আল্লাহ ! আমি এদের দু’জনের প্রতি দয়াপরবশ । তুমিও তাদের প্রতি দয়া কর ।”

আবু উসমান থেকে বর্ণিত । তাইমী বলেছেন, আমার মনে খটকা লাগলো যে, আমি আবু উসমান থেকে অমুক অমুক হাদীস বর্ণনা করেছি অথচ আমি তা আবু উসমান থেকে শুনিনি । তখন আমি আমার কাছে লিখিত আবু উসমান থেকে শ্রুত হাদীসসমূহ দেখলাম এবং তাতে এ হাদীসটিও পেয়ে গেলাম ।

২৩-অনুচ্ছেদ : উত্তমরূপে প্রতিশ্রুতি পালন ঈমানের অংশ ।

৫০৬৯- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غَرَّتْ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غَرَّتْ عَلَى خَدِيجَةَ وَلَقَدْ هَلَكْتُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِثَلَاثِ سِنِينَ لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُ يَذْكُرُهَا وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَذْبَجُ الشَّاةَ ثُمَّ يَهْدِي فِي خَلَّتِهَا مِنْهَا .

৫৫৬৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, খাদীজা (রা)-এর প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা হতো ততটা আর কারো প্রতি হয়নি । অথচ আমার বিয়ের তিন বছর আগেই তিনি ইনতিকাল করেন । আমি নবী (স)-কে প্রায়ই তাঁর কথা উল্লেখ করতে শুনতাম এবং নবী (স)-কে তাঁর রব এ মর্মে আদেশ দিয়েছিল যে, তিনি যেন তাকে জান্নাতে একটি মোতি ও স্বর্ণ নির্মিত প্রাসাদ লাভের সুখের দান করেন । তাছাড়া রসূলুল্লাহ (স) যখনই বকরী যবেহ করতেন তখনই তার কিছু অংশ খাদীজা (রা)-এর বান্ধবীদের উপহার পাঠাতেন ।

২৪-অনুচ্ছেদ : ইয়াতীম লালন-পালনের মর্যাদা ।

৫০৭০- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ مِكَذَا وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى .

৫৫৭০. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আমি এবং ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী জালাতে এরূপ নিকটবর্তী থাকবো। নবী (স) তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে দেখালেন।

২৫-অনুচ্ছেদ : বিধবা নারীদের সাহায্যের জন্য চেষ্টা-সাধনা করা।

৫৫৭১. عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ .

৫৫৭১. সাফওয়ান ইবনে সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, বিধবা এবং গরীব-মিসকীনের সাহায্য-সহায়তার জন্য চেষ্টা-সাধনাকারী সেই ব্যক্তির অনুরূপ যে আত্মাহুত পথে জিহাদ করে অথবা সেই ব্যক্তির অনুরূপ যে দিনভর রোযা রাখে এবং রাতভর নামায পড়ে।

৫৫৭২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ .

৫৫৭২. আবু হুরাইরা (রা) ও নবী (স) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৬-অনুচ্ছেদ : দরিদ্র ও অভাবীদের সাহায্যের জন্য চেষ্টা-সাধনা করা।

৫৫৭৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ يَشْكُ الْقَعْنَبِيُّ كَالْقَائِمِ لَا يَفْطُرُ وَكَالْصَّائِمِ لَا يَفْطُرُ .

৫৫৭৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : বিধবা ও দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য চেষ্টা-সাধনাকারী আত্মাহুত পথে জিহাদকারীর সমতুল্য। কানাবী বলেন, আমার ধারণা, “সারারাত নিরলস ইবাদতকারী এবং একাধারে রোযা পালনকারীর মতো” একথাটিও মালেক বলেছেন।

২৭-অনুচ্ছেদ : মানুষ ও জীব-জন্তুর প্রতি দয়াপন্নবশ হওয়া।

৫৫৭৪. عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَابَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنُّنَا أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا وَسَأَلْنَا عَنْ تَرْكِنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرَنَا وَكَانَ رَقِيقًا رَحِيمًا فَقَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ ثُمَّ لِيُؤْمَكُم أَكْثَرُكُمْ .

৫৫৭৪. আবু সুলাইমান মালেক ইবনুল হুরাইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা প্রায় সমবয়স্ক কতিপয় যুবক নবী (স)-এর দরবারে হাযির হলাম এবং তাঁর কাছে



বিশ দিন অবস্থান করলাম। তিনি ধারণা করলেন, আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনদের সাথে মিলিত হতে আগ্রহী। আমরা কাদেরকে বাড়ীতে রেখে এসেছি সে সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। আমরা তাঁকে তাদের সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি ছিলেন কোমল-হৃদয় ও দয়াবান। তিনি বলেন : তোমরা আপন পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাও, তাদেরকে জ্ঞান শিক্ষা দাও, ভালো কাজের আদেশ কর এবং তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছো ঠিক সেভাবে নামায পড়। আর নামাযের সময় হলে তোমাদের একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যকার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ইমামতি করবে।

৫০৭৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بَيْتًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَتْ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي فَنَزَلَ الْبَيْتَ فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فُغْفِرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا فَقَالَ نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ .

৫৫৭৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : এক ব্যক্তি পথ চলছিল ; এ সময় তার ভীষণ পিপাসা পেল। সে একটি কূপ দেখতে পেয়ে তাতে নামলো এবং পানি পান করে উঠে আসলো। হঠাৎ দেখলো, একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে কাদা চাটছে। লোকটি ভাবলো, প্রচণ্ড পিপাসায় আমি যেমন কষ্ট পেয়েছি কুকুরটিও ঠিক তেমনি কষ্ট পাচ্ছে। তাই সে কূপে নেমে তার মোজায় পানি ভরলো এবং তা দাঁতে কামড়ে ধরে উপরে উঠে এসে কুকুরটিকে পান করালো। আল্লাহ তার এ কাজকে মূল্য দিয়ে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। লোকজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! জীব-জন্তুর সেবাতেও কি আমাদের জন্য প্রতিদান আছে ? তিনি বলেন : হ্যাঁ, প্রত্যেক প্রাণধারীর সেবার জন্যই রয়েছে পুরস্কার।

৫০৭৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَوةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ فِي الصَّلَوةِ اَللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمَ مَعَنَا أَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ .

৫৫৭৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) নামাযে দাঁড়ালে আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়ালাম। এক বেদুঈন নামাযের মধ্যে বললো, হে আল্লাহ ! আমার উপর এবং মুহাম্মাদ (স)-এর উপর রহম কর, আমাদের সাথে আর কারো উপর রহম করো না। নবী (স) সালাম ফিরিয়ে ঐ বেদুঈনকে বলেন : তুমি একটি বিশাল বিষয়কে অর্থাৎ আল্লাহর রহমতকে সীমিত করে ফেলেছো।

৫০৭৭- عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ

وَتَوَادَّهِمْ وَتَعَاطَفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى .

৫৫৭৭. নোমান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : পরস্পরের প্রতি দয়া-মায়া ও প্রেম-ভালবাসা প্রদর্শনে এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার ক্ষেত্রে তুমি ঈমানদারদেরকে একটি দেহের মত দেখতে পাবে। দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ অনিদ্রা এবং জ্বরে তার শরীক হয়ে যায়।

৫৫৭৮. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ .

৫৫৭৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : প্রতিটি ভালো কাজই সদাকা।

৫৫৭৯. عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ .

৫৫৭৯. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : যে দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হয় না।

২৮-অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীর হক আদায়ের ওসিয়াত। আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فُخُورًا (النساء : ৩৬)

“তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করো না, আর মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করো এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত যারা তাদের সাথেও। আল্লাহ কখনো ভালোবাসেন না দাঙ্কিক ও আত্মগর্বীকে”-(সূরা আন-নিসা : ৩৬)।

৫৫৮০. عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّثُهُ .

৫৫৮০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : জিবরাঈল (আ) প্রতিবেশীর ব্যাপারে আমাকে বরাবর ওসিয়াত করতে থাকেন, এমনকি আমার ধারণা হলো যে, অচিরেই প্রতিবেশীকে তিনি উত্তরাধিকারী রানিয়ে দিবেন।

৫৫৮১. عَنْ بَنِي عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّثُهُ .

৫৫৮১. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : জিবরাঈল (আ) সবসময় প্রতিবেশীর ব্যাপারে আমাকে ওসিয়াত করতে থাকেন। শেষে আমার ধারণা হল যে, হয়ত অচিরেই তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবেন।

২৯-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় তার জন্য।

৫৫৮২. عَنْ أَبِي شُرَيْجٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقِهِ.

৫৫৮২. আবু শুরাইহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, আল্লাহর শপথ! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়, আল্লাহর শপথ! সে লোক মু'মিন নয়, আল্লাহর শপথ! সে লোক মু'মিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বলেন : যে ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।

৩০-অনুচ্ছেদ : কোন মহিলা যেন তার প্রতিবেশিনীকে অবজ্ঞা না করে।

৫৫৮৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةَ لِحَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةً .

৫৫৮৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : হে মুসলিম নারী সমাজ! কোন প্রতিবেশিনী কখনো যেন তার প্রতিবেশিনীকে (তার প্রেরিত উপহারকে) অবজ্ঞা না করে, এমনকি তা বকরীর পায়ের একটি ক্ষুর হলেও।

৩১-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।

৫৫৮৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ .

৫৫৮৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন অবশ্যই ভাল কথা বলে অন্যথা চুপ থাকে।

৫৫৮৫. عَنْ أَبِي شُرَيْجٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَذْنَائِي وَأَبْصَرْتُ عَيْنَائِي حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمُوا صَفِيَّهُ جَائِزَتُهُ قَالَ وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَدَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَمَنْ  
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ .

৫৫৮৫. আবু শুরাইহ আদাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী (স) বলেছেন তখন আমার দুই কান শুনেছে এবং দুই চোখ দেখেছে। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন পুরস্কারসহ মেহমানের আপ্যায়ণ ও সমাদর করে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল ! তার পুরস্কার কি ? তিনি বলেন : এক রাত ও এক দিনের জন্য উন্নত খাবার পরিবেশন করা। আর তিন দিন পর্যন্ত সাধারণ মেজবানীই যথেষ্ট। এর চেয়েও বেশী দিন অবস্থান করলে সেই মেহমানদারিটা হবে বদান্যতা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন ভাল কথা বলে অন্যথায় চুপ থাকে।

৩২-অনুচ্ছেদ : দরজার নৈকট্য অনুযায়ী প্রতিবেশীদের হক।

৫৫৮৬. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِي جَارَيْنِ قَالِي أَيُّهُمَا أَهْدَى  
قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا .

৫৫৮৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। তাদের কার কাছে আমি হাদিয়া পাঠাবো ? তিনি বলেন : যার দরজা তোমার বেশী নিকটে।

৩৩-অনুচ্ছেদ : প্রতিটি ভাল কাজই সদাকা।

৫৫৮৭. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ .

৫৫৮৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : প্রতিটি ভাল কাজই সদাকা।

৫৫৮৮. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ  
قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعْ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
أَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ  
أَوْ قَالَ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ .

৫৫৮৮. আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : প্রত্যেক মুসলিমের সদাকা করা জরুরী। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, কারো যদি সদাকা করার মত কিছু না থাকে ? তিনি বলেন : সে নিজ হাতে কাজ করবে যাতে সে নিজেও উপকৃত হতে পারে এবং সদাকাও করতে পারে। লোকজন বললো : যদি তা করার সামর্থ

তার না থাকে কিংবা তা না করে ? তিনি বলেন : সে কোন অভাবী দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করবে। লোকজন বললো : সে তাও যদি না করে ? তিনি বলেন : ভালো কাজের আদেশ করবে। একজন জিজ্ঞেস করলো : এটাও যদি সে না করে ? তিনি বলেন : তাহলে সে যেন খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। সেটাই হবে তার সদাকা।

৩৪-অনুচ্ছেদ : উত্তম কথা। আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উত্তম কথাও সদাকা।

৫৫৮৭. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ قَالَ شُعْبَةُ أَمَا مَرَّتَيْنِ فَلَا أَشْكُ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ .

৫৫৮৯. আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। নবী (স) জাহান্নামের কথা উল্লেখ করে তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন এবং অন্যদিকে মুখ ফিরালেন। পুনরায় তিনি জাহান্নামের উল্লেখ করে তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন এবং অন্য দিকে মুখ ফিরালেন। শোবা (র) বলেন : তিনি দুইবার এরূপ করেছেন তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। তারপর নবী (স) বলেন : এক টুকরা খোরমা দান করে হলেও তোমারা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ। আর তাও যদি না পাও তবে উত্তম কথার বিনিময়ে হলেও।

৩৫-অনুচ্ছেদ : সকল কাজে নম্রতা অবলম্বন।

৫৫৯০. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا السَّأَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَفَهَمْتُهَا فَقُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّأَمُ وَاللَّعْنَةُ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ.

৫৫৯০. নবী পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একদল ইহুদী নবী (স)-এর কাছে এসে বললো, আসসামু আলাইকুম (তোমার মৃত্যু আপতিত হোক)। আয়েশা (রা) বলেন : আমি তাদের একথার অর্থ বুঝে ফেললাম, তাই বললাম : আলাইকুমুসসামু ওয়াল লানাছু (তোমাদের ওপর মৃত্যু ও অভিসম্পাত নেমে আসুক)। আয়েশা (রা) বলেন : এতে রসূলুল্লাহ (স) বললেন : হে আয়েশা ! তুমি থামো। আল্লাহ তাআলা সব ব্যাপারে নম্রতা পসন্দ করেন। আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল ! তারা কি বলেছে তা আপনি কি শোনেননি ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন : আমি নিজেও তো বলেছি, ওয়া আলাইকুম (এবং তোমাদের ওপরও)।

৫৫৯১. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَزِدْمُوهُ ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِّنْ مَّاءٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ.

৫৫৯১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করলে লোকজন তার দিকে ছুটে গেল। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : তাকে বাধা দিও না। অতপর তিনি এক বালতি পানি চেয়ে নিলেন এবং তা পেশাবের ওপর ঢেলে দিলেন।

৩৬-অনুচ্ছেদ : ঈমানদারদের পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা।

৫৫৯২. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْنَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ جَالِسًا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يُسْأَلُ أَوْ طَالِبٌ حَاجَةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ اشْفَعُوا فَلْتَوْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ.

৫৫৯২. আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : একজন মু'মিন আরেকজন মু'মিনের জন্য একটি ইমারত স্বরূপ যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে। অতপর তিনি তাঁর এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেখালেন। নবী (স) উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় একজন লোক কিছু প্রার্থনা করলো কিংবা কোন প্রয়োজন পূরণের আবেদন জানালো। তখন তিনি আমাদের দিকে ফিরে বলেন : তোমরা সুপারিশ করো যাতে তোমাদেরকেও তার প্রতিদান দেয়া হয়। আল্লাহ যা চান তা তার রসূলের মুখে ঘোষণা করেন।<sup>১০</sup>

৩৭-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী :

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْبِطًا ۝

“যে ব্যক্তি ভাল কাজের সুপারিশ করে সে ওই কাজের সওয়াব থেকে একটা অংশ লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি খারাপ কাজের সুপারিশ করে সে ঐ কাজের শুনাহ থেকে একটা অংশ পাবে। আল্লাহ সব বিষয়ের ওপর নজর রাখেন”—সূরা আন-নিসা : ৮৫। **كِفْلٌ** অর্থ অংশ। আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন : হাবশী ভাষায় **كِلَيْنِ** শব্দের অর্থ ‘‘বিশুণ পুরস্কার।

৫৫৯৩. عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا آتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ اشْفَعُوا فَلْتَوْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ .

৫৫৯৩. আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর কাছে কোন যাত্রাকারী বা অভাবগ্রস্ত লোক আসলে তিনি বলতেন : তোমরা (তার জন্য) সুপারিশ করো, তাহলে তোমরাও তার পুরস্কার লাভ করবে। আর আল্লাহ যা চান, তাঁর রসূলের জবানীতে তা কার্যকর করেন।

১০. ঈমানদারদের সমাজ একটি সীমা ঢালা প্রাচীরের মতো সুদৃঢ়। এর প্রতিটি ইট ইমারতের গাধুনীতে সুসংবদ্ধ আছে বলেই প্রাচীরটি সুদৃঢ় আছে। অন্যথায় তা খান খান হয়ে যেতে বাধ্য। সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে এ সম্পর্ক দেখাতে হবে। নিজে অকর্ম হলে অপরকে সাহায্য করার সুপারিশ করবে। তাতেও সওয়াব ও প্রতিদান মিলবে।

৩৮-অনুচ্ছেদ : নবী (স) অশালীন ছিলেন না এবং তিনি অশালীন কথাও বলতেন না ।  
 ৫৫৯৪- عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حِينَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةَ إِلَى الْكُوفَةِ فَذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ آخِرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا .

৫৫৯৪. মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) মুআবিয়া (রা)-এর সাথে কুফায় আগমন করলে আমরা তার [আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর] কাছে গেলাম । তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর কথা উল্লেখ করে বলেন : নবী (স) কখনও অশালীন ও অভদ্র ছিলেন না এবং অশিষ্ট ও অশালীন কথাও বলতেন না । তারপর তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : তোমাদের যার নৈতিক চরিত্র ও আচরণ ভালো সেই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ।

৫৫৯৫- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ يَهُودَ أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا أَلَسَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمْ اللَّهُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكَ بِالرَّفْقِ وَأَيَّاكَ وَالْعُتْفِ وَالْفُحْشِ قَالَتْ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ .

৫৫৯৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত । একদল ইহুদী নবী (স)-এর কাছে এসে (সালাম দেয়ার ছলে) বললো : ‘আসসামু আলাইকুম’ (তোমার ওপর মৃত্যু নেমে আসুক) । জবাবে আয়েশা (রা) বললেন : ‘আলাইকুম ওয়া লাআনাকুমুল্লাহ ওয়া গাযেবাল্লাহ আলাইকুম (তোমাদের ওপর মৃত্যু নেমে আসুক । আল্লাহ তোমাদের ওপর লানত ও গযব নাযিল করুন) । তিনি বললেন : আয়েশা ! থামো । কথায় নম্রতা অবলম্বন করা এবং রুঢ় আচরণ অশালীন কথা পরিহার করা তোমার কর্তব্য । আয়েশা (রা) বললেন : তারা কি বলেছে তা কি আপনি শুনেনি ? নবী (স) বললেন : আমি যা বলেছি, তুমি কি তা শোননি ? আমি তাদের যে জবাব দিয়েছি, তাদের ব্যাপারে আমার কথা কবুল হবে । কিন্তু আমার ব্যাপারে তাদের কথা কবুল হবে না ।

৫৫৯৬- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ سَبَابًا وَلَا فَحَاشًا وَلَا لَعَانًا كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ مَا لَهُ تَرَبَّ جَبِينُهُ .

৫৫৯৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী (স) কখনো গাল-মন্দকারী, অশালীন বাক্য উচ্চারণকারী এবং লানতকারী ছিলেন না । আমাদের কাউকে কখনো তিরস্কার করতে হলে তিনি কেবল এতটুকু বলতেন যে, তার কি হলো ? তার কপাল ধূলি-মলিন হোক !

৫৫৯৭- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَأَاهُ قَالَ بِئْسَ أَخُو

الْعَشِيرَةِ وَيُسَّ ابْنُ الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حِينَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ مَتَى عَهْدَتْنِي فَحَاشَا إِنْ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ .

৫৫৯৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলো। নবী (স) লোকটিকে দেখে বললেন : গোষ্ঠীর নিকৃষ্ট সন্তান। লোকটি এসে বসলে নবী (স) তার সাথে প্রফুল্লচিত্তে সহজভাবে মিশলেন এবং ভদ্র আচরণ করলেন। লোকটি চলে গেলে আয়েশা (রা) নবী (স)-কে বললেন : হে আল্লাহর রসূল ! লোকটিকে দেখে আপনি তার সম্পর্কে এরূপ এরূপ কথা বললেন। পরে আবার তার সাথে সহাস্য বদনে এবং আন্তরিকভাবে মেলামেশা করলেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : হে আয়েশা ! তুমি আমাকে কখনো অশালীন কথা বলতে বা অশোভন আচরণ করতে দেখেছ ? কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মর্যাদায় সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে সেই ব্যক্তি যার অনিষ্টকারিতার ভয়ে মানুষ তাকে এড়িয়ে চলে, তাকে পরিত্যাগ করে।

৩৯-অনুচ্ছেদ : উত্তম নৈতিক চরিত্র ও দানশীলতা। কৃপণতা নিন্দনীয়। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন। নবী (স) গোটা মানবজাতির মধ্যে সবার চেয়ে বেশী দানশীল ছিলেন। রমযান মাসে তিনি আরো অধিক দানশীল হতেন। আবু যার (রা) বলেন : নবী (স)-এর নবুয়াত লাভের খবর পেয়ে তিনি তাঁর ভাইকে বললেন, ওই উপত্যকায় যাও এবং তাঁর কথাগুলো শোন। অতপর তাঁর ভাই ফিরে এসে বলেন : আমি তাঁকে উত্তম নৈতিক চরিত্র অর্জনের আদেশ দিতে দেখেছি।

৫৫৭৮. عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَرَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ يَقُولُ لَمْ تَرَاعُوا لَمْ تَرَاعُوا وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرِيَ مَا عَلَيْهِ سَرَجٌ فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ .

৫৫৯৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) সমস্ত মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন, সবচেয়ে অধিক দানশীল এবং সবচেয়ে বেশী সাহসী ছিলেন। এক রাতে মদীনাবাসীগণ একটি শব্দ শুনে ভিষণ ভীত হয়ে পড়লো। লোকজন আওয়াজের দিকে ছুটে চললো। নবী (স) রওনা হয়ে সবাইকে পেছনে ফেলে আওয়াজের দিকে এগিয়ে যান। তিনি বললেন : ভীত হলো না, ভীত হলো না। তিনি আবু তালহা (রা)-এর ঘোড়ার খালি



পিঠে (জীনপোষ ছাড়া) আরোহিত ছিলেন। তাঁর গলায় ঝুলছিল তলোয়ার। অতপর নবী (স) বললেন : আমি ঘোড়াটিকে সমুদ্র স্রোতের ন্যায় দ্রুতগামী পেলাম অথবা বাস্তবে এটি যেন সমুদ্র।

৫৫৭৭- عَنْ جَابِرٍ يَقُولُ مَا سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ لَا.

৫৫৯৯. জাবের (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স)-এর নিকট কোন জিনিস চাওয়া হলে কখনো তিনি 'না' বলেননি। ১১

৫৬০০- عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يُحَدِّثُنَا إِذْ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ (أَحْسَبُكُمْ) أَخْلَاقًا.

৫৬০০. মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর সাথে বসছিলাম। তিনি আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করছিলেন। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স) অশালীন ও অভদ্র ছিলেন না। তিনি কখনো অশালীন কথা বলেননি। তিনি বলতেন : তোমাদের মধ্যকার সর্বাধিক চরিত্রবান ব্যক্তিই সর্বোত্তম।

৫৬০১- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِبُرْدَةٍ فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ فَقَالَ الْقَوْمُ هِيَ الشَّمْلَةُ فَقَالَ سَهْلٌ هِيَ شِمْلَةٌ مَنَسُوجَةٌ فِيهَا حَاشِيَتُهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْسُوكَ هَذِهِ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَلَبِسَهَا فَرَأَاهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَنَ هَذِهِ فَأَكْسَيْنِيهَا فَقَالَ نَعَمْ فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَمَةٍ أَصْحَابُهُ قَالُوا مَا أَحْسَنَتْ حِينَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلَتْهُ أَيَّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يُسْتَلُّ شَيْئًا فَيَمْنَعُهُ فَقَالَ رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِينَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَعَلِّي أَكْفَنُ فِيهَا.

৫৬০১. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা একখানা 'বুরদা' নিয়ে নবী (স)-এর নিকট আসলো। সাহল (রা) লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি জান, বুরদা কি? লোকজন বললো, বুরদা হচ্ছে চাদর যা কাপড়ের থান। সাহল (রা) বলেন, বুরদা হচ্ছে পাড়বিশিষ্ট চাদর বা কাপড়ের থান। অতপর মহিলা বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে এটি পরিধানের জন্য দিচ্ছি। নবী (স) চাদরখানা নিলেন এবং তাঁর ঐ কাপড়ের প্রয়োজনও ছিল। সাহাবাগণের একজন তা তাকে পরিধান করতে দেখে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! এটা আমাকে পরতে দিন। নবী (স) বলেন, ঠিক আছে।

১১. অর্থাৎ যখনই তাঁর নিকট কিছু চাওয়া হয়েছে, সম্ভব হলে দিয়েছেন, না হয় চুপ থেকেছেন কিন্তু 'না' কখনো বলেননি।

নবী (স) উঠে চলে গেলে তার সংগী-সাথীগণ তাকে ভর্ৎসনা করে বলেন, তুমি ভালো কাজ করোনি। কারণ, তুমি দেখলে নবী (স) চাদরটি নিয়েছেন আর ওটির প্রয়োজনও তাঁর ছিল। অথচ তারপরও তুমি তাঁর কাছে সেটি চেয়ে বসলে। তোমার এও জানা আছে যে, তাঁর কাছে কোন জিনিস চাওয়া হলে তিনি কাউকে বিমুখ করেন না। সেই সাহাবী বলেন, নবী (স) চাদরটি পরেছেন দেখেই তাঁর বরকত লাভের আশায় আমি এ কাজ করেছি, যাতে চাদরটি আমার কাফন হতে পারে।

৬০২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ (الْعَمَلُ) وَيُلْقَى الشَّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ .

৫৬০২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : সময় দ্রুত অতিক্রান্ত হবে, এলেম (ভাল কাজ) হ্রাস পাবে, মানুষের মনে কৃপণতা সৃষ্টি হবে এবং ‘হারজ’ বৃদ্ধি পাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : ‘হারজ’ কি ? তিনি বলেন : হত্যাকাণ্ড, হত্যাকাণ্ড।

৬০৩- عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أَفٍ وَلَا لِمِ صَنَعْتُ وَلَا أَلَا صَنَعْتُ .

৫৬০৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দশ বছর নবী (স)-এর খেদমত করেছি। তিনি আমাকে কখনো উহু পর্যন্ত বলেননি কিংবা কখনও বলেননি যে, কেন তুমি এরূপ করলে বা কেন এরূপ করলে না ?

৪০-অনুচ্ছেদ : আপন পরিবারে মানুষের আচরণ কেমন হবে ?

৬০৪- عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ قَالَتْ كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ .

৫৬০৪. আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম : নবী (স) আপন পরিবারে কি করতেন ? তিনি জবাব দিলেন : নবী (স) পরিবারের লোকদের কাছে লেগে থাকতেন এবং নামাযের সময় হলে নামায পড়তে চলে যেতেন।

৪১-অনুচ্ছেদ : ভালোবাসা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়।

৬০৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَاحِبَّهُ فَيَحِبُّهُ جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَاحِبُّوهُ فَيَحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ .

৫৬০৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, আল্লাহ তাআলা কোন বান্দাকে ভালোবাসলে জিবরাঈল (আ)-কে ডেকে বলেন, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, তুমিও তাকে ভালোবাস। তখন জিবরাঈল (আ)-ও তাকে ভালোবাসেন। অতপর জিবরাঈল (আ) আসমানবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন। তোমরাও তাকে ভালোবাস। তখন আসমানবাসীরাও তাকে ভালোবাসতে থাকে। তারপর পৃথিবীবাসীর মধ্যে তার জনপ্রিয়তা দান করা হয়।

৪২-অনুচ্ছেদ : কেবল আল্লাহর জন্য ভালোবাসা।

৫৬০৬. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجِدُ أَحَدًا حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَحَتَّى أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ وَحَتَّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا.

৫৬০৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : কোন ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ (আনন্দ) লাভ করবে না—যদি কাউকে তার ভালোবাসা কেবল আল্লাহর জন্য না হয়। যে কুফরী থেকে আল্লাহ তাকে মুক্তি দিয়েছেন সেই কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়ার চেয়ে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া যতক্ষণ তার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় না হয় এবং যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূল তার নিকট অন্য সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় না হয়। ১২

৪৩-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ (الحجرات : ১১)

“হে মুমিনগণ ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে ; কারণ উপহাসের পাত্র ব্যক্তি উপহাসকারীর চেয়ে উত্তম হতে পারে। কোন নারীও যেন অপর কোন নারীকে উপহাস না করে। কারণ, উপহাসের পাত্রী নারী উপহাসকারিণীর চেয়ে উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান গ্রহণের পর (কাউকে) মন্দ নামে ডাকা গর্হিত ও

১২. ঈমানদারের জন্য এ হাদীসটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। একজন ঈমানদার এ তিনটি পর্যায় যখন অতিক্রম করবে তখনই কেবল ঐটি ঈমানদারে পরিণত হবে। জীবনের সকল দুঃখ-কষ্টে, বাধা-বিপত্তিতে ও যুলুম-পীড়নে কেবল তখনই সে আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে এবং রসূলের অনুসরণ করতে তৃপ্তি পাবে। এ শর্তগুলো যতদিন একজন ঈমানদারের মধ্যে পাওয়া না যাবে—ততদিন সে ঈমানের আসল স্বাদ অনুভব করতে সক্ষম হবে না।

নিষদনীয়। যারা এরূপ আচরণ থেকে বিরত হয় না তারা ই জালেম”-(সূরা আল-হুজুরাত : ১১)।

৬০৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْأَنْفُسِ وَقَالَ لِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ إِمْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَحْلِ ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا وَعَنْ هِشَامٍ جَلَدَ الْعَبْدَ.

৫৬০৭. আবদুল্লাহ ইবনে যামআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কারো বায়ু নির্গত হওয়ার কারণে হাসতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি আরো বলেন, তোমাদের কেউ তার স্ত্রীকে আস্তাবলে রক্ষিত উটের ন্যায় কিভাবে মারপিট করতে পারে অথচ এর পরপরই হয়তো সে তার সাথে মিলিত হবে? আর হিশাম (র) থেকে العبد جلد (ক্রীতদাসের ন্যায়) শব্দ বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ গোলামদের মতো স্ত্রীদেরকে মারধোর করে।

৬০৮- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَنْىِ اتَدْرُونَ أَىْ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ أَفْتَدْرُونَ أَىْ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ أَتَدْرُونَ أَىْ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاعَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحَرِّمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.

৫৬০৮. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) মীনায়ে অবস্থানকালে জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি জান এটি কোন্ দিন? সবাই বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন। তিনি বলেন : এটি হারাম (পবিত্র) দিন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি জান এটি কোন্ শহর? সবাই বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন। তিনি বলেন : এটি পবিত্র ও সম্মানিত শহর। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান এটি কোন্ মাস? লোকজন বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রসূল সবচেয়ে বেশী জানেন। তিনি বলেন : এটি পবিত্র ও নিষিদ্ধ মাস। অতপর তিনি বলেন : আল্লাহ তোমাদের উপর তোমাদের রক্ত (জীবন), তোমাদের মাল ও তোমাদের ইজ্জত ঠিক তেমনি হারাম বা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন, যেমন তোমাদের আজকের এ দিন, তোমাদের এ মাস এবং তোমাদের এ শহর তোমাদের জন্য পবিত্র ও নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

৪৪-অনুচ্ছেদ : গালাগালি করা ও অভিশাপ দেয়া নিষেধ।

৬০৯- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

৫৬০৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তার সাথে ঝগড়া-ফাসাদ ও মারামারি করা কুফরী।

৫৬১০. عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَزِمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَزِمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَهُ كَذَلِكَ .

৫৬১০. আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন : এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে যেন ফাসেক বা কাফের বলে অভিহিত না করে। কেননা বাস্তবে সেই ব্যক্তি তা না হলে তা অভিহিতকারী ব্যক্তির উপরই বর্তায়।

৫৬১১. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاحِشًا وَلَا لَعَانًا وَلَا سَبَابًا كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ مَا لَهُ تَرَبَّ (تَرَبَّتْ) جَبِيئُهُ .

৫৬১১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) অশালীন, অভদ্র ও অভিসম্পাতকারী ছিলেন না এবং কখনো অশালীন কথা উচ্চারণ করতেন না। তিনি কখনো অসন্তুষ্ট হলে বলতেন : তার কি হয়েছে ? তার কপাল ধূলিমলিন হোক।

৫৬১২. عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عَذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ .

৫৬১২. সাবেত ইবনুদ দাহ্বাক (রা) গাছের নীচে বাইয়াত গ্রহণকারী (বাইয়াতুর রিদওয়ান) সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন : রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের শপথ করে তাহলে সে তাই যা সে বললো। আর যে জিনিস মানুষের মালিকানা বহির্ভূত যদি মানত পূরণ করতে হবে না (বা তা মানত করা যাবে না)। কেউ দুনিয়ায় যে বস্তু সাহায্যে আত্মহত্যা করবে কিয়ামতের দিন তাকে সে বস্তু দ্বারাই শাস্তি দেয়া হবে। যে ব্যক্তি কোন ঈমানদারকে লানত করলো সে যেন তাকে হত্যা করলো। যে ব্যক্তি কোন ঈমানদারকে কাফের বললো, সেটা তাকে হত্যার সমতুল্য। ১৩

৫৬১৩. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَّوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ قَالَ

فَانْطَلَقَ اِلَيْهِ الرَّجُلُ فَاخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ تَعَوَّذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ اَتُرَى بَنِي بَاسًا اَمْجَنُونَ اَنَا اِذْهَبَ .

৫৬১৩. নবী (স)-এর সাহাবী সুলাইমান ইবনে সু'াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (স)-এর সামনে দু'জন লোক পরস্পরকে গালি দিল। তাদের একজন অতিমাত্রায় রাগান্বিত হয়ে গেল, এমনকি তার চেহারা ফুলে বিকৃত হয়ে গেল। তখন নবী (স) বললেন : আমি এমন একটি কথা জানি যা সে বললে তার ক্রোধ তিরোহিত হতো। একথা শুনে এক ব্যক্তি লোকটির কাছে গিয়ে নবী (স)-এর এ উক্তিটি তাকে অবহিত করলো এবং বললো, তুমি শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও (অর্থাৎ 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাযীম' পড়)। প্রত্যুত্তরে সে বললো : আমার মধ্যে কি তুমি কোন খারাপ কিছু দেখতে পাচ্ছ? আমি কি পাগল? তুমি চলে যাও।

৬১৪. عَنْ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُخْبِرَ النَّاسَ بِبَلِيَّةِ الْقَدْرِ فَتَلَاخَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ فَتَلَاخَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَأَنَّهَا رُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَّكُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ .

৫৬১৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাদা ইবনুস সামেত (রা) আমার নিকট বর্ণনা করে বলেছেন : রসূলুল্লাহ (স) লোকদেরকে 'লাইলাতুল কদর' সম্পর্কে অবহিত করার জন্য বেরিয়ে আসলেন। তখন দু'জন মুসলমান ঝগড়া করছিলো। নবী (স) বললেন : আমি তোমাদেরকে (লাইলাতুল কদর সম্পর্কে) অবহিত করতে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু অমুক ও অমুক ব্যক্তি পরস্পর ঝগড়া করছিল। তাই (তাদের ঝগড়ার দরুন) সেই জ্ঞান (আমার মন থেকে) তুলে নেয়া হয়েছে। হয়তো এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। তোমরা তা (রমযানের শেষ দশ দিনের) নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে অনুসন্ধান করো। ১৪

৬১৫. عَنْ الْمَعْرُورِ هُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا وَعَلَى غَلَامِهِ بُرْدًا فَقُلْتُ لَوْ أَخَذْتُ هَذَا فَلَبِيسَتُهُ كَأَنَّتُ حُلَّةً وَأَعْطَيْتُهُ ثَوْبًا آخَرَ فَقَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ كَلَامٌ وَكَأَنَّتُ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةٌ فَنِلْتُ مِنْهَا فَذَكَرَنِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي أَسَابَيْتَ فُلَانًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَفَنِلْتُ مِنْ أُمِّهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّكَ أَمْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ قُلْتُ عَلَى حِينٍ سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ قَالَ نَعَمْ هُمْ إِخْوَانُكُمْ

جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفْهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعْنِهِ عَلَيْهِ .

৫৬১৫. আল-মারুর ইবনে সুয়াইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু যার (রা) ও তাঁর ক্রীতদাসের গায়ে একই মানের চাদর দেখে বললাম, আপনি যদি এ চাদরটি নিয়ে পরতেন এবং তাকে অন্য কাপড় দিতেন, তাহলে আপনার একজোড়া (সম্পূর্ণ পোশাকই) হয়ে যেত। তখন আবু যার (রা) বলেন, আমার ও অপর এক ব্যক্তির মাঝে বিবাদ হচ্ছিল। তার মা ছিল অনারব। আমি তাকে তার মাকে খোঁটা দিয়ে গালি দিলে সে নবী (স)-এর কাছে গিয়ে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। নবী (স) আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি অমুককে গালি দিয়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি তাকে মা তুলে গালি দিয়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। নবী (স) বললেনঃ তুমি এমন মানুষ যার মধ্যে এখনো জাহিলী স্বভাব রয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ বুড়ো বয়সেও? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। আল্লাহ তার যে ভাইকে তার অধীনস্থ করে দিয়েছেন সে ভাই নিজে যা খায় তাই যেন তাকেও খেতে দেয় এবং নিজে যা পরিধান করে তদনুরূপ যেন তাকেও পরিধান করতে দেয় এবং সাধ্যাতিত কাজ যেন তার উপরে চাপিয়ে না দেয়। যদি সাধ্যাতিত কোন কাজ তার উপর চাপানো হয় তাহলে সে যেন তাকে সহায়তা করে।

৪৫-অনুচ্ছেদঃ যেভাবে মানুষ সম্পর্কে উক্তি করা বৈধ। যেমন কাউকে লম্বা বা খাট বলা। নবী (স) একজন সাহাবীকে লম্বা কর বলেছিলেনঃ দুই (লম্বা) হাতওয়ালা কি বলে? বদনাম বা হেয়প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য না হলে বিভিন্ন খেতাবে ডাকা জায়েয।

৬১১৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشْبَةِ فِي مَقْدَمِ الْمَسْجِدِ وَوَضَعَ يَدَهُ (بِيَدَيْهِ) عَلَيْهَا وَفِي الْقَوْمِ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ صُرْعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا قُصِرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوهُ ذَالْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنْسَيْتَ أَمْ قُصِرَتْ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرَ قَالُوا بَلْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صَدَقَ ذُوَالْيَدَيْنِ فَقَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ.

৫৬১৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) আমাদেরকে যোহরের নামায দুই রাকআত পড়ালেন এবং সালাম ফিরালেন। এরপর সিজদার জায়গার সামনে কাষ্ঠ খণ্ডের পাশে গিয়ে তার উপর তাঁর (দুই) হাত রাখলেন। সেখানে লোকজনের মধ্যে

আবু বাকুর (রা) এবং উমার (রা)-ও ছিলেন। তাঁরা দু'জন তাঁর সাথে কথ্যবাক্য বলতে সাহস পেলেন না। লোকজন বিস্মিত হয়ে খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসলো এবং বলতে লাগলো, নামায কি হ্রাস করা হয়েছে? সেখানে একজন লোক ছিলেন নবী (স) যাকে যুল-ইয়াদাইন বলে ডাকতেন। তিনি আরম্ভ করলেন : হে আল্লাহর রসূল ! আপনার কি ভুল হয়ে গেছে না নামায হ্রাস করা হয়েছে? নবী (স) বললেন : আমি ভুলেও যাইনি এবং নামায হ্রাসও করা হয়নি। লোকজন বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি বরং ভুলে গেছেন। তিনি বললেন : যুল ইয়াদাইন সত্য বলেছে। অতপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং আরো দুই রাকআত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন এবং পরে তাকবীর বললেন, তারপর আগের সিজদাগুলোর অনুরূপ কিংবা তা থেকে দীর্ঘ সিজদা করলেন, তারপর (সিজদা থেকে) মাথা উঠালেন এবং তাকবীর বললেন। আবার আগের সিজদার মতো কিংবা তার চেয়ে দীর্ঘ সিজদা করলেন, তারপর মাথা উঠালেন এবং তাকবীর বললেন। ১৫

৪৬-অনুচ্ছেদ : গীবত বা পরচর্চা। মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ؕ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِمْتُمُوهُ ؕ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ۝ (الحجرات : ১২)

“তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করো। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পসন্দ করবে? তোমরা তা ঘৃণা করবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, অতিব দয়ালু”-সূরা আল হুজুরাত : ১২।

৬১৭-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لِيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمْ هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمْ هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ فَغَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْيَسَا.

৫৬১৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি বললেন : এ দু'জন (কবরবাসীরা) আযাব হচ্ছে। তবে বড় কোন বিষয়ের দরুন তাদের আযাব হচ্ছে না। এই কবরের লোকটি পেশাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতো না (অর্থাৎ পাক থাকত না)। আর এই কবরের লোকটি গীবত বা পরচর্চা করে বেড়াতো। অতপর তিনি খেজুর গাছের একটা কাঁচা ডাল চেয়ে নিলেন এবং সেটিকে দুই টুকরা করে এক টুকরা এ কবরের উপর এবং অন্য টুকরা অপর কবরটির উপর গেড়ে দিয়ে বললেন : যতক্ষণ এ ডাল দু'টি না শুকাবে ততক্ষণ হয়তো তাদের আযাব হ্রাস করা হবে।

৪৭-অনুচ্ছেদ : নবী (স)-এর বাণী : আনসারদের মধ্যে উত্তম পরিবার।



৬১৮- عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرُ نَوْدٍ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَارِ .

৫৬১৮. আবু উসাইদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : মদীনার আনসারদের পরিবারসমূহের মধ্যে বনু নাজ্জার গোত্রই সর্বোত্তম।

৪৮-অনুচ্ছেদ : ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও সংশয়বাদীদের গীবত জায়েয।

৬১৯- عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ائْذَنُوا لَهُ بِشَسْ أَخُو الْعَشِيرَةِ أَوْ ابْنِ الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ الْآنَ لَهُ الْكَلَامَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتُ الَّذِي قُلْتُ لَهُ ثُمَّ أَلَنْتُ لَهُ الْكَلَامَ قَالَ أَيْ عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فَحْشِهِ .

৫৬১৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলো। তিনি বললেন : তাকে অনুমতি দাও। সে গোত্রের নিকৃষ্ট লোক বা সম্ভান। লোকটি ভেতরে প্রবেশ করলে নবী (স) তার সাথে বিনম্র ভাষায় কথাবার্তা বলেন। [আয়েশা (রা) বলেন :] আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল ! এ লোকটি সম্পর্কে যা বলার আপনি বলেছেন। তারপর তার সাথে বিনম্র ভাষায় কথাবার্তা বলেছেন। তিনি বললেন : হে আয়েশা ! সেই মানুষ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট যার অশ্লীল ও অশালীন কথাবার্তা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে। ১৬

৪৯-অনুচ্ছেদ : চোগলখোরী কবীরা শুনাহ।

৬২০- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ بَعْضِ حَيْطَانِ الْمَدِينَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ يُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا بِكَسْرَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَتَيْنِ فَجَعَلَ كِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا وَكِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ يَخْفَفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْيَسَا .

১৬. গীবত হলো, কারো পেছনে তার কোন দোষের কথা বলা—যা সে নাপসন্দ করে। সেই দোষের কথাটা সত্য না হয়ে যদি মিথ্যা হয় তবে তাহলো অপবাদ। গীবত হারাম। চোগলখোরীও এক প্রকার গীবত। চোগলখোরী হলো, একজনের নামে কোন কথা আরেকজনের নিকট লাগানো। ইমাম বুখারী (র)-এর মতে চোগলখোরী কবীরা শুনাহ। আলেমগণের মতে, শরীয়াতের দৃষ্টিতে কোন সং উদ্দেশ্যে গীবত করা মুবাহ। যেমন, যালিমকে যুলুম থেকে বিরত রাখার বা তার সংশোধনের জন্য তার গীবত জায়েয। শাসনকর্তা, কোন ক্ষমতার মালিক, বেদাতী ও ফাসেকের গীবতও জায়েয।

৫৬২০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) মদীনার কোন এক বাগান থেকে বেরিয়ে আসলেন। তিনি দুই ব্যক্তির চিৎকার শুনলেন যাদেরকে কবরে আযাব দেয়া হচ্ছিল। নবী (স) বললেন : তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। যদিও বড় কোন কারণে তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে না, তবুও তা গোনাহ হিসেবে বড়। তাদের একজন পেশাব থেকে সাবধান থাকতো না (সতর্কতা ও পবিত্রতা অবলম্বন করতো না)। আরেকজন পরচর্চা করে বেড়াতো। অতপর নবী (স) খেজুরের একটি তাজা ডাল চেয়ে নিলেন এবং তা দুই টুকরা করে এই কবরে এক টুকরা এবং ঐ করবে এক টুকরা গেড়ে দিলেন। তারপর তিনি বললেন : যতক্ষণ এ ডাল না শুকাবে ততক্ষণ আশা করা যায় তাদের আযাব কিছুটা হ্রাস করা হবে।

৫০-অনুচ্ছেদ : চোগলখোরী অপসন্দনীয় হওয়া।

আব্বাহ তাআলার বাণী : هَمَّازٌ مَشَاءَ بِنَمِيمٍ “পশ্চাতে নিন্দাকারী, চোগলখোরী করে বেড়ানোই যার স্বভাব।” وَيَلْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ “ক্ষঃস তাদের প্রত্যেকের জন্য যারা পেছনে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।”

৫৬২১. عَنْ هَمَّازٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ .

৫৬২১. হাম্মাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুযাইফা (রা)-এর সাথে ছিলাম। তাকে বলা হলো যে, এক লোক মানুষের কথা উসমান (রা)-এর নিকট বলে থাকে (চোগলখোরী করে)। হুযাইফা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি : কাত্তাত (যে অনিষ্ট করা ও শত্রুতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা আরেকজনের কাছে বলে থাকে সে) জান্নাতে যাবে না। ১৭

৫১-অনুচ্ছেদ : আব্বাহ তাআলার বাণী : وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّفْرِ “তোমরা মিথ্যা বলা পরিত্যাগ কর।”

৫৬২২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّفْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

৫৬২২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা, সে অনুযায়ী কাজ করা এবং অজ্ঞতা-মূর্খতা ছাড়লো না, তার পানাহার ত্যাগ করায় (রোযা রাখায়) আব্বাহর কোন প্রয়োজন নেই। ১৮

৫২-অনুচ্ছেদ : দু'মুখো নীতি বা কপটতা সম্পর্কে।

১৭. গীবত ও চোগলখোরীতে কিছুটা পার্থক্য আছে। ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা আরেকজনের নিকট লাগানোকে চোগলখোরী বলা হয়। কিন্তু গীবতে ফাসাদ বা অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শর্ত নয়।

১৮. আব্বাহ এমন রোযা কবুল করেন না যা পালন করেও মানুষ মন্দ কথা ও খারাপ কাজ বর্জন করে না। এটা শুধু উপবাস হবে, রোযা হবে না।

৬২৩- عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَجِدُ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهِ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهِ .

৫৬২৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : কিয়ামতের দিন তুমি আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ হিসেবে দেখতে পাবে দু'মুখো নীতি অবলম্বনকারীকে যে একজনের কাছে একরূপ এবং আরেকজনের কাছে আরেক রূপ নিয়ে আসে। ১৯

৫৩-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তার সাথী সম্পর্কে কৃত মন্তব্য তাকে অবহিত করে।

৬২৪- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِسْمَةً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَاللَّهِ مَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ بِهَذَا وَجْهَ اللَّهِ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فْتَمَعَرُ وَجْهَهُ وَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ .

৫৬২৪. ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) গনীমাতের মাল বণ্টন করলেন। আনসারদের এক লোক বললো, আল্লাহর শপথ! এই বণ্টনের ব্যাপারে মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে খেয়াল রাখেননি। অতপর আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে এ মন্তব্য অবহিত করলে তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন : আল্লাহ মুসা (আ)-এর উপর রহম করুন। তাঁকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে কিন্তু মন্তব্য তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন।

৫৪-অনুচ্ছেদ : অতিরঞ্জিত প্রশংসা অপসন্দনীয়।

৬২৫- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِئُهُ فِي الْمِدْحَةِ فَقَالَ أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهَرَ الرَّجُلِ .

৫৬২৫. আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) এক ব্যক্তিকে আরেক ব্যক্তির অত্যধিক প্রশংসা করতে শুনে বললেন : তুমি তাকে ধ্বংস করলে অথবা তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলে।

৬২৬- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ يَقُولُهُ مِرَارًا إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَحَسْبِيهِ اللَّهُ وَلَا يَزَكِي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا .

১৯. অর্থাৎ মতলববাজ সুবিধাবাদীরা বিভিন্ন ব্যক্তি বা দলের নিকট বিভিন্ন রূপ ধরে উপস্থিত হয়ে নিজ মতলব হাসিল করে নেয় এবং নিজের আসল চেহারা গোপন করে রাখে।

৫৬২৬. আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর সামনে এক লোকের কথা তুললো এবং তার প্রশংসা করলো। তখন নবী (স) বললেন : তোমার জন্য আক্ষেপ! তুমি তোমার বন্ধুর ঘাড় ভেঙ্গে দিলে। তিনি বারবার একথা বলতে থাকলেন। তারপর তিনি বললেন : যদি তোমাদের কারো প্রশংসা করতেই হয় তবে এতটুকু বলবে, আমি তার সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করি, যদি তার ধারণায়ও তাই হয়। আর আল্লাহ্‌ই তার হিসাব গ্রহণকারী। কারণ আল্লাহ্‌র উপরে কিছুতেই আর কারো পবিত্রতা ঘোষণা করা উচিত নয়।

৫৫-অনুচ্ছেদ : বিদ্যমান গুণেরই প্রশংসা করা উচিত। সাদ (রা) বলেন : আমি নবী (স)-কে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ছাড়া পৃথিবীতে বিচরণকারী আর কোন মানুষ সম্পর্কে বলতে শুনি নি যে, সে জালাতি।

৬২৭ হ- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ ذَكَرَ فِي الْإِزَارِ مَا ذَكَرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ إِرَارِي يَسْقُطُ مِنْ أَحَدٍ شِقِيهِ قَالَ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ .

৫৬২৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) ইয়ার (পায়জামা বা তহবন্দ) সম্বন্ধে যা বলার বললেন। আবু বাক্‌র (রা) আরম্ভ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমার ইয়ারের একদিক নীচে নেমে যায়। নবী (স) বলেন : তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও।

৫৬-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ الْآيَةِ

“অবশ্যই আল্লাহ ‘আদল’ (সুবিচার) ও ইহসান করার নির্দেশ দিচ্ছেন -----”  
(আয়াতের শেষ পর্যন্ত)।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন :

إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ۖ - (يونس : ২৩)

“তোমাদের বিদ্রোহ তোমাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে।”

ثُمَّ يُغْنِي عَنْهُ اللَّهُ ۖ - (الحج : ৬০)

“এরপরও যদি তার ওপর যুলুম করা হয় তবে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন এবং মুসলমান বা কাকেরের জন্য ক্ষতিকর কাজ থেকে বিরত থাকা।

৬২৮ হ- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ كَذَا وَكَذَا يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَأْتِي أَهْلَهُ وَلَا يَأْتِي قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْمٍ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِي أَمْرِ اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ أَتَانِي رَجُلَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي

فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَجُلٍ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي مَا بَالُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ يَعْنِي مَسْحُورًا قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَيْبِدُ بْنُ أَعْصَمٍ قَالَ وَفِيمَ قَالَ فِي جُفٍ طَلْعَةٍ ذَكَرَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَّةٍ تَحْتَ رَعُوفَةٍ فِي بَثْرِ ذُرْوَانَ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ هَذِهِ الْبِئْرُ الَّتِي أُرِيْتَهَا كَانَ رُؤُسُ نَخْلِهَا رُؤُسُ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ مَاءُهَا نُقَاعَةً الْحِنَاءِ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأُخْرِجَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلَا تَعْنِي تَنْشُرْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ شَفَانِي وَأَمَّا أَنَا فَآكِرُهُ أَنْ أَثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا قَالَتْ وَلَيْبِدُ بْنُ أَعْصَمٍ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفُ لِيَهُودٍ .

৫৬২৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) এত এত দিন পর্যন্ত এমন অবস্থায় ছিলেন যে, তাঁর খেয়াল হতো তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে এসেছেন। অথচ তিনি আসেননি (সহবাস করেননি)। আয়েশা (রা) বলেন, একদিন তিনি আমাকে বললেন : হে আয়েশা ! আমি যে ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জানতে চেয়েছিলাম সে ব্যাপারে তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। আমার কাছে দু'জন লোক আসলো। তাদের একজন আমার দুই পায়ের কাছে এবং অপরজন আমার শিয়রে বসলো। পায়ের কাছে উপবিষ্ট লোক শিয়রে উপবিষ্ট লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, লোকটির কি হয়েছে ? সে বললো, তাকে যাদু করা হয়েছে। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, কে তাকে যাদু করেছে ? দ্বিতীয়জন বললো, লাবীদ ইবনে আ'সাম। প্রথমজন জিজ্ঞেস করলো, কিসের মধ্যে ? সে বললো, চিরুনির সাথে চুল জড়িয়ে নর খেজুর গাছের পরাগ মাদি খেজুর গাছের খোসায় পুরে যারওয়ান কূপে একটি পাথরের নীচে চাপা দিয়ে। সুতরাং নবী (স) সেই কূপটির পাশে গেলেন এবং বললেন : এটিই সেই কূপ যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। এর পাশে খেজুর গাছগুলো যেন শয়তানের মুণ্ডের মতো এবং এর পানি যেন মেহেদি মিশ্রিত লাল। নবী (স) (কূপ থেকে) ঐগুলো বের করে আনার নির্দেশ দিলেন এবং তা বের করে আনা হলো। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! এরপরও কেন নয় অর্থাৎ আপনি একথাটি কেন প্রচার করেননি ? নবী (স) বলেন : আল্লাহ আমাকে রোগমুক্ত করেছেন। জনগণের মধ্যে কারো দোষ প্রচার করা আমি পসন্দ করি না। আয়েশা (রা) বলেন, লাবীদ ইবনে আ'সাম ছিল বনী যুরাইক গোত্রের লোক। তারা ছিল ইহুদীদের মিত্র।

৫৭-অনুচ্ছেদ : পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ ও অসাক্ষাতে নিন্দাবাদ নিষেধ।  
আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

“এবং হিংসুকের অনিষ্টকারিতা থেকে যখন সে হিংসা করে।”

৬২৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.

৫৬২৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমরা অলীক ধারণা থেকে বিরত থাক। কারণ, অলীক ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা কারো দোষ অন্বেষণ করো না, গোয়েন্দাগিরি করো না, একে অন্যের প্রতি হিংসা করো না, অসাক্ষাতে পরস্পরের নিন্দাবাদ করো না, আল্লাহর বান্দাগণ ! সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও।

৬৩০- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۖ ۝ ৫৬৩০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : তোমরা একে অন্যের প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে না, পরস্পরকে হিংসা করবে না এবং অসাক্ষাতে একে অপরের নিন্দা করবে না। আল্লাহর বান্দাগণ ! সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও। কোন মুসলমানের পক্ষে তার (মুসলমান) ভাইকে তিন দিনের অধিক সময় বর্জন (সালাম দেয়া ও কথাবার্তা বলা বন্ধ) করা বৈধ নয়।

৫৮-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا.

“হে ঈমানদারগণ ! তোমরা অধিক কুধারণা পোষণ থেকে বিরত থাক। কেননা কোন কোন কুধারণা পোষণ গুনাহ। আর তোমরা পরস্পরের দোষ অন্বেষণ করো না”-(সূরা আল হুজুরাত : ১২)।

৬৩১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادًا لِلَّهِ إِخْوَانًا.

৫৬৩১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : সাবধান ! তোমরা অলীক ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাক। কেননা, অলীক ধারণা পোষণ সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা পরস্পর দোষ অন্বেষণ করো না, গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত হয়ো না, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধোঁকা দিও না, হিংসা করো না, ঘৃণা করো না এবং অসাক্ষাতে নিন্দাবাদ করো না। আল্লাহর বান্দাগণ ! সকলে ভাই ভাই হয়ে যাও।

৫৯-অনুচ্ছেদ : যে ধরনের ধারণা পোষণ বৈধ।

৬৩২- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَقُلَانًا يَعْرِفَانِ مِن دِينِنَا شَيْئًا وَقَالَ اللَّيْثُ كَانَا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ .

৫৬৩২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : অমুক ও অমুক ব্যক্তি আমাদের দীন সম্পর্কে কিছু জানে বলে আমি মনে করি না। লাইস (র) বলেন, ঐ দুই ব্যক্তি ছিল মুনাফিক।

৬৩৩- عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِهَذَا وَقَالَتْ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا وَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَقُلَانًا يَعْرِفَانِ دِينَنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ .

৫৬৩৩. ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লাইস (র) আমার কাছে এই একই হাদীস বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসে আছে যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, একদিন নবী (স) আমার কাছে এসে বললেন : হে আয়েশা ! আমরা যে দীনের উপর কায়েম আছি অমুক ও অমুক লোক সে দীন সম্পর্কে কিছু জানে বলে আমি মনে করি না। ২০

৬০-অনুচ্ছেদ : ইমানদার ব্যক্তি তার কৃতকর্ম গোপন রাখবে।

৬৩৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَانَةِ (الْمُجَاهِرَةِ) أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ . يَسْتَرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ

৫৬৩৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : প্রকাশ্য গোনাহকারী ছাড়া আমার প্রত্যেক উম্মাতের গোনাহ মাফ করা হবে। প্রকাশ্য গোনাহ করার মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, কেউ রাতের বেলা কোন (খারাপ) কাজ করে, যা আল্লাহ গোপন রেখেছিলেন। অথচ পরদিন সকাল বেলা সে বলে, হে অমুক ও অমুক ! গত রাতে আমি এই এই করেছি। সে রাত যাপন করল আর আল্লাহ তাআলা তার পর্দার আড়ালের তার কৃতকর্ম গোপন রাখলেন। কিন্তু সকালে সে তার উপর আল্লাহর দেয়া আবরণ খুলে ফেললো।

৬৩৫- عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ مُحَرَّرٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي النُّجْوَى قَالَ يَذْنُو أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنْفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ عَمِلْتُ كَذَا وَكَذَا مَرَّتَيْنِ فَيَقُولُ نَعَمْ وَيَقُولُ عَمِلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقْرِرُهُ ثُمَّ يَقُولُ إِنِّي سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَعْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ .

২০. এখানে দুই মুনাফিক সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। এরূপ ধারণা পোষণ জায়েয। কারো পক্ষ থেকে কারো দীন, ইমান ও অন্য কোনরূপ ক্ষতির আশংকা থাকলে ক্ষতিকর ব্যক্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য এরূপ কথা বলা বৈধ।

৫৬৩৫. সাফওয়ান ইবনে মুহরিয় (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, (কিয়ামতের দিন আল্লাহ ও ঈমানদার বান্দাহর মধ্যকার) গোপন আলোচনা সম্পর্কে আল্লাহর রসূল (স)-কে আপনি কিরূপ বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : তোমাদের মধ্যকার কেউ তার রবের এতটা নিকটবর্তী হবে যে, তার রব তাঁর হাত সেই বান্দার উপর রেখে বলবেন : তুমি (দুনিয়ায়) অমুক অমুক কাজ করেছিলে? সে বলবে, হ্যাঁ। তিনি আবার বলবেন : তুমি কি অমুক অমুক কাজ করেছিলে? সে বলবে, হ্যাঁ। এভাবে তার থেকে স্বীকারোক্তি নিয়ে বলবেন : আমি দুনিয়ায় তোমার গুনাহ গোপন করে রেখেছিলাম। আজ আমি তোমার সেই গুনাহ মাফ করে দিচ্ছি।

৬১-অনুচ্ছেদ : গর্ব ও অহমিকা। মুজাহিদ (র) বলেন, ঘাড় বাকিয়ে বিতণ্ডাকারী, স্বীয় অন্তরে হিংসা পোষণকারী, ইতকুহ্ অর্থ রাকাবাতুহ্ (তার ঘাড়)।

৬১২৬- عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ الْخَزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَاعِفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَابْرَهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتْلٍ جَوَاطٍ مُسْتَكْبِرٍ وَحَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ الْأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَاخُذُ بِبِدْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ .

৫৬৩৬. হারিসা ইবনে ওয়াহাব আল খুযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতীদের পরিচয় জানিয়ে দিব না? তারা অখ্যাত, দুর্বল, কোমল ও বিনয়ী স্বভাবের লোক। ২১ তারা যদি কোন বিষয়ে আল্লাহর শপথ করে তবে আল্লাহ তা অবশ্যই পূরণ করেন। আর আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের পরিচয় জানাব না? তারা বদমেজাজী, কঠোর, নিষ্ঠুর স্বভাবের, দাষ্টিক ও অহংকারী। অপর এক সনদে আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেছেন : মদীনায় একজন ক্রীতদাসী ছিল। সে রসূলুল্লাহ (স)-এর হাত ধরে তাঁকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেত। [রসূলুল্লাহ (স)-ও এমন বিনয়ী ও কোমল স্বভাবের ছিলেন যে, তিনি তার সাথে চলে যেতেন এবং তার প্রয়োজনীয় কাজ করে দিতেন। অথচ তখন তিনি রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন।]

৬২-অনুচ্ছেদ : কারো সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা। রসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী : কোন মুসলমানের পক্ষে তার মুসলমান ভাইকে তিন দিনের অধিক সময়ের জন্য বর্জন করা (সালাম-কালাম বন্ধ রাখা) জায়েয নয়।

৬১২৭- عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَتْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ وَاللَّهِ لَتَنْتَهَيْنِ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجِرَنَّ عَلَيْهَا فَقَالَتْ أَمْوَ قَالَ هَذَا قَالُوا نَعَمْ قَالَتْ هُوَ لِلَّهِ عَلَى نَذْرٍ أَنْ لَا أَكْلِمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا

২১. 'যঈফ' শব্দের আসল অর্থ দুর্বল। তবে তরজমায় গৃহীত অর্থ ছাড়াও অবস্থা ও বৈষয়িক দিক দিয়ে 'দুর্বল' অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানের অবস্থা অনুরূপ ছিল। তাই মানুষ তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। কিন্তু তারপরও নীতিতে তাঁরা অতি কঠোর, আপোষহীন।



وَحِينَ طَالَتِ الْهَجْرَةُ فَقَالَتْ لَا وَاللَّهِ لَا أَشْفَعُ فِيهِ أَبَدًا وَلَا أَتَحْتُّ إِلَى نَذْرِي فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ وَقَالَ لَهُمَا أَنْشِدُكُمَا بِاللَّهِ لَمَّا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ فَإِنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي وَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسُورُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مُشْتَمِلَيْنِ بِأَرْدِيَّتَيْهِمَا حَتَّى اسْتَاذَنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَنْدَخُلُ قَالَتْ عَائِشَةُ ادْخُلُوا قَالُوا كُلُّنَا قَالَتْ نَعَمْ ادْخُلُوا كُلُّكُمْ وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ فَأَعْتَقَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ يَنَاشِدُهَا وَيَبْكِي وَطَفِقَ الْمِسُورُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يَنَاشِدَانِهَا إِلَّا مَا كَلَّمْتَهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ وَيَقُولَانِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتَ مِنَ الْهَجْرَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكَرَةِ وَالتَّحْرِيجِ طَفِقَتْ تَذْكِرُهُمَا (نَذَرَهَا) وَيَبْكِي وَتَقُولُ إِنِّي نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ فَلَمْ يَزَالَا بِهَا حَتَّى كَلَّمْتَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَأَعْتَقْتَ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى تَبُلَ دُمُوعُهَا خُمَارَهَا.

৫৬৩৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, তাঁর কোন একটি জিনিস বিক্রয় বা দান করার ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! হয় আয়েশা (রা) এ কাজ থেকে বিরত থাকবেন, নয়তো আমি তাকে সম্পদ দানের অযোগ্য বলে ঘোষণা করবো। আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, সত্যই কি সে এ ধরনের কথা বলেছে? লোকেরা বললো, হ্যাঁ। আয়েশা (রা) বললেন, আব্দুল্লাহর নামে শপথ করছি যে, আমি ইবনে যুবাইরের সাথে কখনো কথা বলবো না। এ বিচ্ছেদ কাল দীর্ঘায়িত হলে ইবনে যুবাইর (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকট মধ্যস্থতাকারী পাঠান। কিন্তু আয়েশা (রা) বললেন, আব্দুল্লাহর কসম! আমি কখনো কারো সুপারিশ গ্রহণ করবো না এবং আমি আমার শপথ ভংগ করবো না ব্যাপারটি ইবনে যুবাইর (রা)-এর জন্য দীর্ঘায়িত হলে তিনি মিসওয়্যার ইবনে মাখরামা ও আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুসের সাথে কথা বললেন। তারা দু'জন বনী যোহরার লোক ছিলেন। ইবনে যুবাইর তাদেরকে বললেন, তোমাদের দু'জনকে আব্দুল্লাহর দোহাই দিচ্ছি, আমাকে তোমরা আয়েশা (রা)-এর সামনে পৌঁছিয়ে দাও। কেননা, আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার মানত মানা তাঁর জন্য জায়েয হয়নি। অতএব মিসওয়্যার ও আবদুর রহমান (র) চাদর গায়ে জড়িয়ে ইবনে যুবাইর (রা)-কে সাথে নিয়ে চললেন। শেষ পর্যন্ত দু'জনে আয়েশা (রা)-এর কাছে প্রবেশের

অনুমতি চাইলেন। দু'জনই বললেন, আসসালামু আলাইকে ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ ! আমরা কি ভেতরে আসতে পারি ? তিনি বললেন, হাঁ, আস। তাঁরা বললেন, আমরা সবাই কি ভেতরে আসতে পারি ? আয়েশা বললেন, হাঁ, সবাই আস। আয়েশা (রা) জানতেন না যে, তাদের সাথে ইবনে যুবাইর (রা)-ও আছেন। সবাই ভেতরে প্রবেশ করলে ইবনে যুবাইর (রা) পর্দার ভেতরে গিয়ে আয়েশা (রা)-কে জড়িয়ে ধরে আল্লাহর দোহাই দিতে লাগলেন এবং কাঁদতে শুরু করলেন। মিসওয়্যার ও আবদুর রমহানও তাঁকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে ইবনে যুবাইর (রা)-এর সাথে কথা বলতে তার ওজর ও অনুশোচনা গ্রহণ করতে বললেন। তাঁরা দু'জন [আয়েশা (রা)-কে] বললেন, আপনি তো জানেন, নবী (স) সালাম-কালাম ও দেখা-সাক্ষাত বন্ধ করে দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : কোন মুসলমানের জন্য তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী দেখা-সাক্ষাত ও সালাম-কালাম বন্ধ রাখা জায়েয নয়। তাঁরা দু'জন যখন এভাবে আয়েশা (রা)-কে বুঝালেন এবং বারবার এর ক্ষতিকর দিক স্বরণ করিয়ে দিলেন তখন তিনিও কান্নাজড়িত কণ্ঠে তাঁদের দু'জনকে বললেন, আমি (কথা না বলার) মানত ও শপথ করে ফেলেছি এবং মানত অনেক কঠিন ব্যাপার। কিন্তু তাঁরা দু'জন বরাবর তাঁকে বুঝাতে থাকেন, যতক্ষণ না তিনি ইবনে যুবাইরের সাথে কথা বলেন। অতপর আয়েশা (রা) তাঁর কসমের কাফ্ফারা হিসেবে চল্লিশজন গোলাম আযাদ করেন। এরপর যখনই এ মানতের কথা তাঁর স্বরণ হতো তখনই তিনি কাঁদতেন, এমনকি তাঁর চোখের পানিতে তাঁর ওড়না ভিজ়ে যেত।

৬৩৮ হ- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبَاغُضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ .

৫৬৩৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : তোমরা পরস্পরকে ঘৃণা করো না, হিংসা করো না, অসাক্ষাতে কারো নিন্দাবাদ করো না (একে অপরের সাথে শত্রুতা পোষণ করো না)। আল্লাহর বান্দাগণ ! সকলে ভাই ভাই হয়ে যাও। একজন মুসলমানের জন্য তাঁর ভাইকে তিন রাতের বেশী (বিরাগবশত) পরিত্যাগ করা বৈধ নয়।

৬৩৯ হ- عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ .

৫৬৩৯. আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : কোন লোকের জন্য তার ভাইকে (মুসলমান) এভাবে পরিত্যাগ করা (কথাবার্তা না বলা) বৈধ নয় যে, উভয়ের সাক্ষাত হলে একে অপরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাদের দু'জনের মধ্যে উত্তম সেই যে সালাম দ্বারা (কথাবার্তা) সূচনা করে।

৬৩-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর নাফরমানের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ জায়েয। কাব ইবনে মালেক (রা) বলেন যে, তিনি (তাবুক যুদ্ধে) নবী (স)-এর সাথে অংশগ্রহণ না করে মদীনায থেকে গেলেন। নবী (স) ফিরে এসে সকল মুসলমানকে আমাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করলেন। কাব (রা) পঞ্চাশ রাতের কথা উল্লেখ করেছেন।

৬৬০. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَعْرِفُ غَضَبَكَ وَرِضَاكَ قَالَتْ قُلْتُ وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّكَ إِذَا كُنْتَ رَاضِيَةً قُلْتُ بَلَى وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتَ سَاخِطَةً قُلْتُ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ قُلْتُ أَجَلَ لَسْتُ أَهَاجِرُ إِلَّا اسْمَكَ .

৫৬৪০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বললেন : আমি তোমার ক্রোধ ও সন্তুষ্টি বুঝতে পারি। আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! তা কিভাবে বুঝতে পারেন ? নবী (স) বললেন : যখন তুমি সন্তুষ্ট থাক তখন বল, “বাবা, ওয়া রক্বি মুহাম্মাদিন”—হাঁ, মুহাম্মাদ (স)-এর রবের শপথ ! আর যখন তুমি অসন্তুষ্ট হও তখন বল : লা ওয়া রক্বি ইবরাহীমা—না, ইবরাহীম (আ)-এর রবের কসম ! আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম : জি হাঁ, আমি কেবল আপনার নামটি বাদ দেই। ২২

৬৪-অনুচ্ছেদ : বন্ধুর সাথে কি সাক্ষাত করবে প্রতিদিন না সকালে ও সন্ধ্যায় ?

৬৬১. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَى إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْهِمَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِيَانِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَرَفِي النَّهَارِ بَكْرَةً وَعَشِيَّةً فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي نَحْرِ الظُّهَيْرَةِ قَالَ قَائِلٌ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِيَانِي فِيهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمْرٌ قَالَ إِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي بِالْخُرُوجِ .

৫৬৪১. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হওয়ার পর থেকেই আমার পিতা-মাতাকে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন অনুসরণ করতে দেখিনি এবং তাঁদের এমন কোনদিন অতিক্রান্ত হতো না যেদিন রসূলুল্লাহ (স) সকাল-সন্ধ্যায় তাদের কাছে আসতেন না। একদিন ঠিক দুপুর বেলা যখন আমরা আবু বাকরের ঘরে বসছিলাম তখন একজন বলে উঠলো : এই তো রসূলুল্লাহ (স) আসছেন। অথচ এ সময় কখনো তিনি আমাদের বাড়ীতে আসতেন না। আবু বাকর (রা) বললেন : এমন অসময়ে তিনি নিশ্চয়ই কোন প্রয়োজন ছাড়া আসেননি। নবী (স) এসে বললেন : আমাকে হিজরতের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

২২. এখানে রসূল (স)-এর ওপর নারাজি ও অসন্তুষ্টির কথা বলা হয়নি। কারণ, তা গুনাহ। এখানে মান-অভিমানের কথা বলা হয়েছে এবং মান-অভিমান স্বামী-স্ত্রীর গভীর প্রেমেরই প্রতীক। অভিমান ভাঙ্গার পর স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা আগের তুলনায় আরো বৃদ্ধি পায়। এ জাতীয় মান-অভিমান রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা)-এরও হতো।

৬৫-অনুচ্ছেদ : দেখা-সাক্ষাত করা। কারো সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে তাদের সাথে আহার কর। সালমান ফারসী (রা) নবী (স)-এর আমলে আবু দাররা (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করতে যান এবং তার সাথে খাবার গ্রহণ করেন।

৬৬২- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَارَ أَهْلَ بَيْتٍ فِي الْأَنْصَارِ فَطَعِمَ عَنْدَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَمَرَ بِمَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَنُضِجَ لَهُ عَلَى بَسَاطٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ .

৬৬৪২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) এক আনসারী সাহাবীর বাড়ীতে বেড়াতে গেলেন। তাঁদের সাথে তিনি খাবারও গ্রহণ করলেন। পরে যখন তিনি সেখান থেকে চলে আসতে মনস্থ করলেন তখন নামাযের জন্য ঘরের এক জায়গায় বিছানা পাতে বললেন। সুতরাং তাঁর জন্য একটি চাটাই বিছিয়ে দেয়া হলো। নবী (স) তার উপর নামায পড়লেন এবং তাদের জন্য দোয়া করলেন।

৬৬-অনুচ্ছেদ : প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সাজসজ্জা করা।

৬৬৩- عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَا الْأِسْتَبْرَقُ قُلْتُ مَا غُلُظٌ مِنَ الدِّيْبَاجِ وَخَشْنٌ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ فَاتَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرِ هَذِهِ فَالْبَسْهَا لَوْفَدِ النَّاسُ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ فَمَضَى فِي ذَلِكَ مَا مَضَى ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ إِلَيْهِ بِحُلَّةٍ فَاتَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِهَذَا وَقَدْ قُلْتُ فِي مِثْلِهَا مَا قُلْتُ قَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا مَا لَا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ فِي الثَّوبِ لِهَذَا الْحَدِيثِ .

৬৬৪৩. ইয়াহুইয়া ইবনে ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাকে সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) জিজ্ঞেস করলেন, ‘ইসতাবরাক কি? আমি বললাম, মোটা খসখসে কারুকার্য খচিত (সুন্দর) রেশমী বস্ত্র। তিনি বললেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, উমার (রা) এক ব্যক্তির কাছে ‘ইসতাবরাক’-এর ‘হল্লা’ (চাদর ও লুঙ্গি) বা ইয়ার দেখলেন। তিনি সেটা নবী (স)-এর কাছে এনে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এ কাপড় খরিদ করে নিন। যখন জনগণের কোন প্রতিনিধিদল আসবে তখন আপনি তা পরিধান করবেন। নবী (স) বললেন : রেশমী কাপড় সে লোকই পরিধান করে (আখেরাতে) যার কোন অংশ নেই। এ ঘটনার কিছুদিন পর নবী (স) উমার (রা)-এর জন্য এক জোড়া ‘হল্লা’ পাঠালে তিনি তা নিয়ে নবী (স)-এর দেখমতে হাযির হয়ে বললেন : আপনি এটি আমার জন্য পাঠিয়েছেন। অথচ আপনি নিজেই এ জাতীয় কাপড় ব্যবহার সম্পর্কে যা বলার বলেছেন। নবী (স) বললেন : আমি তোমার কাছে এটি এজন্য

পাঠিয়েছি যে, তুমি এর বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করবে। ইবনে উমার (রা) এ হাদীসের কারণেই পরিধেয় বস্ত্রে নকশা বা কারুকর্ম অপসন্দ করতেন।

৬৭-অনুচ্ছেদ : ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও ভ্রাতৃ চুক্তি সম্পাদন। আবু জুহাইফা বলেন, নবী (স) সালমান ফারসী (রা) ও আবু দারদা (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, আমরা যখন (হিজরত করে) মদীনা আসলাম তখন নবী (স) আমার ও সাদ ইবনুর রাবী (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন।

৬৮- ৬৬৬- عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَأَخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ .

৬৮৪৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) হিজরত করে আমাদের কাছে আসলে নবী (স) তাঁর ও সাদ ইবনুর রাবী (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দেন। অতপর তিনি বিবাহ করলে নবী (স) তাকে বলেন : একটি বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালীমা কর।

৬৮৫- ৬৬৫- عَنْ عَاصِمٍ قَالَ قُلْتُ لَأَنَسٍ بْنُ مَالِكٍ أَبْلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي .

৬৮৫৫. আসেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি জানেন যে, ইসলামে চুক্তিভিত্তিক বন্ধন (হিলফ) নেই বলে নবী (স) বলেছেন। তখন তিনি বললেন, নবী (স) আমার ঘরে কুরাইশ ও আনসারদের উভয় দলকে চুক্তিভিত্তিক বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।

৬৮-অনুচ্ছেদ : মুচকি হাসি ও সাধারণ হাসি। ফাতিমা (রা) বলেন, নবী (স) আমাকে চুপে চুপে (একটি কথা) বললে আমি হাসলাম। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তাআলাই হাসান ও কাঁদান।

৬৮৬- ৬৬৬- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَّاقَهَا فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا أُخْرَى ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهَدْيَةِ لِهَدْيَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ جَلْبَابِهَا قَالَ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَابْنُ سَعِيدٍ بْنُ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابٍ

২৩. হিজরতের পর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে নবী করীম (স) ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছিলেন। মদীনাবাসী একেকজন আনসার মক্কার একেকজন মুহাজিরকে আপন ভাই হিসেবে বরণ করে নেন। তাঁদেরকে আপন স্বাবর-অস্বাবর সম্পত্তির অংশ দান করেন। দীনী ভাইদের পরস্পরের এমন ভালোবাসা এবং মুহাজির সমস্যার এমন সমাধানের নথীর দুনিয়ায় আর নেই।

الْحُجْرَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَزَجُرُ هَذِهِ عَمَّا  
تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى التَّبَسُّمِ ثُمَّ قَالَ  
لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ .

৫৬৪৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রিফাআ আল-কুরায়ী (রা) তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে আবদুর রহমান ইবনুয যুবাইর (রা) তাকে বিয়ে করলেন। একদা সেই মহিলা নবী (স)-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলো, হে আল্লাহর রসূল! আমি প্রথমে রিফাআর স্ত্রী ছিলাম। সে আমাকে তিন তালাক দিলে আবদুর রহমান ইবনুয যুবাইর আমাকে বিয়ে করে। হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহর কসম! তার কাছে কাপড়ের এরূপ পুটলি ছাড়া আর কিছু নেই। সে তার মাথা ঢাকা জিলবাব (বড় চাদর)-এর প্রান্ত পেঁচিয়ে পুটলি করে দেখালো। বর্ণনাকারীর বর্ণনা, তখন আবু বাক্র (রা) নবী (স)-এর নিকট বসা ছিলেন। আর খালিদ ইবনে সায়ীদ ইবনে আস (রা) অনুমতি লাভের অপেক্ষায় হাজার হাজার দরজার কাছে বসা ছিলেন। খালিদ (রা) আবু বাক্র (রা)-কে ডেকে বলেন, হে আবু বাক্র! এ মহিলা রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে খোলাখুলি যেসব কথা বলছে সে জন্য আপনি তাকে ধমক দেন না কেন? (তার কথা শুনে) রসূলুল্লাহ (স) কেবল মুচকি হাসি দেন। পরে তিনি মহিলাকে বললেন: সম্ভবত তুমি আবার রিফাআর কাছে ফিরে যেতে যাচ্ছ। কিন্তু তা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তুমি তার থেকে এবং সে তোমার থেকে মিলনসুখ ভোগ করবে।

٥٦٤٧- عَنْ سَعْدٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ  
نِسْوَةٌ مِّنْ قُرَيْشٍ يَسْأَلْنَهُ وَيَسْتَكْثِرُنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ  
عُمَرُ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ فَاذِنَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَضْحَكُ فَقَالَ  
أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا بَيِّ أَنْتَ وَأُمِّي فَقَالَ عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلَاءِ  
اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي لَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ فَقَالَ أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهَبَنَّ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ يَا عَدُوَاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبَنِّي وَلَمْ تَهَبَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَ إِنَّكَ أَفْظُ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
إِيهَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا  
غَيْرَ فَجِّكَ .

৫৬৪৭. সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর কাছে কতিপয় কুরাইশ মহিলা উপস্থিত ছিল। তারা কোন বিষয়ে নবী (স)-এর কাছে দাবি করছিল এবং অধিক পরিমাণে দাবি করছিল। তাদের কণ্ঠস্বর নবী (স)-এর কণ্ঠস্বরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উমার (রা)

যখন (ভেতরে প্রবেশের) অনুমতি চাইলেন, তখন তারা তাড়াতাড়ি পর্দার আড়ালে চলে গেল। নবী (স) তাঁকে অনুমতি দিলে তিনি ভেতরে প্রবেশ করে দেখলেন, নবী (স) হাসছেন। উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার আব্বা-আম্মা আপনার জন্য কুরবান হোক! আল্লাহ সর্বদা আপনাকে হাসি-খুশীই রাখুন (ব্যাপারটা কি)! নবী (স) বললেন : আমি এসব মহিলার জন্য আশ্চর্য হচ্ছি। তারা আমার কাছে উপস্থিত ছিল কিন্তু তোমার কণ্ঠস্বর শুনে তাড়াতাড়ি পর্দার আড়ালে চলে গেল। উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! ভয়ের পাত্র হিসেবে আপনিই অধিক উপযুক্ত। পরে তিনি সেই মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বললেন : হে নিজ নিজ প্রাণের দূশমনেরা! তোমরা আমাকে ভয় করছো, অথচ রসূলুল্লাহ (স)-কে ভয় করছো না? মহিলারা জবাব দিল, আপনি রসূলুল্লাহ (স)-এর চেয়ে কঠোর ভাষী ও পাষণ হৃদয়। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : হে খাতাবের পুত্র! সেই মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! শয়তান কখনো পৃথিমধ্যে তোমার সাক্ষাত পেলে ভূমি যে পথে চল, সে তার বিপরীত পথে চলে যায়।

৬৬৪৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالطَّائِفِ قَالَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا نَبْرَحُ أَوْ تَفْتَحَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَاغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ قَالَ فَعَدُّوا فَقَاتَلُوهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا وَكَثُرَ فِيهِمُ الْجِرَاحَاتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَسَكُّنُوا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

৬৬৪৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) তায়েফ অভিযান কালে বললেন : আগামীকাল আমরা ফিরে যাব ইনশাআল্লাহ। রসূলুল্লাহ (স)-এর কিছু সংখ্যক সাহাবা বললেন, আমরা বিজয় লাভ না করে এখান থেকে যাব না। তখন নবী (স) বললেন : তাহলে তোমরা আগামীকাল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। তাই পরদিন তাঁরা ভীষণ যুদ্ধ করলেন এবং তাঁদের অনেকে আহত হলেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : ইনশাআল্লাহ আগামীকাল আমরা ফিরে যাব। এবার সবাই চুপ করে থাকলে রসূলুল্লাহ (স) হেসে ফেললেন।

৬৬৪৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ فَقَالَ أَعْتَقَ رَقَبَةً قَالَ لَيْسَ لِي قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ فَاطْعِمِ سِتِينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ فَأَتَى بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ قَالَ ابْرَأْهِمُ الْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فَقَالَ آيْنَ السَّائِلُ تَصَدَّقْ بِهَا قَالَ عَلَى أَفْقَرِ مِنِّي وَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ قَالَ فَاثْنَمُ إِذَا .

৬৬৪৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর কাছে এসে বললো, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। আমি রমযানে দিনের বেলা আমার স্ত্রীর সাথে

সহবাস করেছি। নবী (স) বললেন : একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দাও। লোকটি বললো, আমার সে সামর্থ্য নেই। নবী (স) বললেন : তাহলে একাধারে দুই মাস রোযা রাখ। সে বললো, সে শক্তিও আমার নেই। নবী (স) বললেন : তাহলে ষাটজন দরিদ্রকে খাবার খাওয়াও। লোকটি বললো, সেই সঙ্গতিও আমার নেই। অতপর বড় একটি ঝুড়িভর্তি খেজুর আনা হলো। ইবরাহীম (র) বলেন, ‘আরক’ হলো এক প্রকার মাপের পাত্র। তখন নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন : ঐ প্রশ্নকর্তা কোথায় ? এটি নিয়ে যাও এবং দান করে দাও। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, আমার থেকেও বেশী অভাবী যে তাকে দিব ? আল্লাহর কসম ! মদীনার দুই শিলাময় প্রান্তরের মধ্যবর্তী স্থানে আমাদের চেয়ে অধিক গরীব কোন পরিবার নেই। তখন নবী (স) হেসে ফেললেন, এমনকি তাঁর মাড়ির সামনের দাঁত পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়ে উঠলো। অতপর তিনি বললেন : তাহলে তোমরাই এর হকদার।

৬৫০. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَادْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ جَبَذَةً شَدِيدَةً قَالَ أَنَسٌ فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبَذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَرِّ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ .

৫৬৫০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে পথ চলছিলাম। তাঁর গায়ে ছিল মোটা পাড়বিশিষ্ট নাজরানী চাদর। এক বেদুঈন তার কাছে এসে তাঁর চাদরটি ধরে জোরে টান দিল। আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি লক্ষ্য করলাম, সজোরে টানার কারণে নবী (স)-এর কাঁধের উপর চাদরের পাড়ের ছাপ পড়ে গেছে। বেদুঈন বললো, হে মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর যেসব অর্থ-সম্পদ আপনার কাছে আছে, তা থেকে আমাকে কিছু দেয়ার আদেশ দিন। নবী (স) তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন এবং তাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

৬৫১. عَنْ جَرِيرٍ قَالَ مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ ﷺ مِنْذُ اسْلَمْتُ وَلَا رَأَيْتُ إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِهِ وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضْرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي فَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا .

৫৬৫১. জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে নবী (স) আমাকে কখনো তাঁর কাছে যেতে বাঁধা দেননি এবং যখনই তিনি আমাকে দেখেছেন মুচকি হেসেছেন। আমি তাঁর কাছে অভিযোগ করলাম যে, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারি না। তখন নবী (স) আমার বুকের উপর সজোরে তাঁর হাত মেরে এই বলে দোয়া করলেন : “আল্লাহ ! তাকে দৃঢ়পদ রাখ এবং তাকে হিদায়াতদানকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত করো।”



৫৬৫২- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِیْ مِنْ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَضَحِكَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ اتَّحَلَمْتُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَ شَبَّهَ الْوَلَدِ .

৫৬৫২. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মে সুলাইম (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহ তাআলা হক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। মেয়েদের স্বপ্নদোষ হলে কি তাদেরকে গোসল করতে হবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ। যদি পানি (তরল কিছু) দেখে। তখন উম্মে সালামা (রা) হেসে ফেললেন এবং বললেন : মেয়েদেরও কি স্বপ্নদোষ হয়? নবী (স) বললেন : তা না হলে সন্তান কেন মায়ের মত হয়?

৫৬৫৩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى أُرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ .

৫৬৫৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে কখনো সব দাঁত বের করে এমনভাবে হাসতে দেখিনি যে, তাঁর মুখ গহ্বর বা কণ্ঠ তালু পর্যন্ত দেখা যায়, বরং তিনি কেবল মুচকি হাসতেন।

৫৬৫৪- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ قُحِطَ الْمَطَرُ فَسْتَسْقِرَيْكَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَمَا نَرَى مِنْ سَحَابٍ فَاسْتَسْقَى فَنَشَا السَّحَابُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ مَطَرُوا حَتَّى سَالَتْ مَتَاعِبُ الْمَدِينَةِ فَمَا زَالَتْ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا تَقْلَعُ ثُمَّ قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ غَرِفْنَا فَادْعُ رَبِّكَ يَحْبِسْهَا عَنَّا فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَنِ الْمَدِينَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا يُمْطَرُ مَا حَوَالَيْنَا وَلَا يُمْطَرُ مِنْهَا شَيْءٌ يُرِيهِمُ اللَّهُ كَرَامَةً نَبِيِّهِ ﷺ وَاجَابَةً دَعْوَتِهِ .

৫৬৫৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জুমআর দিন মদীনায়ে নবী (স)-এর নিকট হাজির হলো। তখন তিনি (জুমআর) খোতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি বললো, বৃষ্টি চলছে, এ জন্য আল্লাহর কাছে বৃষ্টি চেয়ে দোয়া করুন। নবী (স) আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তখন আমরা আকাশে কোন মেঘ দেখি নাই। নবী (স) বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন। সাথে সাথে মেঘ দানা বাঁধতে থাকলো এবং খণ্ড খণ্ড মেঘ এসে জমা হলো। তারপর বৃষ্টি হতে লাগলো, এমনকি মদীনার নালাগুলো পর্যন্ত প্রবাহিত হতে থাকলো। বৃষ্টি একাধারে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত হতে থাকলো। তখন পুনরায় সেই ব্যক্তি কিংবা আরেকজন লোক উঠে

দাঁড়ালো। নবী (স) তখন (জুমআর) খোতবা দিচ্ছিলেন। সে বললো, আমরা তো ডুবে গেলাম। আপনি আপনার রবের কাছে দোয়া করুন তিনি যেন বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। নবী (স) হেসে ফেললেন। তিনি দোয়া করলেন : “হে আল্লাহ ! আমাদের আশেপাশের এলাকায় বৃষ্টি বর্ষণ করো, আমাদের ওপর বর্ষণ করো না।” দু’বার কিংবা তিনবার তিনি একথা বললেন। তখন মেঘমালা খণ্ড খণ্ড হয়ে মদীনা হতে ডানে-বায়ে সরে যেতে লাগলো এবং আমাদের আশপাশে বর্ষণ থেকে থাকলো। কিন্তু মদীনায় এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়লো না। আল্লাহ তাআলা মদীনাবাসীকে তাঁর নবীর কারামত ও তাঁর দোয়া কবুল হওয়া দেখালেন।

৬৯-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝ (التوبة : ১১৯)

“হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও”-(সূরা আত-তাওবা : ১১৯) এবং মিথ্যা বলা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে।

৬১০০- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ الصِّدْقُ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتَبَ (يَكُونَ) عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.

৫৬৫৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, নিশ্চয় সত্যবাদিতা মানুষকে নেকীর পথ দেখায় এবং নেকী জান্নাতের দিকে চালিত করে। আর মানুষ সত্য বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত সিদ্দীক (পরম সত্যবাদী) হয়ে যায়। আর মিথ্যা (মানুষকে) পাপ কার্যের পথ দেখায় এবং পাপকার্য জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট জঘন্য মিথ্যাবাদী হিসেবে তার নাম লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।

৬১০১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ .

৫৬৫৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি : যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে ; ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং তার নিকট আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে।

৬১০২- عَنْ سَمُرَةَ بِنْتِ جُنْدُبٍ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ آتِيَانِي قَالَا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْقُ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يَكْذِبُ بِالْكَذِبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

৫৬৫৭. সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : আমি (স্বপ্নে) দেখলাম, দু'জন লোক আমার নিকট এসে বললো : আপনি (মিরাজের রাতে) যে লোকটিকে দেখেছিলেন যে, তার গাল চিরে ফেলা হচ্ছে সে ছিল জঘন্য মিথ্যাবাদী। সে এমনভাবে মিথ্যা রটাতো যে, দুনিয়ার কোণে কোণে তা ছড়িয়ে যেত। তাই কিয়ামত পর্যন্ত তার অনুরূপ শাস্তি হতে থাকবে।

৭০-অনুচ্ছেদ : সত্য-সঠিক পথ।

৫৬৫৮. عَنْ حُذَيْفَةَ يَقُولُ إِنَّ أَشْبَهَ النَّاسِ دَلًّا وَسَمَنًا وَهَدْيًا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِابْنِ أُمِّ عَبْدِ مَنْ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ لَا نَذْرِي مَا يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ إِذَا خَلَا .

৫৬৫৮. হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাড়ী থেকে বের হওয়া থেকে বাড়ীতে প্রবেশ করা পর্যন্ত চাল-চলন, রীতিনীতি ও অভ্যাসের দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে যার সর্বাধিক মিল রয়েছে, তিনি হলেন ইবনে উম্মে আব্দ অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)। তবে যখন তিনি পরিবারে একাকী থাকেন তখন কি করেন তা আমাদের জানা নেই।

৫৬৫৯. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ .

৫৬৫৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব এবং মুহাম্মদ (স)-এর পথনির্দেশনা হলো সর্বোত্তম পথনির্দেশনা।

৭১-অনুচ্ছেদ : দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করা। আল্লাহ তাআলার বাণী :

إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

“ধৈর্যশীলদেরকে অঢেল ও অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে।”-(আয যুমার : ১২)

৫৬৬০. عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ أَوْ لَيْسَ شَيْءٌ أَصْبَرَ عَلَى أَدَى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ .

৫৬৬০. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, কষ্ট ও পীড়াদায়ক কথা শোনার পর আল্লাহ তাআলার চেয়ে অধিক ধৈর্যধারণকারী আর কেউ নেই। মানুষ তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে কিন্তু তিনি তারপরও তাদেরকে উপেক্ষা করেন এবং রিযিক দান করেন।

৫৬৬১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قِسْمَةً كَبَعُضٍ مَا كَانَ يَقْسِمُ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَاللَّهِ إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدُ بِهَا وَجَهَ اللَّهُ قُلْتُ أَمَا أَنَا لَأَقُولَنَّ لِلنَّبِيِّ ﷺ

فَأَتَيْتُهُ وَمُؤَفِّي أَصْحَابِهِ فَسَارَرْتُهُ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ  
وَغَضِبَ حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَخْبَرْتُهُ ثُمَّ قَالَ قَدْ أُوذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرٍ مِنْ  
ذَلِكَ فَصَبِّرْ .

৫৬৬১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) (গনীমাতের মাল বা অন্যকিছু) যথারীতি বণ্টন করলেন। এক আনসারী মন্তব্য করলো, আল্লাহ্র কসম! এ ভাগ-বাটোয়ারায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। [আবদুল্লাহ (রা) বলেন], আমি বললাম, আমি নবী (স)-এর কাছে একথা অবশ্যই বলবো। সুতরাং আমি নবী (স)-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে বসা ছিলেন। আমি তাঁকে গোপনে কথাটি বললাম। তা নবী (স)-এর জন্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক বোধ হলো, তাঁর চেহারার রং বদলে গেল এবং তিনি রাগান্বিত হলেন, এমনকি আমি মনে করতে লাগলাম যে, আমি যদি তাঁকে কথাটা না বলতাম। অতপর তিনি বললেন : মূসা (আ)-কে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে কিন্তু তিনি সবর করেছেন। ২৪

৭২-অনুচ্ছেদ : সামনাসামনি কাউকে তিরস্কার বা ভৎসনা না করা।

৬৬২- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَلَبَّغَ  
ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْئِ  
أَصْنَعُهُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدَّهُمْ لَهُ خَشْيَةً .

৫৬৬২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) একটা কিছু করলেন এবং লোকদেরকেও তা করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু লোকেরা তা করা থেকে বিরত রইল। এ খবর নবী (স)-এর কাছে পৌঁছল। তিনি (লোকদের উদ্দেশ্যে) কিছু বক্তব্য পেশ করলেন। বক্তৃতায় তিনি প্রথমে আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন এবং তারপর বললেন : লোকদের কি হয়েছে যে, এমন কাজ থেকে তারা বিরত থাকছে যা আমি করেছি? আল্লাহ্র কসম! আমি আল্লাহকে তাদের চেয়ে বেশী জানি এবং তাদের চেয়ে বেশী ভয়ও করি। ২৫

২৪. মূসা (আ)-এর উম্মাতগণ তাঁর সাথে এর চেয়েও বেশী বেয়াদবি করেছে। কিন্তু তিনি সবর করেছেন। নবীগণ প্রতিটি কাজই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নির্দেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে করেন। কিন্তু কারো ব্যক্তিবার্ধ সামান্যতম দ্বুগ্ন হলেই সে অনুরূপ মন্তব্য করে বসে। এতে মনে কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। রসূলুল্লাহ (স)-এরও অনুরূপ মনোকষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করেছিলেন।

২৫. লোকদের ধারণা ছিল—এ কাজটি না করাই বিধেয় এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের বেশী উপযোগী। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স) বললেন : কোন কিছু করা না করার ব্যাপারে আমার অনুসরণই হলো আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের একমাত্র উপায়।

রসূলুল্লাহ (স)-এর নিয়ম ছিল, কারো কোন কাজের সমালোচনা করতে হলে তিনি সাধারণভাবেই বিষয়টি উল্লেখ করতেন, ব্যক্তি বিশেষের নাম উল্লেখ করে বলতেন না। অসলে এভাবে ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করে না বলা সংশোধনের জন্যে অধিকতর কার্যকর পন্থা। ব্যক্তি বিশেষের সমালোচনা না করে সাধারণভাবে তা উল্লেখ করলে বিশেষ লোকটি লজ্জা থেকে রক্ষা পায় এবং সে তার দোষ সংশোধনেরও সুযোগ পায়। অন্যরাও সাবধান হয়ে যায়। অবশ্য হারাম কাজের ক্ষেত্রে নবী (স) নির্দিষ্ট লোককে লক্ষ্য করে কথা বলতেন এবং তাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করতেন।

৬৬২- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِّنَ الْعَذْرَاءِ فِي خَذِرِهَا فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفَنَاهُ فِي وَجْهِهِ .

৫৬৬৩. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঘরের নিভৃত কোণে অবস্থানকারিণী লাজুক নম্র কুমারী যুবতীদের চেয়েও নবী (স) অধিক লাজুক স্বভাবের ছিলেন। তিনি যদি এমন কিছু দেখতেন যা তার অপসন্দীয় তাহলে আমরা তাঁর চেহারা দেখে সেটা বুঝতে পারতাম।

৭৩-অনুচ্ছেদ : যথার্থতা ছাড়াই কেউ তার মুসলমান ভাইকে কাকের বললে সে নিজেই তা হবে।

৬৬৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا .

৫৬৬৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : কোন লোক যখন তার কোন ভাইকে ‘হে কাফের’ বলে সম্বোধন করলো, তখন তাদের একজন একথার উপযুক্ত হয়ে গেল।

৬৬৫- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا .

৫৬৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : কোন লোক তার কোন ভাইকে ‘হে কাফের’ বলে সম্বোধন করলে তাদের একজন কুফরীর শিকার হল।

৬৬৬- عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَلَعَنَ الْمُؤْمِنُ كَقَتْلِهِ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ .

৫৬৬৬. সাবেত ইবনুদ দাহ্‌হাক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের নামে মিথ্যা কসম করে সে সেরূপই হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি যে জিনিস দ্বারা আত্মহত্যা করবে জাহান্নামে সে জিনিস দ্বারাই তাকে শাস্তি দেয়া হবে। কোন মু’মিনকে লা’নত করা তাকে হত্যা করার সমতুল্য এবং কোন মু’মিন ব্যক্তিকে কুফরীর অভিযোগে অভিযুক্ত করা তাকে হত্যা করার সমান।

৭৪-অনুচ্ছেদ : অজ্ঞতাবশত কিংবা তাবীলের ভিত্তিতে কেউ কাকের উক্তি করলেই উক্তিকারী কাকের না হওয়ার দলীল। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) হাতিব ইবনে আবু বলতা’আ (রা) সম্পর্কে বললেন যে, সে মুনাফিক। তখন নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি করে জানলে? আল্লাহ তাআলা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি উদ্ভাসিত হয়ে তাদের সম্পর্কে বলেন : আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিলাম।

৬৬৭- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّيَ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ بِهِمُ الْبَقْرَةَ قَالَ فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرَأَ الْبَقْرَةَ فَتَجَوَّزْتُ فَرَزَعَمُ أَنِّي مُنَافِقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا مُعَاذُ أَفَتَأْنِ أَنْتَ ثُلَاثًا إِقْرَأْ وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَنَحْوَهَا.

৫৬৬৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। মুআয ইবনে জাবাল (রা) নবী (স)-এর সাথে নামায পড়তেন এবং তারপর নিজ গোদ্রে ফিরে গিয়ে তাদের নামাযে ইমামতি করতেন। একদা তিনি নামাযে সূরা বাকারা পড়লেন। বর্ণনাকারী বলেন, এক ব্যক্তি নামায থেকে বেরিয়ে এসে আলাদাভাবে সংক্ষিপ্ত নামায পড়লো। মুআয (রা) এ বিষয়ে জানতে পেরে বললেন, সে মুনাফিক! লোকটি একথা শুনে নবী (স)-এর কাছে গিয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমরা এমন এক জাতির লোক যারা নিজ হাতে কাজ করি এবং আমাদের উটগুলো দিয়ে পানি সেচন করি। মুআয (রা) গতরাতে আমাদের নিয়ে যে নামায পড়েছেন, তাতে তিনি সূরা বাকারা পাঠ করেছেন। তাই আমি আলাদা হয়ে সংক্ষিপ্ত সূরা দ্বারা নামায পড়ায় তিনি আমাকে মুনাফিক বলেছেন। একথা শুনে নবী (স) বলেন : হে মুআয! তুমি কি মানুষকে ফিতনায় নিষ্পেকারী? একথা তিনি তিনবার বলেন, তারপর বলেন : তুমি নামাযে সূরা ‘ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা’ ও সূরা ‘সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আলা’ এবং অনুরূপ সূরাগুলো পড়বে। ২৬

৬৬৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَى أَقَامِرَكَ فَلْيَتَصَدَّقْ.

৫৬৬৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি তার শপথে বলে ফেলে লাত ও উয্যার কসম<sup>২৭</sup>, তাহলে সে যেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে। আর কেউ যদি তার বন্ধুকে বলে : এসো, তোমার সাথে জুয়া খেলি, তাহলে সে যেন অবশ্যই সদাকা দেয়।

২৬. এখানে এশার নামাযের কথা বলা হয়েছে। হযরত মুআয (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর ইমামতিতে এশার নামায পড়ে নিজের গোদ্রে এসে আবার তাদেরকে এশার নামায পড়াতেন। সম্ভবত এটা এমন সময়ের ঘটনা, যখন ফরয নামায দু'বার পড়া যেত, কিংবা রসূলের (স) সাথে তিনি নফল নামায পড়তেন এবং নিজ গোদ্রে ফিরে গিয়ে ফরয পড়তেন। ইমামকে মুক্তাদীদের অবস্থা বুঝে কিরাআত পড়তে হবে। মুক্তাদীদের মধ্যে অসুস্থ, দুর্বল, বৃদ্ধ কিংবা ব্যস্ত লোক থাকতে পারে। তাই তাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে বড়, মধ্যম ধরনের বা ছোট সূরা দিয়ে নামায পড়ানো উচিত।

২৭. অজ্ঞতাবশত লাত-উয্যার নামে কসম করলে সদাকা দিতে হয়।

৫৬৬৭. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَخْلِفُ بِأَيْمِهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِقُوا بِأَبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ وَالْأُفْلَاحِ فَلْيَصْمُتْ .

৫৬৬৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কাফেলার মধ্যে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে এমন সময় পৌঁছলেন যখন তিনি তাঁর পিতার নামে কসম করছিলেন। তাই রসূলুল্লাহ (স) তাকে ডেকে বললেন : সাবধান ! আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে বাপ-দাদার নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। কাউকে যদি কসম করতেই হয় তাহলে সে যেন আল্লাহর নামে কসম করে, অন্যথায় চুপ থাকে।

৭৫-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার নির্দেশের ব্যাপারে ক্রোধ ও কঠোরতা জায়েয। আল্লাহ তাআলা বলেন :

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ - ١ (التوبة : ٧٣)

“তুমি কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো এবং তাদের প্রতি কঠোর হও।”

৫৬৭০. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَفِي الْبَيْتِ قَرَامٌ فِيهِ صُورٌ فَتَلَوْنَ وَجْهَهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ وَقَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّورَ .

৫৬৭০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বাড়ীতে আমার কাছে আসলেন এবং ঘরে অনেক ছবিযুক্ত পর্দা লটকানো ছিল। তাতে নবী (স)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। অতপর তিনি পর্দাটি হাতে নিলেন এবং তা ছিঁড়ে ফেললেন। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) তখন এ কথাও বললেন যে, যারা এসব প্রাণীর ছবি তৈরি করে, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠোর শাস্তি তাদেরকেই দেয়া হবে।

৫৬৭১. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا قَالَ فَمَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنْضَرِّينَ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ .

৫৬৭১. আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর কাছে এসে বললো, অমুক ব্যক্তির কারণে আমি ফজরের নামাযে শরীক হই না। কারণ, সে নামায অনেক দীর্ঘায়িত করে। আবু মাসউদ (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে সেদিন উপদেশ দানকালে যতটা অসন্তুষ্ট হতে দেখেছি তার চেয়ে বেশী অসন্তুষ্ট হতে আর কখনো দেখিনি। তিনি বললেন : হে জনগণ ! তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা

বিত্ত্বা সৃষ্টি করে নামায থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই তোমাদের যারা নামায পড়াবে তারা যেন নামায সংক্ষিপ্ত করে। কেননা, মুসল্লীদের মধ্যে রোগী, বৃদ্ধ এবং ব্যস্ত লোকও থাকে।

৬৭২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي رَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَحَكَّهَا بِيَدِهِ فَتَغَيَّظَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ حَيَالٌ وَجْهِهِ فَلَا يَتَنَحَّضَنَّ حَيَالٌ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ .

৫৬৭২. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) নামাযরত অবস্থায় কিবলার দিকে মসজিদের দেয়াল গায়ে থুথু দেখতে পেলেন। তিনি নিজ হাতে তা ঘষে সাফ করলেন কিন্তু খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। অতপর তিনি বললেন : তোমাদের কেউ যখন নামাযরত থাকে তখন আল্লাহ তাআলা তার সামনেই থাকেন। অতএব তার উচিত নামাযের সময় সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ না করা।

৬৭৩- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ عَرَفَهَا سَنَةً ثُمَّ أَعْرَفَ وَكَاعَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَفْتَقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَذَاهَا إِلَيْهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَةُ الْغَنَمِ قَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئِبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَةُ الْإِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَحْمَرَّتْ وَجَنَّتَاهُ أَوْ أَحْمَرَ وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاءٌ مَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا .

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُجَيْرَةً مُخَصَّفَةً أَوْ حَصِيرًا فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِيهَا قَالَ فَتَتَبَعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاءُوا وَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ ثُمَّ جَاءُوا لَيْلَةً فَحَضَرُوا وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُمْ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مُغَضِبًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَكْتَبُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنْ خَيْرَ صَلَاةٍ الْمَرْءُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ .

৫৬৭৩. যায়েদ ইবনে খালেদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-কে হারানো প্রাপ্তি (লুকত) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন : তুমি সে সম্পর্কে এক বছর পর্যন্ত জনসমক্ষে প্রচার করতে থাক। অতপর থলে ও এর মাথার বাঁধনটি চিনে রাখ, তারপর তা খরচ করতে পার। এরপর যদি তার মালিক আসে তবে তা তাকে



ফিরিয়ে দিও। লোকটি জিজ্ঞেস করলো : হে আল্লাহর রসূল ! হারিয়ে যাওয়া বকরীর বিধান কি ? তিনি বলেন : তুমি পেলে সেটি নিয়ে নিবে। কেননা, সেটি হয় তোমার না হয় তোমার ভাইয়ের কিংবা বাঘের। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল ! হারানো উটের বিধান কি ? বর্ণনাকারী বলেন, এবার রসূলুল্লাহ (স) রাগান্বিত হলেন। এমনকি তাঁর উভয় গণ্ডদেশ কিংবা মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন : তাতে তোমার কি প্রয়োজন, যখন তার জুতা ও পানীয় তার সাথেই রয়েছে ? শেষ পর্যন্ত তা তার মালিকের হস্তগত হবে।

অপর এক সনদে যাকে ইবনে সাবেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) খেজুরের ডাল কিংবা পাতার চাটাই দ্বারা একটি ছোট কামরা বানিয়ে নিলেন। রসূলুল্লাহ (স) বেরিয়ে এসে ঐ কামরায় নামায পড়তে লাগলেন। তখন অনেক লোকজন এসে তাঁর সাথে নামাযে যোগ দিল। অতপর আর এক রাতে লোকজন এসে হাযির হলো। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স) বিলম্ব করলেন এবং বের হলেন না। তখন লোকজন উচ্চস্বরে কথা বলতে শুরু করলো এবং নবী (স)-এর ঘরের দরজায় কঙ্করাঘাত করলো। [তাদের ধারণা, হুযুর (স) আসতে ভুলে গেছেন। তাই তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে তারা এসব করলো]। তখন নবী (স) রাগান্বিত হয়ে বেরিয়ে আসলেন এবং তাদেরকে বললেন : তোমরা নিয়মিত যেভাবে এ কাজ করে যাচ্ছ তাতে আমার ধারণা হলো যে, অচিরেই এটা তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া না হয়। সুতরাং তোমরা নিজ নিজ ঘরেই নামায পড়। কেননা, ফরয নামায ছাড়া মানুষের অন্য সব নামায ঘরে পড়াই উত্তম।

৭৬-অনুচ্ছেদ : ক্রোধান্বিত হওয়ার ব্যাপারে সাবধান থাকা। আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثَمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (الشورى : ২৭)

“(আর তারাও হলো ঈমানদার) যারা কবীরা গুনাহ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকে এবং যখন ক্রোধান্বিত হয় তখন মাফ করে দেয়”-(সূরা আশ শূরা : ৩৭)।

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“(তারাও হলো ঈমানদার) যারা প্রাচুর্য ও অভাবে (উভয় অবস্থায়) আল্লাহর পথে দান করে, ক্রোধ দমন করে এবং মানুষকে মাফ করে দেয়। আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণ লোকদেরকেই ভালোবাসেন”-(সূরা আলে ইমরান : ১৩৪)।

৬৭৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ .

৫৬৭৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : প্রকৃত বলবান ও বীর পুরুষ সে নয়, সে কুস্তিতে কাউকে হারিয়ে দেয়। আসল বীরপুরুষ হলো সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

৫৬৭৫- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغَضَّبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَالُوا لِلرَّجُلِ إِلَّا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِنِّي لَسْتُ بِمَجْنُونٍ .

৫৬৭৫. সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দুই ব্যক্তি নবী (স)-এর সামনেই গালমন্দে লিপ্ত হলো। আমরা তখন নবী (স)-এর সাথে বসেছিলাম। তাদের একজন অপরজনকে ক্রোধান্বিত হয়ে গালি দিচ্ছিল এবং তার চেহারা লাল হয়ে উঠেছিল। নবী (স) বললেন : আমি এমন একটি কথা জানি, যদি লোকটি তা বলতো তাহলে তার ক্রোধ থাকত না। যদি সে **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** বলতো, তাহলে কত ভাল হতো ! তখন লোকজন সেই ব্যক্তিকে বললো, রসূলুল্লাহ (স) যা বলছেন, তুমি কি তা শুনতে পাচ্ছ না। সে বললো, আমি পাগল নই (যে, শুনবো না বা বুঝবো না)।

৫৬৭৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوْصِنِي قَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مَرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ .

৫৬৭৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-কে বললো, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন : ক্রোধান্বিত হয়ো না। লোকটি বারবার তার অনুরোধের পুনরাবৃত্তি করলে নবী (স)-ও প্রতিবারই বলতে থাকলেন : ক্রোধান্বিত হয়ো না।

৭৭-অনুচ্ছেদ : লজ্জাশীলতা।

৬৭৭- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سَكِينَةً فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ أُحَدِّثْكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صَحِيفَتِكَ .

৫৬৭৭. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : লজ্জাশীলতা কল্যাণই বয়ে আনে। তখন বুশাইর ইবনে কা'ব বললেন, জ্ঞান বিষয়ক পুস্তক-সমূহে লেখা আছে, এমন কিছু কিছু লজ্জা আছে যা সম্মানের কারণ হয়, আর কোন কোন লজ্জা শান্তি ও স্বস্তি বয়ে আনে। ইমরান (রা) তাকে বললেন, আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস বর্ণনা করছি, আর তুমি আমাকে তোমার পুস্তিকার কথা শোনাচ্ছ!

৬৭৮- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُعَاتِبُ فِي الْحَيَاءِ يَقُولُ إِنَّكَ لَتَسْتَحْيِي حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُولُ قَدْ أَضْرَبَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعَا فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ .

৫৬৭৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) এক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি লজ্জা সম্পর্কে তার ভাইকে তিরস্কার করে বলছিল : তুমি খুব লাজুক, এতে তোমার দারুণ ক্ষতি হবে। তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন : তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, লজ্জা ঈমানের অংশ।

৬৭৭. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خَدْرِهَا .

৫৬৭৯. আবু সাযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (স) নিভৃত কোণে অবস্থানকারিণী পর্দানশীন কুমারী মেয়েদের চেয়েও বেশী লাজুক ছিলেন।

৭৮-অনুচ্ছেদ : তোমার লজ্জা-সম্মতবোধ না থাকলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার।

৬৮০. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأَوَّلَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ .

৫৬৮০. আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : পূর্ববর্তী যুগের নবীদের বাণীসমূহের মধ্য থেকে যেটি মানুষ লাভ করেছে সেটি হলো : তোমার যদি লজ্জাই না থাকে তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার।

৭৯-অনুচ্ছেদ : দীনি বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য হক কথা বলতে লজ্জা না করা।

৬৮১. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ .

৫৬৮১. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উম্মে সুলাইম (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহ তাআলা হক কথা বলতে লজ্জা পান না। স্বপ্নদোষ হলে কি মহিলাদের গোসল করা ওয়াজিব ? তিনি বলেন : হ্যাঁ, যদি বীর্যপাত হয়।

৬৮২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ خَضِرَاءَ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَلَا يَتَحَاتُّ فَقَالَ الْقَوْمُ هِيَ شَجَرَةٌ كَذَا فَارَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالَ هِيَ النَّخْلَةُ .

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ وَزَادَ فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ قُلْتُهَا لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا .

৫৬৮২. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : মু'মিন লোকের উপমা এমন সবুজ-শ্যামল বৃক্ষ, যার পাতা ঝরে না। লোকজন বললো, সেটা তো অমুক বা অমুক বৃক্ষ। আমি বলতে চাইলাম যে, সেটা খেজুর গাছ। কিন্তু আমি কম বয়সের যুবক ছিলাম, তাই তা বলতে লজ্জাবোধ করলাম। তখন নবী (স) নিজেই বলেন যে, সেটি খেজুর গাছ।

অন্য এক সনদে ইবনে উমার (রা) থেকে অনুরূপই বর্ণিত রয়েছে। তবে তাতে আরো আছে : অতপর আমি তা উমার (রা)-এর কাছে ব্যক্ত করলে তিনি বলেন : যদি তুমি (লজ্জা না করে) কথাটি বলতে তাহলে তা আমার কাছে অমুক অমুক বস্তু থেকেও অধিক পসন্দনীয় হতো।

৬৮৩-عَنْ أَنَسٍ يَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَتْ هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِيَّ فَقَالَتْ ابْنَتُهُ مَا أَقْلُ حَيَاعًا فَقَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ عَرَضْتَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَفْسَهَا.

৫৬৮৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নবী (স)-এর খেদমতে এসে তাকে বিয়ে করার জন্য নবী (স)-এর কাছে আবেদন জানালো এবং বললো : 'আমাকে কি আপনার প্রয়োজন আছে? যখন আনাস (রা)-এর কন্যা বললো, মহিলা কত বেহায়া! আনাস (রা) তাকে বলেন, সে তোমার চেয়ে উত্তম। সে রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য নিজেকে পেশ করেছে।

৮০-অনুচ্ছেদ : নবী (স)-এর বাণী : তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না। নবী (স) মানুষের জন্য সবকিছু হালকা ও সহজ করতে ভালোবাসতেন।

৬৮৪-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا وَسَكِّنُوا وَلَا تَنْفَرُوا.

৫৬৮৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না এবং মানুষকে শান্তি ও স্বস্তি দাও, বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করো না।

৬৮৫-عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ (أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ) قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ لَهُمَا يَسِّرَا وَلَا تَعْسِرَا وَبَشِّرَا وَلَا تَنْفَرَا وَتَطَاوَعَا قَالَ أَبُو مُوسَى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبَيْعُ وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمَزْدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

৫৬৮৫. আবু বুরদা (রা) থেকে তাঁর দাদা আবু মূসা আশআরী (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যখন তাঁকে ও মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে ইয়ামান পাঠালেন, তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : সহজ করবে, কঠিন করবে না, সুখবর শোনাবে, ভাগিয়ে দিবে না এবং তোমরা (দুইজন) একে অপরকে মেনে চলবে। আবু মূসা (রা) বললে, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা এমন এক এলাকায় যাছি যেখানে মধু থেকে বিত নামক শরাব তৈরি করা হয় এবং যব থেকে মিয়র নামক শরাব বানানো হয়। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : প্রতিটি নেশাকর বস্তুই হারাম।

৫৬৮৬. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا خَيْرُ رَسُولٍ اللَّهُ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ بِهَا لِلَّهِ .

৫৬৮৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে দু'টি বিষয়ের কোন একটি গ্রহণের অথতিয়ার দেয়া হলে এবং তা গোনাহের কাজ না হলে যেটি সহজতর তিনি সেটি গ্রহণ করেছেন। যদি তা গুনাহের কাজ হতো তবে তিনি তা থেকে সবার চেয়ে বেশী দূরে অবস্থান করতেন। রসূলুল্লাহ (স) কোন ব্যাপারে নিজ স্বার্থে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহর কোন নিষেধাজ্ঞার প্রকাশ্য লংঘন হলে তিনি তখন আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রতিশোধ নিতেন।

৫৬৮৭. عَنْ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنَّا عَلَى شَاطِئِ نَهْرٍ بِالْأَهْوَازِ قَدْ نَصَبَ عَنْهُ الْمَاءُ فَجَاءَ أَبُو بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيُّ عَلَى فَرَسٍ فَصَلَّى وَخَلَّى فَرَسَهُ فَأَنْطَلَقَتِ الْفَرَسُ فَتَرَكَ (فَخَلَّى) صَلَوَتَهُ وَتَبِعَهَا حَتَّى أَدْرَكَهَا فَأَخَذَهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَضَى صَلَاتَهُ وَفِينَا رَجُلٌ لَهُ رَأْيٌ فَأَقْبَلَ يَقُولُ انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ تَرَكَ صَلَوَتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسٍ فَأَقْبَلَ فَقَالَ مَا عَنَّفَنِي أَحَدٌ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ إِنَّ مُنْزِلِي مُتْرَاحٍ فَلَوْ صَلَّيْتُ وَتَرَكَتُهُ لَمْ أَتِ أَهْلِي إِلَى اللَّيْلِ وَذَكَرَ أَنَّهُ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ فَرَأَى مِنْ تَيْسِيرِهِ .

৫৬৮৭. আল-আযরাক ইবনে কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ‘আহওয়ায’ নামক স্থানে একটি নদীর তীরে অবস্থান করছিলাম। নদীর পানি শুকিয়ে গিয়েছিল। আবু বারযা আসলামী (রা) একটি ঘোড়ায় চড়ে আসলেন। ঘোড়াটিকে ছেড়ে দিয়ে তিনি নামায পড়তে লাগলেন। ঘোড়াটি ছুটে পালাতে থাকলে তিনি নামায ছেড়ে দিয়ে ঘোড়ার পেছনে পেছনে ছুটলেন, শেষ পর্যন্ত সেটিকে ধরে ফেললেন এবং ফিরে এসে নামায আদায় করলেন। আমাদের মধ্যে স্বতন্ত্র মতের একজন লোক ছিল। সে বলতে লাগলো, তোমরা এই বৃদ্ধের কাণ্ড দেখ, একটি ঘোড়ার কারণে তিনি নামায ছেড়ে দিয়েছেন। তখন আবু বারযা (রা) বললেন, আমি যখন থেকে রসূলুল্লাহ (স)-কে হারিয়েছি তখন থেকে (আজ পর্যন্ত) কেউ আমাকে তিরস্কার করেনি। তিনি আরও বললেন, আমার বাড়ী এখান থেকে

অনেক দূরে। যদি নামায পড়েই যেতাম এবং ঘোড়াটিকে সে অবস্থায় ছেড়ে দিতাম তাহলে রাত অবধিও আমি পরিবার-পরিজনদের কাছে পৌছতে পারতাম না। তিনি আরো বললেন যে, তিনি নবী (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁকে সহজ পন্থা অবলম্বন করতে দেখেছেন। ২৮

৬৮৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقْعُوهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعُوهُ وَاهْرِقُوا عَلَى بَوْلِهِ زَنُوبًا مِّنْ مَّاءٍ أَوْ سَجَلًا مِّنْ مَّاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُسَيِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ .

৫৬৮৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন মসজিদে নববীতে পেশাব করে ফেলল। লোকজন তাকে প্রহার করার জন্য তার দিকে ছুটে গেল। রসূলুল্লাহ (স) তাঁদেরকে বললেন : তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবের ওপর এক বালতি অথবা এক ঘটি পানি ঢেলে দাও। কেননা, তোমাদেরকে কোমলতা প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছে, কঠোরতা অবলম্বনকারী হিসেবে নয়। ২৯

৮১-অনুচ্ছেদ : মানুষের প্রতি উৎকল্লুচিত হওয়া। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, মানুষের সাথে মেলামেশা কর কিন্তু তোমার দীন যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখ এবং পরিবারের লোকদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করা।

৬৮৯. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُخَالِطَنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِّي صَغِيرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّفِيرُ .

৫৬৮৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) আমাদের বাড়ীর সকলের সাথে খুব মেলামেশা করতেন, এমনকি আমার এক ছোট ভাইয়ের সাথেও কথা বলতেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করতেন : ওহে আবু উমাইর ! কি হলো তোমার নুগায়ের ?

৬৯০. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ لِي صَوَاحِبٌ يَلْعَبْنَ مَعِيَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَى فَيْلَعَيْنَ مَعِيَ .

৫৬৯০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর উপস্থিতিতে পুতুল নিয়ে খেলতাম। আমার কিছু সংখ্যক বান্ধবী ছিল। তারাও আমার সাথে খেলত। যখন রসূলুল্লাহ (স) আমার ঘরে প্রবেশ করতেন তখন তারা নিজেদের লুকিয়ে রাখতো। কিন্তু নবী (স) তাদেরকে ডেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তারা আবার আমার সাথে খেলা করতো।

২৮. কোন ভয়, ক্ষয়-ক্ষতি ও পেরেশানীর আশংকা দেখা দিলে নামায ছেড়ে দিয়ে হাদীসে উল্লেখিত ঘটনার ন্যায় কাজ সমাধার পর পুনরায় নামায আদায় করা যায়। এটাও ইসলামের সহজতর পন্থা। নামায শুরু করলে শেষ করতেই হবে, এর ব্যতিক্রম কোন অবস্থাতেই করা যাবে না, এমন কঠোর ব্যবস্থা ইসলামে নেই।

২৯. পেশাব করার সময় বাধা দিলে পেশাবে বিঘ্ন ঘটে, দৈহিক ক্ষতি হয়। তাই নবী (স) সাহাবীগণকে বাধা দিলেন এবং লোকটিকে পেশাব করতে সুযোগ দিলেন। পরে তিনি পানি ঢেলে মসজিদ پاک-স্বাফ করার ব্যবস্থা করলেন।

৮২-অনুচ্ছেদ : মানুষের সাথে ভদ্র ও নম্র ব্যবহার করা। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে : আমরা কিছু লোকের সাথে প্রকাশ্যে হাসিমুখে মিশতাম কিন্তু আমাদের অন্তর তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করতো।

৬৭১- عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ اإِذْنُوا لَهُ فَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ الْآنَ لَهُ الْكَلَامُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتُ مَا قُلْتُ ثُمَّ أَلَنْتُ لَهُ فِي الْقَوْلِ فَقَالَ أَيُّ عَائِشَةَ إِنْ شَرُّ النَّاسِ مَنَزَلُهُ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فَحْشِهِ .

৫৬৯১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক লোক নবী (স)-এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলো। তিনি বলেন : তাকে আসতে দাও। সে গোত্রের নিকট সন্তান কিংবা নিকট ভাই। কিন্তু সে ভেতরে আসলে তিনি তার সাথে নম্রতার সাথে কথা বলেন। আমি তাকে বললাম : হে আল্লাহর রসূল ! আপনি এ লোকটি সম্পর্কে যা বলার বলেছেন। অথচ সে ভেতরে আসলে আপনি তার সাথে নম্রভাবে কথা বললেন। নবী (স) বলেন : হে আয়েশা! আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাপেক্ষা নিকট হলো সেই ব্যক্তি যার অশালীন ও অসভ্য আচরণ থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে।

৬৭২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهْدَيْتَ لَهُ أَقْبِيَّةً مِّنْ دِيْبَاجٍ مُّزْدَرَّةً بِالذَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةٍ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ قَالَ أَيُّوبُ بِتَوْبِهِ وَأَنَّهُ يَرِيهِ إِيَّاهُ وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شَيْءٌ وَعَنِ الْمِسُورِ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَقْبِيَّةٌ .

৫৬৯২. আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-কে স্বর্ণের বোতাম লাগানো কতিপয় রেশমী কুবা উপহার দেয়া হলে তিনি তা সাহাবীদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন এবং একটি মাখরামার জন্য আলাদা করে রাখলেন। মাখরামা (রা) আসলে তিনি তাকে বলেন : আমি এটি তোমার জন্য আলাদা করে রেখেছি। রসূলুল্লাহ (স) যেভাবে উক্ত জামাটি মাখরামাকে দেখিয়ে বলেছিলেন, অধঃস্তন রাবী আইউব ঠিক তেমনভাবে তার নিজের জামাটি হাতে নিয়ে দেখিয়ে বললেন। মাখরামার স্বভাবে কিছুটা কঠোরতা ছিল। অপর এক সনদে মিসওয়ার (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (স)-এর কাছে কতিপয় কুবা এসেছিল।

৮৩-অনুচ্ছেদ : মুমিন ব্যক্তি একই গর্ত থেকে দুইবার দংশিত হয় না। মুআবিয়া (রা) বলেন, অভিজ্ঞতা বা অনুশীলন ছাড়া কেউ জ্ঞানী হতে পারে না।

৬৭৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ .

৫৬৯৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : মুমিন ব্যক্তি একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না।

৮৪-অনুচ্ছেদ : মেহমানদের হক।

৬৭৪- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلَا تَفْعَلْ قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرِزْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمْرٌ وَإِنْ مِنْ حَسَبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشَدَّدْتُ عَلَى فَقُلْتُ فَإِنِّي أَطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشَدَّدْتُ عَلَى قُلْتُ أَطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ قُلْتُ وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ .

৫৬৯৪. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমার কাছে এসে বললেন : তুমি রাতভর ইবাদত করো এবং দিনে রোযা রাখ, এ বিষয়ে আমাকে যা অবহিত করা হয়েছে তা কি ঠিক নয়? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন : এমনটি করো না, রাতে নামাযও পড় এবং নিদ্রাও যাও, রোযাও রাখ এবং রোযাহীনও থাক। কেননা, তোমার উপর তোমার দেহের হক আছে, তোমার উপর তোমার চোখের হক আছে, তোমার সাথে যারা দেখা করতে আসে, তাদেরও তোমার উপর হক আছে এবং তোমার উপর তোমার স্ত্রীরও হক আছে। আশা করা যায়, তুমি দীর্ঘজীবী হবে। এ জন্যে প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। কারণ, প্রতিটি সৎকাজের বিনিময়ে দশ গুণ প্রতিদান পাওয়া যায়। এভাবেই সারা বছরের রোযা হয়ে যাবে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি পীড়াপীড়ি করলে আমার উপর কঠোরতা আরোপিত হল। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও বেশী শক্তি রাখি। তিনি বললেন : তাহলে প্রতি সপ্তাহে তিন দিন রোযা রাখ। আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, আমি আবারও পীড়াপীড়ি আমি কঠোরতায় পতিত হলাম। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও বেশী শক্তি রাখি। তিনি বললেন : আল্লাহর নবী দাউদ (আ)-এর মত রোযা রাখ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নবী দাউদ (আ)-এর রোযা কিরূপ? তিনি বলেন : অর্ধ বছরের রোযা (অর্থাৎ তিনি একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন)।



৮৫-অনুচ্ছেদ : মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং স্বশরীরে তার খেদমত করা ।

আল্লাহ তাআলার বাণী :

هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ۝ (الذريت : ২৬)

“তোমার কাছে কি ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের খবর এসেছে ?”

৫৬৯৫- عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَانِزَتَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالْخِصْيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَوَيَّ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ .

৫৬৯৫. আবু শুরাইহ আল-কা'বী (রা) থেকে বর্ণিত । রসূলুল্লাহ (স) বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে, সে যেন অবশ্যই তার মেহমানকে সম্মান করে । একদিন ও এক রাত তাকে উত্তররূপে আপ্যায়ন করতে হবে এবং তিন দিন পর্যন্ত মেহমানদারী করতে হবে । এর অধিক সদাকা হিসেবে গণ্য হবে । আর মেজবানের কষ্ট হতে পারে এত দীর্ঘ সময় কোন মেহমানের অবস্থান বৈধ নয় ।

৫৬৯৬- عَنْ مَالِكٍ مِثْلَهُ وَزَادَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ .

৫৬৯৬. ইমাম মালেক (র)ও (উপরের হাদীসের) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন । তবে তার রিওয়াযাতে আরো আছে : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন ভালো কথা বলে অন্যথা চুপ থাকে ।

৫৬৯৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ .

৫৬৯৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় । যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন তার অতিথিকে সম্মান করে । আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন ভালো কথা বলে নতুবা চুপ থাকে ।

৫৬৯৮- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَأَقْبِلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ .

৫৬৯৮. উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদেরকে বাইরে পাঠিয়ে থাকেন। আমরা এমন সব গোত্রের এলাকায় অবতরণ করি যারা আমাদের মেহমানদারি করে না। এ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত কি? রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে বললেন: যদি তোমরা কোন গোত্রের এলাকায় অবতরণ কর এবং তারা তোমাদের জন্য উপযুক্ত মেহমানদারির ব্যবস্থা করে তবে তা সাদরে গ্রহণ কর। কিন্তু যদি তারা (অনুরূপ কোন ব্যবস্থা) না করে, তবে তাদের থেকে এতটা হক আদায় করে নাও যা দেয়া তাদের উচিত ছিল। ৩০

৬৭৭৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَمَنْ  
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ .

৫৬৯৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন অবশ্যই তার মেহমানকে সম্মান করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন অবশ্যই আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।

৮৬-অনুচ্ছেদ : মেহমানের জন্য খাবার তৈরি করা এবং আনুষ্ঠানিকতা দেখানো।

৫৭০০- عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخَى النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ  
فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً فَقَالَ لَهَا مَا شَأْنُكَ قَالَتْ  
أَخَوُكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، فَصَنَعَ لَهُ  
طَعَامًا فَقَالَ كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَ مَا أَنَا بِأَكْلٍ حَتَّى تَأْكُلِ فَأَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ  
ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ فَتَمَّ نَمْ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ فَلَمَّا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ  
قَالَ سَلْمَانُ قُمْ الْآنَ قَالَ فَصَلَّيْنَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ  
حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَآتَى النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ  
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ سَلْمَانُ أَبُو جُحَيْفَةَ وَهَبُ السُّوَائِيُّ يَقَالُ لَهُ وَهَبُ الْخَيْرِ .

৫৭০০. আওন ইবনে আবু জুহাইফা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) সালমান ফারসী (রা) এবং আবু দারদা (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন। সালমান (রা) আবু দারদা (রা)-এর সাথে দেখা করতে গিয়ে উম্মে দারদাকে

পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত দেখলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার এ অবস্থা কেন? তিনি বলেন, আপনার ভাই আবু দারদার দুনিয়াতে কোন প্রয়োজন নেই। ইতিমধ্যে আবু দারদা (রা) এসে গেলেন এবং সালমান (রা)-এর জন্য খাবার তৈরি করে বললেন, খাও। আমি রোযাদার। সালমান (রা) বললেন, তুমি না খেলে আমি খাব না। তখন তিনি খেলেন। রাত হলে আবু দারদা (রা) নামায পড়ার প্রস্তুতি নিলেন। সালমান (রা) বললেন, ঘুমাও। তাই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি আবার নফল নামায পড়ার প্রস্তুতি নিলেন। সালমান (রা) বললেন, আরো ঘুমাও। অতপর রাতের শেষ ভাগে তিনি বললেন, এখন ঠঠ। তখন দু'জনেই (উঠে) নামায পড়লেন। পরে সালমান (রা) তাঁকে বললেন, তোমার উপর তোমার রবের প্রতি কর্তব্য আছে, তোমার উপর তোমার নিজের প্রতি কর্তব্য আছে এবং তোমার উপর তোমার স্ত্রীর প্রতিও কর্তব্য আছে। তাই প্রত্যেক হকদারকে তার হক আদায় করতে হবে। পরে আবু দারদা (রা) নবী (স)-এর কাছে গিয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করলে নবী (স) বলেন : সালমান ঠিকই বলেছে। আবু জুহাইফা (রা) হলেন 'ওয়াহ্ব সুওয়ায়ী'। তাঁকে 'ওয়াহ্ব খায়ের'ও বলা হয়।

৮৭-অনুচ্ছেদ : অতিথির সামনে ত্রুঙ্ক হওয়া ও অসহিষ্ণু হওয়া অবাপ্তনীয়।

৫৭০।- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَضَيَّفَ رَهْطًا فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بَوْنَكَ أَضْيَافَكَ فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَفْرُغْ مِنْ قِرَاهِمُ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ فَإِنَّا نَطْلُقُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَاهُمُ بِمَا عِنْدَهُ فَقَالَ اطْعَمُوا فَقَالُوا أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا قَالَ اطْعَمُوا قَالُوا مَا نَحْنُ بِأَكْلِيْنَ حَتَّى يَجِيئَ رَبُّ مَنْزِلِنَا قَالَ اقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لَنَلْقَيْنَ مِنْهُ قَابِوًا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَى فَلَمَّا جَاءَ تَحَنَّنَ عَنْهُ فَقَالَ مَا صَنَعْتُمْ فَأَخْبَرُوا فَقَالَ يَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَكَتُ ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَكَتُ فَقَالَ يَا غُنْثَرُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَّا جِئْتَ فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ سَلْ أَضْيَافَكَ فَقَالُوا صَدَقَ أَتَانَا بِهِ قَالَ فَإِنَّمَا أَنْتَ تَنْتَظِرُ تُمَوْنِي وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ فَقَالَ الْآخَرُونَ وَاللَّهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ قَالَ لَمْ أَرِ فِي الشَّرِكَا لِلَّيْلَةِ وَيَلَكُمْ مَا أَنْتُمْ لِمَ لَا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ هَاتِ طَعَامَكَ فَجَاءَ بِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ الْأُولَى لِلشَّيْطَانِ فَأَكَلَ وَآكَلُوا.

৫৭০১. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্র (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্র (রা) একদল লোকের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। তিনি (পুত্র) আবদুর রহমানকে বললেন, আমি নবী (স)-এর কাছে যাচ্ছি। আমি ফিরে আসার পূর্বেই তুমি মেহমানদের আপ্যায়নের কাজ শেষ করবে। আবদুর রহমান (রা) উপস্থিত মত বাড়িতে যা ছিল তা মেহমানদের সামনে পেশ করে বললেন, খেয়ে নিন। মেহমানগণ জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের বাড়ীর মালিক

কোথায় ? আবদুর রহমান (রা) বললেন, আপনারা খেয়ে নিন। তাঁরা বললেন, বাড়ীর মালিক না আসা পর্যন্ত আমরা খাব না। তিনি বললেন, আমাদের পক্ষ থেকে মেহমানদারি কবুল করুন। যদি আপনারা খাবার না খান এবং তিনি ফিরে এসে তা দেখেন তবে আমাদেরকে তার অসন্তুষ্টির সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু তবুও তারা খেতে অস্বীকার করলেন। আমি বুঝতে পারলাম, তিনি (আব্বা) আমার উপর অবশ্যই ক্রুদ্ধ হবেন। তিনি ফিরে আসলে আমি নিজেকে আড়াল করার জন্য একপাশে সরে গেলাম। তিনি এসে জানতে চাইলেন, তোমরা কি করেছে ? তখন তারা তাকে সবকিছু জানালেন। তিনি ডাকলেন, হে আবদুর রহমান ! আমি চুপ থাকলাম। তিনি আবার ডাকলেন, হে আবদুর রহমান। এবারও আমি চুপ করে রইলাম। তিনি বললেন, ওরে মূর্খ, আমি তোকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, যদি আমার কথা শুনে পেয়ে থাকিস। তখন আমি সামনে এসে বললাম, আপনি আপনার মেহমানদেরকে জিজ্ঞেস করুন। তারা বললেন, যে সে ঠিকই বলেছে। আমাদের সামনে সে খাবার নিয়ে এসেছিল। একথা শুনে আবু বাকর (রা) বললেন, তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা করেছে। আল্লাহর কসম ! আমি আজ রাতে খাব না। মেহমানগণ বললেন, আল্লাহর কসম ! আপনি না খেলে আমরাও খাব না। আবু বাকর (রা) বললেন, আমি আজকের মতো খারাপ রাত আর দেখিনি। তোমাদের জন্য আফসোস ! তোমরা কেন আমার মেহমানদারি কবুল করছ না ? (তারপর বললেনঃ) খাবার নিয়ে এসো। আবদুর রহমান খাবার নিয়ে আসলেন। তখন তিনি বিসমিল্লাহ বলে খাবার খেতে শুরু করলেন এবং বললেনঃ প্রথম অবস্থা শয়তানের কারণে হয়েছিল। সুতরাং তিনিও খেলেন এবং মেহমানরাও খেলেন।

৮৮-অনুচ্ছেদঃ মেহমানকে মেহমানের একথা বলা যে, আপনি না খাওয়া পর্যন্ত আমি খাব না। এ ব্যাপারে নবী (স) থেকে আবু জুহাইফা (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৭০২- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِضَيْفٍ لَهُ أَوْ بِأَضْيَافٍ لَهُ فَاَمْسَى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ لَهُ أُمِّي احْتَبَسْتُ عَنْ ضَيْفِكَ أَوْ عَنْ أَضْيَافِكَ اللَّيْلَةَ قَالَ مَا عَشَيْتِهِمْ فَقَالَتْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا أَوْ فَأَبَى فَفَضِبَ أَبُو بَكْرٍ فَسَبَّ وَجَدَّعَ (جَزَع) وَحَلَفَ لَا يَطْعُمُهُ فَاخْتَبَأْتُ أَنَا فَقَالَ يَا غُنْثَرُ فَحَلَفَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَطْعُمُهُ حَتَّى يَطْعُمَهُ فَحَلَفَ الضَّيْفُ أَوْ الْأَضْيَافُ أَنْ لَا يَطْعُمَهُ أَوْ يَطْعُمُوهُ حَتَّى يَطْعُمَهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كَانَ هَذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَأَكَلَ وَآكَلُوا فَجَعَلُوا لَا يَرْفَعُونَ لُقْمَةً إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا فَقَالَ يَا أُخْتُ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا فَقَالَتْ وَقَرَّةٌ عَيْنِي إِنَّهَا الْآنَ لَأَكْثَرُ قَبْلَ أَنْ نَأْكُلَ فَاكَلُوا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا.

৫৭০২. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাকর (রা) একজন কিংবা কয়েকজন মেহমান নিয়ে (বাড়ী) আসলেন। তিনি বেশ কিছু রাত পর্যন্ত নবী (স)-

-এর কাছে অতিবাহিত করে ফিরে আসলে আমার আশ্মা বললেন, আপনি আপনার মেহমান কিংবা মেহমানদেরকে আজ রাতের খাবার খাওয়াতে দেবী করে ফেলেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এখনো তাদেরকে রাতের খাবার খাওয়াওনি? আশ্মা বললেন, আমরা তাঁর বা তাদের সামনে খানা হাযির করেছিলাম, কিন্তু তারা বা তিনি খেতে রাজী হননি। তখন আবু বাক্র (রা) রাগান্বিত হয়ে গেলেন, দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং খাবার গ্রহণ করবেন না বলে শপথ করলেন। আবদুর রহমান (রা) বর্ণনা করেন, আমি আত্মগোপন করলে তিনি বললেন : ওরে মূর্খ, তাঁর স্ত্রীও (আমার আশ্মা) কসম করলেন তিনি না খেলে তিনিও খাবেন না। ওদিকে মেহমান বা মেহমানগণও কসম করলেন যে, আবু বাক্র না খাওয়া পর্যন্ত তারাও খাবেন না। অতপর আবু বাক্র (রা) বললেন, এটা শয়তানের কাজ। তারপর তিনি খাবার আনতে বললেন এবং নিজে খেলেন, তারাও (মেহমানগণ) খাবার খেলেন। (খেতে বসে) তারা যে লোকমাই মুখে উঠাচ্ছিলেন তার নীচ থেকে তার চেয়েও বেশী খাবার বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। তা দেখে আবু বাক্র (রা) বললেন : হে বনী ফিরাসের বোন, এটা কি, তার স্ত্রীও (আশ্চর্য হয়ে) বললেন, হে আমার চোখের শীতলতা, আমাদের খাওয়ার আগে যে পরিমাণ খাবার ছিল এখন তো তার চেয়েও বেশী হয়ে গেছে। অতপর সবাই মিলে তা খেলেন। আবু বাক্র (রা) এ (বরকতময়) খাবার থেকে কিছু অংশ নবী (স)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন। পরে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (স) তা খেয়েছেন।

৮৯-অনুচ্ছেদ : শ্রবীণদের সম্মান করা এবং শ্রবীণরাই কথা বলার ও কিছু চাওয়ার সূচনা করবে।

৫৭০৩- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَوْ حَدَّثَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحِيصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ آتَيَا خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُويصَةُ وَمُحِيصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَبَدَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَكَانَ أَصْفَرَ الْقَوْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَبِيرُ الْكِبَرِ قَالَ يَحْيَى لِيَلِيَ الْكَلَامَ الْأَكْبَرُ فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَسْتَحِقُّونَ قَتِيلَكُمْ أَوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ بِإِيمَانٍ خَمْسِينَ مِنْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ قَالَ فَتَبَرُّكُمْ يَهُودُ فِي إِيْمَانٍ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ فَقَدَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَبْلِهِ قَالَ سَهْلٌ فَادْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الْأَيْلِ فَدَخَلْتُ مَرِيدًا لَّهُمْ فَرَكَضْتَنِي بِرِجْلِهَا.

৫৭০৩. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) এবং সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সাহল (রা) ও মুহাইয়াসা ইবনে মাসউদ (রা) খাইবারে আসলেন এবং একটি খেজুর বাগানে পৌঁছে পরস্পর আলাদা হয়ে গেলেন। অতপর আবদুল্লাহ ইবনে সাহল খুন হলেন। তখন আবদুর রহমান ইবনে সাহল এবং ইবনে মাসউদের (রা) দুই

পুত্র হুয়াইয়াসা ও মুহাইয়াসা নবী (স)-এর কাছে এসে তাদের সাখীর (হত্যার) ব্যাপারে আলোচনা করতে লাগলেন। আবদুর রহমান কথা শুরু করলেন। তিনি এ দলে সবার ছোট ছিলেন। নবী (স) বললেন : বড়জনকে কথা বলতে দাও। ইয়াহুইয়া বলেন, এর অর্থ বয়সে যিনি বড় তিনি প্রথমে কথা বলবেন। অতপর তারা তাদের সাখীর হত্যার ব্যাপারে আলোচনা করলেন। নবী (স) তাদেরকে বললেন : তোমরা কি পঞ্চাশবার কসম খেয়ে তোমাদের নিহত ব্যক্তির কিংবা বলেছেন তোমাদের সাখীর রক্তপণের হকদার হতে পারবে ? তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! এটা এমন এক ঘটনা যা আমরা স্বচক্ষে দেখিনি। নবী (স) বললেন, তাহলে ইহুদীরা তাদের পঞ্চাশজনকে দিয়ে কসম করিয়ে দোষমুক্ত হয়ে যাবে। তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! ওরা তো কাফের সম্প্রদায় (মিথ্যা কসম করা তাদের পক্ষে সম্ভব)। রসূলুল্লাহ (স) নিজের (সরকারের) পক্ষ থেকে তাদেরকে রক্তপণ (দিয়াত) দিয়ে দিলেন। সাহল বর্ণনা করেন, এ দিয়াতের উটগুলোর একটি আমি পেয়েছি আমি উটের ষোয়াড়ে প্রবেশ করলে সেটি আমাকে লাথি মেরেছিলো।

৫৭০৬- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرُونِي بِشَجَرَةٍ مِثْلَهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَلَا تَحْتَ وَرَقِهَا فَوْقَ فِي نَفْسِ النَّخْلَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَثُمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هِيَ النَّخْلَةُ فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قُلْتُ يَا أَبَتَاهُ وَقَعَ فِي نَفْسِ النَّخْلَةِ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَهَا لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ مَا مَنَعَنِي إِلَّا أَنِّي لَمْ أَرَكَ وَلَا أَبَا بَكْرٍ تَكَلَّمْتُمَا فَكَرِهْتُ .

৫৭০৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বললেন : তোমরা আমাকে এমন একটি বৃক্ষের নাম বলো যার সাথে মুসলমানের সাদৃশ্য রয়েছে, যে বৃক্ষ হর-হামেশা তার রবের অভিপ্রায় অনুযায়ী ফল দিয়ে থাকে এবং যার পাতাও ঝরে না। [আবদুল্লাহ (রা) বলেন,] তখন আমার মনে ধারণা জাগলো যে, সেটি হবে খেজুর গাছ। কিন্তু আবু বাক্র (রা) ও উমার (রা) সেখানে উপস্থিত থাকায় তাঁদের সামনে সে কথা বলা আমি ভালো মনে করলাম না। তাঁরা দু'জনও যখন কোন কথা বললেন না তখন নবী (স) বললেন : সেটি খেজুর গাছ। অতপর আমি যখন আমার আব্বার সাথে বেরিয়ে আসলাম তখন তাকে বললাম, আব্বাজান ! সেটি যে খেজুর গাছ সে ধারণা আমার মনেও জেগেছিলো। তিনি বললেন, তবে তুমি তা বললে না কেন ? তুমি যদি তা বলতে তাহলে তা আমার কাছে অমুক অমুক বস্তু থেকেও অধিক প্রিয়তর হতো। ইবনে উমার (রা) বললেন, আমি আপনাকে এবং আবু বাক্রকে কোন কথা বলতে দেখলাম না। তাই আমিও বলা পসন্দ করলাম না।

৯০-অনুচ্ছেদ : যে ধরনের কবিতা, রাজ্য (আরবী কবিতার বিশেষ ছন্দ) এবং হুদী (উট চালনার উদ্দীপনামূলক গান) বৈধ এবং এর মধ্যে যেগুলো অবাঞ্ছিত।

মহান আল্লাহর বাণী :

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ۚ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۚ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ۝

“আর বিভ্রান্তরা কবিদেরকে অনুসরণ করে। তুমি কি দেখ না তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে মাঠে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায় এবং তারা যা করে না তাই বলে? তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান গ্রহণ করে সংকাজ করে, আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে এবং অত্যাচারিত হওয়ার পরই প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা অচিরেই জানতে পারবে তাদের প্রত্যাঘাতন স্থল কোথায়”-(সূরা আশ-শুরা : ২২৪-২২৭)।

৫৭০৫. عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَخْبَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنَ الشُّعْرِ حِكْمَةً .

৫৭০৫. উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : নিশ্চয় কোন কোন কবিতায় জ্ঞানের কথাও থাকে।

৫৭০৬. عَنْ جُنْدُبٍ يَقُولُ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَمْشِي إِذَا أَصَابَهُ حَجَرٌ فَعَثَرَ قَدَمَيْتِ اصْبِعُهُ فَقَالَ : هَلْ أَنْتِ إِلَّا اصْبِعُ دَمِيتِ + وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ .

৫৭০৬. জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) একদা পথ চলাকালে একটি পাথরে হাঁচট খেলেন এবং পায়ের আঙ্গুলে আঘাতপ্রাপ্ত হলেন এবং তা থেকে রক্ত বের হলে তিনি তখন এ কবিতাংশটি আবৃত্তি করলেন :

তুমি রক্ত রঞ্জিত একটি আঙ্গুল  
বৈ কিছুই নও, আর তুমি যা  
কিছু পেলে তা পেলে  
আল্লাহর পথেই।

৫৭০৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةً لَبِيدٍ :  
إِلَّا كُلُّ شَيْءٍ مَآخِلًا لِلَّهِ بَاطِلٌ + وَكَأَدَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسَلِّمَ .

৫৭০৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : কোন কবির কথার মধ্যে সর্বাধিক সত্য কথা হচ্ছে কবি লাবীদের৩১ এ উক্তি : শোনো, আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই বাতিল এবং উমাইয়া ইবনে আবিস সালাত ইসলাম গ্রহণ করার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল।

৩১. লাবীদ জাহেলী যুগের একজন প্রখ্যাত কবি ছিলেন এবং পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

৫৭০৮- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَسِرْنَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ أَلَا تَسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ قَالَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُوا بِالْقَوْمِ وَيَقُولُ - اَللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا هَتَدَيْنَا : وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلِّينَا - فَاغْفِرْ فِدَاءُ لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا : وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَالْقَيْنَ سَكِينَةً عَلَيْنَا : إِنَّا إِذَا صَبَحَ بِنَا أَتَيْنَا : وَبِالْصَبَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَن هَذَا السَّائِقُ قَالُوا عَامِرُ ابْنُ الْأَكْوَعِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَوْلَا اِمْتَعَتْنَا بِهِ قَالَ فَاتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ الَّذِي فَتَحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا هَذِهِ النَّيِّرَانُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ قَالَ عَلَى لَحْمٍ قَالَ عَلَى أَيِّ لَحْمٍ قَالُوا عَلَى لَحْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ اؤْتَهْرِيقُهَا وَنَفْسِلُهَا قَالَ أَوْ ذَاكَ فَلَمَّا تَصَافَ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ فِيهِ قِصْرٌ فَتَنَاولَ بِهِ يَهُودِيًّا لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعَ ذُبَابُ سَيْفِهِ فَاصَابَ رُكْبَةً عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَاحِبًا فَقَالَ لِي مَا لَكَ قُلْتَ فِدَى لَكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ مَنْ قَالَهُ قُلْتُ قَالَهُ فَلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَأُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ الْإِنصَارِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنْ لَهُ لَأَجْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُّجَاهِدٌ قُلْ عَرَبِيٌّ نَشَأَ بِهَا مِثْلُهُ .

৫৭০৮. সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে খায়বার অভিযানে বের হলাম। আমরা রাতের আঁধারে চলছিলাম। দলের একজন লোক আমের ইবনুল আকওয়া (রা)-কে বলেন, আপনি কি আমাদেরকে আপনার কবিতাগুলো গেয়ে শুনাবেন না? বর্ণনাকারী বলেন, আমের (রা) একজন কবি ছিলেন। সুতরাং তিনি সুর করে হুদী৩২ (গান) শোনাতে শুরু করলেন :



“হে আল্লাহ ! তোমাকে ছাড়া আমরা পথের দিশা পেতাম ।  
 দান করতাম না, নামাযও পড়তাম না ।  
 তাই তুমি ক্ষমা করো আমাদের গুনাহ,  
 শত্রুর মোকাবিলায় দৃঢ় রাখো আমাদের পদযুগল ।  
 নাযিল করো আমাদের উপর শান্তিধারা,  
 শত্রু যদি ডাকে মোদের ভুল পথে  
 প্রত্যাখ্যান করবো তা ঘৃণাভরে ।  
 হৈচৈ-এ মেতে উঠেছে তারা আমাদের বিরুদ্ধে ।

(এ হুদী শুনে) রসূলুল্লাহ (স) বলেন : হুদী গেয়ে উট পরিচালনাকারী কে ? লোকেরা বললো, ‘আমের ইবনুল আকওয়া’। তিনি বললেন : আল্লাহ তার ওপর রহম করুন ! দলের এক লোক বললো, হে আল্লাহর নবী ! তার শাহাদাত অবধারিত হয়ে গেল। আহ ! কতই না উত্তম হতো যদি দীর্ঘ সময় তার সাহচর্য লাভের সুযোগ আমাদের দিতেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর আমরা খায়বারে পৌছলাম এবং তা অবরোধ করলাম, এমনকি আমাদেরকে নিদারুণ খাদ্য কষ্টের সম্মুখীন হতে হলো। কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করলেন। বিজয়ের দিন সন্ধ্যার পর লোকজন অনেক চুলা জ্বালালে রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি কারণে এতো চুলা জ্বালাচ্ছে ? লোকেরা বললো, গোশত পাকানোর জন্য। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কিসের গোশত ? তারা বললো, গৃহপালিত গাধার গোশত। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : এ গোশত ফেলে দাও এবং ডেকচিগুলো ভেঙে ফেল। এক ব্যক্তি বললো, “হে আল্লাহর রসূল ! (এমন কি হতে পারে না যে,) আমরা গোশতগুলো ফেলে দেই আর (ডেকচিগুলো) ধুয়ে নেই ? তিনি বললেন : তোমরা তাও করতে পার। বর্ণনাকারী বলেন, সেনাবাহিনী ব্যুহ রচনা করলে আমের (রা) তার তলোয়ার দ্বারা এক ইহুদীকে আঘাত করেন। তার তরবারি ছিল ছোট। তাই তা ফিরে এসে তার হাঁটুতেই আঘাত করে এবং তাতেই তিনি শহীদ হন। সালামা (রা) বলেন, জিহাদ থেকে ফেরার সময় রসূলুল্লাহ (স) আমার বিবর্ণ চেহারা দেখে জিজ্ঞেস করলেন : কি ব্যাপার, তোমার কি হল ? আমি বললাম, আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক! লোকজন বলছে যে, আমের (রা)-এর আমল বরবাদ হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন : একথা কে বলেছে ? আমি জানালাম, অমুক অমুক ব্যক্তি এবং উসাইদ ইবনে হুদাইর আনসারী বলেছে। তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন, যে একথা বলেছে, সে সত্য বলেনি। এরপর তিনি নিজের দু’টি আঙ্গুল একত্র করে বললেন : আমেরের জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। নিশ্চয় সে ছিল অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমী মানুষ এবং মুজাহিদ, আল্লাহর পথের নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক। তার মত আরব খুব কমই জন্ম নিয়েছে।

৫৭.৯- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ وَمَعَهُنَّ أُمُّ سَلِيمٍ فَقَالَ وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقًا بِالْقَوَارِيرِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَتَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بَعْضُكُمْ لَعَبِثُوهَا عَلَيْهِ قَوْلُهُ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ .

৫৭০৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) তাঁর কোন স্ত্রীর কাছে গেলেন। তাঁদের সাথে উম্মে সুলাইম (রা)-ও ছিলেন। নবী (স) উট পরিচালনা-কারীকে বলেন : “হে আনজাশা ! তোমার জন্য আফসোস ! এসব কাচ পাত্রবাহী উটকে ধীরে-সুস্থে পরিচালনা কর। আবু কিলাবা (রা) বলেন, নবী (স) এমন একটি বাক্য ব্যবহার করেছেন, যদি অনুরূপ বাক্য তোমাদের কেউ ব্যবহার করতো তবে তোমরা তাতে তার দোষ ধরতে।

৯১-অনুচ্ছেদ : মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোপাত্মক কবিতা রচনা করা।

৭৮০. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَيْفَ يَنْسِبِي فَقَالَ حَسَّانُ لَأَسْلُنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تَسْلُ الشَّعْرَةَ مِنَ الْعَجِينِ - وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ ذَهَبْتُ أَسْبُ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَا تَسْبُهُ فَإِنَّهُ كَانَ يَنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৫৭১০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসসান ইবনে সাবিত (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোপাত্মক কবিতা রচনার অনুমতি চাইলে রসূলুল্লাহ (স) বললেন : আমার বংশকে (বিদ্রোপ থেকে) কিভাবে বাঁচাবে ? হাসসান (রা) বলেন, আমি আপনাকে তাদের মধ্য থেকে এমন কৌশলে বের করে আনবো যেভাবে আটা থেকে চুল বের করে আনা হয়। উরওয়া (রা) বলেন, আমি হাসসান (রা)-কে আয়েশা (রা)-এর সামনে গালি দিতে উদ্যত হলে তিনি বলেন, তাকে গালি দিও না। কেননা, সে রসূলুল্লাহ (স)-এর তরফ থেকে (কাফেরদের) জবাব দিত। ৩৩

৭৮১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قَصَصِهِ يَذْكُرُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَخَا لَكُمْ لَا يَقُولُ الرِّفْثَ يَعْنِي بِذَاكَ ابْنَ رَوَاحَةَ قَالَ :

وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتْلُو كِتَابَهُ + إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ  
أَرَأَنَا الْهَدْيَ بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا + بِهِ مَوْقِنَاتٌ أَنْ مَا قَالَ وَاقِعُ  
يَبِيتُ يَجَافِي جَنَبَهُ عَلَى فِرَاشِهِ + إِذَا اسْتَنْقَلَتْ بِالْكَافِرِينَ الْمَضَاجِعُ

৫৭১১. আবু হুরাইরা (রা) তাঁর বর্ণনায় নবী (স)-এর উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি (স) বলেছেন : তোমাদের এক ভাই যে নোংরা কথাবার্তা বলে না। এর দ্বারা নবী (স) ইবনে রাওয়াহা (রা)-কেই বুঝাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন :

৩৩. আরবের কাকেররা যখন কবিতা রচনা করে রসূলুল্লাহ (স)-কে গালি দিতে লাগলো, তখন হাসসান (রা) তাদের জবাব দেয়ার জন্য অনুমতি চাইলেন। তিনি নিজেও আরবের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। কিন্তু নবী করীম (স) সুকৌশলে এড়িয়ে গেলেন এবং গালির জবাবে গালিদানের অনুমতি দিলেন না। কেননা, গালির জবাবে গালি দেয়া ইসলামের নীতি নয়।

আর আমাদের মাঝে আছেন  
আল্লাহর রসূল যিনি আল্লাহর  
কিতাব পাঠ করে শুনান।

যখন ভোরের আলো ফুটে উঠে।

আঁধারের পর তিনি

আমাদেরকে হেদায়াতের পথ দেখালেন।

আমাদের হৃদয় এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করে যে, তিনি যা বলেন তা সত্য, বাস্তব।

রাতের বেলা শয্যাসুখ হতে

থাকেন তিনি দূরে বহু দূরে,

যখন শয্যাসুখ ত্যাগ করা

মুশরিকদের জন্য সত্যিই কঠিন।

৫৭১২- عَنْ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ يَشْتَشْهَدُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَيَقُولُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَا حَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ آيِدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ .

৫৭১২. হাস্‌সান ইবনে সাবেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরাইরা (রা)-কে সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে আবু হুরাইরা আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, আপনি কি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন যে, হে হাস্‌সান! আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকে (কাফেরদের বিদ্রোহের) জবাব দাও? হে আল্লাহ! রুহুল কুদুস [জিবরাঈল (আ)] দ্বারা হাস্‌সানের সাহায্য কর। আবু হুরাইরা (রা) বলেন : হ্যাঁ।

৫৭১৩- عَنْ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِحَسَّانٍ أَهْجَهُمْ أَوْ قَالَ هَاجِهِمْ وَجَبْرِيلُ مَعَكَ .

৫৭১৩. বারাহা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) হাস্‌সান (রা)-কে বলেন : তাদের (কাফেরদের) বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কবিতা রচনা কর। জিবরাঈল (আ) তোমার সাথে আছেন।

৯২-অনুচ্ছেদ : কবিতা নিয়ে কারো এতটা মেতে থাকা নিন্দনীয় যা তার জন্য আল্লাহর স্মরণ, জ্ঞানার্জন ও কুরআন চর্চায় প্রতিবন্ধক হয়।

৫৭১৪- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَأَنْ يُمْتَلَى جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَبْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ يُمْتَلَى شِعْرًا .

৫৭১৪. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমাদের কারো পেট কবিতা দ্বারা পূর্ণ করার চেয়ে পূজ দ্বারা পূর্ণ করা অধিক শ্রেয়।

৫৭১৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يُمْتَلَى جَوْفُ الرَّجُلِ قَبِيهَا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يُمْتَلَى شِعْرًا.

৫৭১৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : কোন ব্যক্তির পেট কবিতা দ্বারা পরিপূর্ণ করার চেয়ে পুঁজ খেয়ে পরিপূর্ণ করা অধিক উত্তম।

৯৩-অনুচ্ছেদ : নবী (স)-এর উক্তি : তোমার ডান হাত ধূলামলিন হোক এবং আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন।

৫৭১৬. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَذْنُ لَهُ حَتَّى اسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعْتَنِي امْرَأَةً أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعْتَنِي امْرَأَتُهُ قَالَ ائْذِنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكَ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرُّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

৫৭১৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিজ্রাবের (পর্দার) আয়াত নাযিল হওয়ার পর আবুল কুয়াইসের ভাই আফ্লাহ আমার নিকট ভেতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! রসূলুল্লাহ (স) থেকে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত আমি তাকে অনুমতি দিব না। কেননা, আমাকে (শিশুকালে) আবুল কুয়াইসের ভাই দুধপান করাননি, বরং আমাকে দুধপান করিয়েছেন আবুল কুয়াইসের স্ত্রী। অতপর রসূলুল্লাহ (স) আমার নিকট আসলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! পুরুষ তো আমাকে দুধপান করাননি, বরং তাঁর স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছেন। তিনি বলেন : তাকে অনুমতি দাও। কেননা, সে তোমার চাচা। তোমার ডান হাত ধূলামলিন হোক! এ জন্যই আয়েশা (রা) বলতেন, রক্ত সম্পর্কের কারণে যেখানে বিয়ে হারাম, দুধপানের কারণেও সেসব ক্ষেত্রেও তোমরা বিয়ে হারাম করো।

৫৭১৭. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ فَرَأَى صَفِيَّةَ عَلَى بَابِ خِيَانِهَا كَثِيبَةً حَزِينَةً لِأَنَّهَا حَاضَتْ فَقَالَ عَقْرَى حَلْقَى لُغَةً قُرَيْشٍ إِنَّكَ لِحَاسِتُنَا ثُمَّ قَالَ أَكُنْتَ أَفْضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ يَعْْنِي الطَّوَّافُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي إِذَا.

৫৭১৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) (হজ্জ শেষে) ফিরতে মনস্থ করলেন। সাফিয়া (রা) তাঁর তাঁবুর দরজায় বিষণ্ণ বদনে ও দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কারণ, তাঁর ঋতুস্রাব দেখা দিয়েছিল। নবী (স) বললেন : ‘আকরা’, ‘হালকা’। এ হলো কুরাইশদের আরবী বাগধারা। নিশ্চয় তুমি আমাদেরকে আটকে রাখবে। অতপর

তিনি বললেন : তুমি কি কুরবানীর দিন তাওয়াফে ইফাদা করেছ ? সাফিয়া (রা) বললেন, হ্যাঁ। নবী (স) বললেন : তাহলে রওয়ানা হও। ৩৪

৯৪-অনুচ্ছেদ : যা‘আমু অর্থাৎ তারা মনে করে বা বলে উক্তি এসংগে।

৫৭১৮- عَنْ أُمِّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّی أَنَّهُ قَاتِلُ رَجُلٍ قَدْ أَجَرْتُهُ فَلَنْ بُنْ هَبِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ يَا أُمُّ هَانِئٍ وَذَاكَ ضَحَى .

৫৭১৮. উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাযির হলাম। দেখলাম, তিনি গোসল করছেন এবং তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা) তাঁকে পর্দা দিয়ে আড়াল করে রেখেছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কে ? আমি জবাব দিলাম, আমি উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব। তিনি বললেন : উম্মে হানীকে খোশ আমদেদ। গোসল শেষ হলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং শরীরে একটি মাত্র কাপড় জড়িয়ে আট রাকআত নামায পড়লেন। নামায শেষ হলে আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল ! আমি হুবাইরার পুত্র অমুককে নিরাপত্তা দান করেছি। কিন্তু আমার ভ্রাতুষ্পুত্র (আলী (রা)) তাকে হত্যা করে ছাড়বে। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : হে উম্মে হানী ! তুমি যাকে নিরাপত্তা দান করেছো আমিও তাকে নিরাপত্তা দান করলাম। তখন ছিল পূর্বাহ্ন।

৯৫-অনুচ্ছেদ : একজন আরেকজনকে ওয়াইলাকা (তোমার জন্য দুঃখ) বলা।

৫৭১৯- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَبَيْتِكَ .

৫৭১৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক ব্যক্তিকে কুরবানীর একটি উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বললেন : এর পিঠে আরোহণ করো। লোকটি বললো, এটি কুরবানীর উট। তিনি পুনরায় বললেন : এর পিঠে আরোহণ করো। সে বললো, এটি কুরবানীর উট। তিনি বললেন : তোমার অকল্যাণ হোক, তুমি এর পিঠে আরোহণ করো।

৩৪. বিদায়ী তাওয়াফ করতে পারবেন না বলে হযরত সাফিয়া (রা) চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তাওয়াফে ইফাদা করেছেন বলে বিদায়ী তাওয়াফ না হলেও চলে। এ মাসয়ালা জ্ঞানার পর তিনি চিন্তামুক্ত হলেন।

৭২০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ ارْكَبْهَا

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَبَلَكَ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ .

৫৭২০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তিকে কুরবানীর একটি উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বললেন : তুমি এর পিঠে আরোহণ করো। সে বললো, হে আল্লাহর রসূল ! এটি তো কুরবানীর উট। নবী (স) দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয়বার বললেন : তোমার অকল্যাণ হোক, তুমি এর পিঠে আরোহণ করো।

৭২১. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَكَانَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ

أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ يَحْدُو فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رَوَيْدَكَ

بِالْقَوَارِيرِ .

৫৭২১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) এক সফরে ছিলেন। তাঁর সাথে ছিল আনজাশা নামক তাঁর কৃষ্ণ গোলাম। সে হুদী (উট চালনার গান) গেয়ে দ্রুত উট হাঁকিয়ে নিচ্ছিলো। নবী (স) তাকে বললেন : হে আনজাশা ! তোমার অকল্যাণ হোক। এ কাঁচপাত্রগুলোকে একটু ধীরে নিয়ে চলো।

৭২২. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ أَتْنِي رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَبَلَكَ

قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ ثَلَاثًا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فَلَانًا وَاللَّهِ

حَسْبِيهِ وَلَا أَزْكَى عَلَى اللَّهِ أَحَدًا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ .

৫৭২২. আবু বাক্রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর সামনে এক ব্যক্তির প্রশংসা করলে তিনি বলেন : তোমার জন্য দুঃখ ! তুমি তোমার ভাইয়ের গর্দান কেটে ফেললে। তিনবার তিনি একথা বললেন। তোমাদের কাউকে যদি অন্য কারো প্রশংসা করতেই হয় তবে সে যেন বলে, আমি অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করি। আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট এবং কেউই আল্লাহর সামনে কারো পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারে না, একথা বলবে যদি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে সে তা জানে।

৭২৩. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْمٍ قِسْمًا فَقَالَ

نُؤَالِخُوصِرَةَ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْدِلْ فَقَالَ وَبَلَكَ مَنْ يُعْدِلُ إِذَا

لَمْ أَعْدِلْ فَقَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ لِي فَلَا ضَرْبَ عُنُقِهِ قَالَ لَا إِنْ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدَكُمْ

صَلَوَتُهُ مَعَ صَلَوَتِهِمْ وَصِيَامُهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمُرُوقِ السَّهْمِ مِنَ

الرَّمِيَّةُ يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَصِيْبِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُدْزِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ سَبَقَ الْفَرْثُ وَالْدِّمُ يَخْرُجُونَ عَلَى حَيْنٍ فُرْقَةٌ مِّنَ النَّاسِ ائْتَهُمْ رَجُلٌ اِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ ثُدَى الْمَرْأَةِ اَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدْرُدُ قَالَ اَبُو سَعِيدٍ اَشْهَدُ لَسَمِيعَتُهُ مِّنَ النَّبِيِّ ﷺ وَاَشْهَدُ اَنِّي كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حَيْنَ قَاتَلَهُمْ فَالْتَمَسُ فِي الْقَتْلِ فَاتَى بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ النَّبِيُّ ﷺ.

৫৭২৩. আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী (স) যখন গনীমাতের সম্পদ ইত্যাদি বণ্টন করছিলেন, তখন যুল-খুওয়াইসিরা নামক বনী তামীম গোত্রের এক লোক বললো, হে আল্লাহর রসূল! ন্যায় ও ইনসাফের সাথে বণ্টন করুন। নবী (স) বললেন : তোমার জন্য দুঃখ। আমি ইনসাফ না করলে আর কে ইনসাফ করবে? উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী (স) বললেন : না (তা করো না)। কেননা, তার গোত্রে এমন সব লোক হবে যারা দৃশ্যত এমন ধার্মিক হবে যে, তোমাদের কেউ তাদের নামাযের তুলনায় নিজেদের নামাযকে এবং তাদের রোযার তুলনায় নিজেদের রোযাকে অতি নগণ্য মনে করবে। অথচ তারা দীন থেকে এমনভাবে খারিজ হয়ে যাবে যেমন তীর শিকারের দেহ ভেদ করে বেরিয়ে যায়। ওই তীরের অগ্রভাগ পরীক্ষা করলে তাতে কিছু পাওয়া যাবে না, এর অগ্রভাগের একটু নীচে পরীক্ষা করলেও কিছু পাওয়া যাবে না এবং তীরের মধ্যভাগ পরীক্ষা করলেও কিছু পাওয়া যাবে না। তীর গোবর ও রক্ত ভেদ করে দ্রুত বেরিয়ে গেছে। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের সময় এদের আবির্ভাব ঘটবে। যে আলামত দেখে তাদেরকে চেনা যাবে তাহলো তাদের এক ব্যক্তি হবে এমন যার একখানা হতে হবে নারীদের স্তনের মত বা স্থল মাংপিণ্ডের মত—যা ধীরে ধীরে আন্দোলিত হবে। আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি এটি নবী (স) থেকেই শুনেছি। আর আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আলী (রা)-এর সাথে এসব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলাম। নিহতদের মধ্যে সেই ব্যক্তিকে তালাশ করা হলো। অতপর তাকে ঠিক তেমনটিই পাওয়া গেল—যেমন বর্ণনা নবী (স) দিয়েছিলেন। ৩৫

৭২৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ فَقَالَ وَيَحَاكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِ فِي رَمْضَانَ قَالَ أَعْتَقَ رَقَبَةً قَالَ مَا أَجِدُهَا قَالَ

৩৫. হাদীসের মূল ভাবার্থ হলো—এমন এক জাতীয় লোক মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হবে—যারা ইসলামের আনুষ্ঠানিক ইবাদাত-বন্দেগী যথা নামায-রোযা ইত্যাদি খুবই তৎপরতার সাথে আজ্ঞা দিবে। কিন্তু চিন্তা ও আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে তারা ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে যাবে এবং বিশ্বাসী হবে ভিন্ন চিন্তাধারায়।

فَصُمَّ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ فَاطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ مَا أَجِدُ  
فَأَتَى بِعَرَقٍ فَقَالَ خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَى غَيْرِ أَهْلِي فَوَالَّذِي  
نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَيْنَ طَنْبَى الْمَدِينَةِ أَحْوَجُ (أَفْقَرُ) مِنِّي فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ  
أَنْيَابُهُ قَالَ خُذْهُ .

৫৭২৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন : তোমার জন্য আফসোস (কি ঘটেছে?)। লোকটি বললো, আমি রমযানে স্ত্রী সন্তোগ করে ফেলেছি। তিনি বললেন : একজন ক্রীতদাস মুক্ত কর। সে বললো, আমার সে সামর্থ্য নেই। তিনি বললেন : তবে দুই মাস এক নাগাড়ে রোযা রাখ। সে বললো : আমার রোযা রাখারও শক্তি নেই। নবী (স) বললেন : তাহলে ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াও। সে বললো, আমার সে সামর্থ্যও নেই। অতপর এক 'আরাক' খেজুর আনা হলো। নবী (স) বললেন : এটি নিয়ে যাও এবং দান করে দাও। সে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! আপন পরিজনকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে দিব? সেই সত্তার কসম! যাঁর কজায় আমার জীবন, গোটা মদীনায় আমার চেয়ে অধিক অভাবী লোক আর নেই। তখন নবী (স) মৃদু হাসলেন এবং তাঁর দাঁতের মাঝখান পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়ে উঠলো। তিনি বললেন : তুমি নিজেই এগুলো নিয়ে নাও।

৫৭২৫. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ  
الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَانَ الْحِجْرَةِ شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ  
تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وِرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتْرَكَ مِنْ  
عَمَلِكَ شَيْئًا.

৫৭২৫. আবু সায়েদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে হিজরত সম্পর্কে অবহিত করুন। নবী (স) বললেন : তোমার অকল্যাণ হোক! হিজরত অতি কঠিন জিনিস। তোমার কি উট আছে? সে বললো : হ্যাঁ, আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি এসব উটের যাকাত আদায় কর? লোকটি বললো, হ্যাঁ। তখন নবী (স) বললেন : তবে সমুদ্রের পশ্চাদ ভূমিতে (অর্থাৎ নিজ গৃহে) থেকেই নিজের কাজ করে যাও। আল্লাহ তাআলা কখনো তোমার আমলের কিছুই নষ্ট করবেন না।

৫৭২৬. عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَلَكُمْ أَوْ وَيَحْكُمُ قَالَ شُعْبَةُ شَكُّ  
مَوْ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يُضْرَبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .



৫৭২৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমাদের অকল্যাণ হোক ! আমার পরে তোমরা কাকের হয়ে গিয়ে একে অন্যের গলা কেট না।

৫৭২৭. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَائِمَةٌ قَالَ وَيْلَكَ وَمَا أَعَدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا أَعَدَدْتُ لَهَا إِلَّا أَنِّي أَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحَبَّتَ فَقُلْنَا وَنَحْنُ كَذَلِكَ قَالَ نَعَمْ فَفَرِحْنَا يَوْمَئِذٍ فَرَحًا شَدِيدًا فَمَرَّ غُلَامٌ لِلْمَغِيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي فَقَالَ إِنَّ أَخْرَ هَذَا فَلَنْ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَاخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৫৭২৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। গ্রামের অধিবাসী এক লোক নবী (স)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল ! কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে ? তিনি বললেন : তোমার অকল্যাণ হোক ! এজন্য তুমি কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ ? সে বললো, আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলকে ভালোবাসা ছাড়া আমার আর কোন প্রস্তুতি নেই। নবী (স) বললেন : যাকে তুমি ভালোবাস, (আখেরাতে) তুমি তার সাথেই থাকবে। তখন আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমরাও কি তদ্রূপ ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। এতে সেদিন আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম। এমন সময় মুগীরার একটি ছোট ছেলে সেই জায়গা দিয়ে অতিক্রম করলো। সে আমার সমবয়সী ছিল। নবী (স) বললেন : যদি এ বালকটি জীবিত থাকে, তবে সে বুড়ো হওয়ার আগেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। শোবা (র) কাতাদা থেকে এ হাদীস সংক্ষেপে বর্ণনা করে বলেছেন, আমি আনাস (রা) থেকে এবং তিনি নবী (স) থেকে শুনেছেন।

৯৬-অনুচ্ছেদ : মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার আলামত। আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ .

“হে নবী ! বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।”-(সূরা আলে ইমরান : ৩১)

৫৭২৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ .

৫৭২৮. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : মানুষ (দুনিয়াতে) যে যাকে ভালোবাসবে (আখেরাতে) সে তার সাথেই থাকবে।

৫৭২৯. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ .

৫৭২৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল ! এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন, যে কিছু লোককে ভালোবাসে কিন্তু সে তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, যে যাকে ভালোবাসে আখেরাতে সে তার সাথে থাকবে।

৫৭৩০. عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ .

৫৭৩০. আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো, এক ব্যক্তি কোন জাতিতে ভালোবাসে, কিন্তু তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি (এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি)? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসবে (আখেরাতে) সে তার সাথে থাকবে।

৫৭৩১. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَعَدَدْتُ لَهَا قَالَ مَا أَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرٍ صَلَوةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَكِنِّي أَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَّيْتَ .

৫৭৩১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল ! কিয়ামত কবে হবে ? তিনি বলেন : তার জন্য তুমি কি পাথেয় সংগ্রহ করেছ ? সে বললো, আমি নামায-রোযা ও দান-সদাকা বেশী কিছু করতে পারিনি। তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স)-কে ভালোবাসি। তিনি বলেন : তুমি যাকে ভালোবাস আখেরাতে তার সাথেই থাকবে।

৯৭-অনুচ্ছেদ : কেউ কাউকে ‘দূর হ’ বলা উচিত নয়।

৫৭৩২. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِابْنِ صَائِدٍ (صَيَّادٍ) قَدْ خَبَأَتْ لَكَ خَبِيئًا (خَبَأًا) فَمَا هُوَ قَالَ الدُّخُّ قَالَ اخْسَأْ .

৫৭৩২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) ইবনে সায়েদ (ইবনে সাইয়াদ) -কে বললেন : আমি এই মুহূর্তে তোমার জন্য মনের মধ্যে একটি বিষয় গোপন করে রেখেছি, সেটা কি ? সে বললো : আদ-দুখ। নবী (স) বললেন : দূর হ।

৫৭৩৩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَبْلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فِي أُطْمٍ بَنَى مَغَالَةً وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷻ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَشْهَدُ

أَنَّكَ رَسُولُ الْأَمِّيِّينَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ أَتَشْهَدُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ فَرَضَهُ النَّبِيُّ ﷺ  
 ثُمَّ قَالَ أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ مَاذَا تَرَى قَالَ يَأْتِينِي صَادِقٌ  
 وَكَاذِبٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلِطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي  
 خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا قَالَ هُوَ الدُّخُّ قَالَ أَحْسَنًا فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
 أَتَأْذَنُ لِي فِيهِ أَضْرِبُ عَنْقَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ يَكُنْ هُوَ لَا تُسَلِّطْ عَلَيْهِ وَإِنْ  
 لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ قَالَ سَالِمٌ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ انْطَلَقَ  
 بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبَى بْنُ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيُّ يُؤْمَانِ النَّخْلَ الَّتِي فِيهَا  
 ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَّقِي  
 بِجَنُوعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتَلِ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ  
 مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ أَوْ مَزْمَةٌ فَرَأَتْ أُمُّ بِنِ صَيَّادٍ  
 النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِي بِجَنُوعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ أَيُّ صَافٍ وَهُوَ اسْمُهُ  
 هَذَا مُحَمَّدٌ فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ تَرَكْتَهُ بَيْنَ قَالَ سَالِمٌ  
 قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ  
 ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنِّي أَنْذَرَكُمْوَهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْذَرَهُ  
 نُوحٌ قَوْمَهُ وَلِكِنِّي سَاقُولٌ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ  
 أَعَدَّ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْدَدٍ .

৫৭৩৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি অবহিত করেন যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তাঁর কয়েকজন সাহাবাসহ ইবনে সাইয়াদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে বনী মাগালার দুর্গের পাশে ছেলেদের সাথে ক্রীড়ারত পেলেন। সে বয়ঃপ্রাপ্তির নিকটবর্তী ছিল। সে নবী (স)-এর আগমন টের পায়নি। রসূলুল্লাহ (স) তার পিঠের উপর হাত দিয়ে টোকা দিলেন এবং তারপর জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রসূল ? সে নবী (স)-এর দিকে তাকিয়ে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি উম্মীদের (নিরক্ষরদের) রসূল। ইবনে সাইয়াদ প্রশ্ন করলো, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রসূল ? তখন নবী (স) শক্ত হাতে তার কাপড় চেপে ধরলেন এবং বললেন : আমি আল্লাহ ও তাঁর সব রসূলের উপর ঈমান এনেছি। তিনি পুনরায় ইবনে সাইয়াদকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কী দেখতে পাও ? সে বললো, আমার কাছে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী এসে থাকে। নবী (স) বলেন : ব্যাপারটি তোমার

জন্য সন্দেহজনক করে দেয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : আমি তোমার জন্য মনের মধ্যে একটি কথা গোপন করে রেখেছি। সেটি কি? সে বললো, ওটি আদ-দুখ বা ধোঁয়া। তিনি বললেন : দূর হ তুই তোর সীমা অতিক্রম করতে পারবি না। উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আমায় অনুমতি দেবেন যে, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই? নবী (স) বললেন : যদি এ সে-ই (দাজ্জালই) হয়, তবে তুমি তাকে কাবু করতে পারবে না। আর যদি সে তা না হয়ে থাকে, তবে তাকে হত্যা করায় তোমার কোন কল্যাণ নেই। সালেম (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি : এরপর একদিন রসূলুল্লাহ (স) ও উবাই ইবনে কাব আনসারী (রা) ইবনে সাইয়াদ যেখানে ছিল, সেই খেজুর বাগানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। রসূলুল্লাহ (স) যখন বাগানে প্রবেশ করলেন, তখন গাছের পাতার আড়ালে থেকে চলতে লাগলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাকে দেখে ফেলার আগেই তিনি ইবনে সাইয়াদের কিছু কথাবার্তা শুনবেন। এ সময় ইবনে সাইয়াদ নিজ বিছানায় একটি মখমলের চাদরের উপর শুয়েছিল এবং গুন্ গুন্ শব্দ করছিল। ইবনে সাইয়াদের মা নবী (স)-কে গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে আসতে দেখে ফেললো। তার মা তাকে বললো, হে সাফ (এটি তার ডাকনাম), দেখ, মুহাম্মাদ (স) আসছেন। তখন ইবনে সাইয়াদ গুন্ গুন্ শব্দ বন্ধ করে দিল। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : যদি তার মা (আমার আগমন সম্পর্কে) তাকে না বলতো, তবে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যেত। সালেম (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স) জুনসমাবেশে (ভাষণ দিতে) দাঁড়ালেন। আল্লাহ তাআলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন, অতপর দাজ্জালের প্রসংগ তুলে বললেন : আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করছি। আর এমন কোন নবী আসেননি যিনি তাঁর জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। নূহ (আ)-ও তাঁর জাতিকে এ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তবে আমি তোমাদেরকে এমন একটি কথা বলবো, যা কোন নবীই তাঁর জাতিকে বলেননি। জেনে রাখ, দাজ্জাল কানা হবে। আর আল্লাহ তাআলা কানা নন। ৩৬

৯৮-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির ‘মারহাবা’ (স্বাগতম) বলা। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) ফাতিমা (রা)-কে বললেন, হে আমার কন্যা, মারহাবা (স্বাগতম)। উম্মে হানী (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর কাছে গেলে তিনি বলেন : মারহাবা! হে উম্মে হানী!

৫৭২৬- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ وَقَدُ عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ الَّذِينَ جَاؤُوا غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدْمَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا حَيٌّ مِنْ رِبِّيعةٍ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مُضَرٌ وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمَرْنَا بِأَمْرِ فَضْلٍ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ أَرْبَعٌ وَأَرْبَعٌ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَصُومُوا رَمَضَانَ وَأَعْطُوا خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَرْقَتِ .

৫৭৩৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল নবী (স)-এর দরবারে আসলে তিনি বলেন, স্বাগতম, হে প্রতিনিধিদল! যারা অপমানিত ও লাঞ্চিত না হয়েই এসে পৌছতে সক্ষম হয়েছে। তারা বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা রাবীআ গোত্রের লোক। আপনার আমাদের মাঝে রয়েছে মুদার গোত্র। আমরা আপনার দেখমতে (যুদ্ধ নিষিদ্ধ ঘোষিত চারটি) হারাম মাসেই কেবল আসতে পারি। সুতরাং আমাদেরকে এমন কিছু কথা বলে দিন যা মেনে চলে আমরা জান্নাতে যেতে পারি এবং আমাদের বাড়ী-ঘরে যারা রয়েছে তাদেরকেও এর দাওয়াত দিতে পারি। তিনি বলেন : চারটি এবং চারটি বিষয় রয়েছে (অর্থাৎ চারটি বিষয় মেনে চলতে হবে এবং চারটি বিষয় থেকে বিরত থাকতে হবে) নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং গনীমাতের মালের এক-পঞ্চমাংশ বাইতুল মালে জমা দিবে। আর লাউয়ের খোল, মদ তৈরির সবুজ রং-এর বিশেষ কলস, খেজুর বৃক্ষের মূলের তৈরি মদের পাত্র এবং ভেতরে আলকাতরা মাখানো পাত্রে পান করবে না।\*

৯৯-অনুচ্ছেদ : (কিয়ামতের দিন) মানুষকে পিতার নামে ডাকা হবে।

৫৭৩৫. عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْغَايِرُ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ .

৫৭৩৫. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : কিয়ামতের দিন চুক্তি বা অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য পতাকা উত্তোলন করা হবে এবং বলা হবে, এ হলো অমুকের পুত্র অমুকের চুক্তি ভঙ্গের নিদর্শন।

৫৭৩৬. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْغَايِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ .

৫৭৩৬. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : কিয়ামতের দিন চুক্তি ভঙ্গকারীর জন্য ঝাণ্ডা উত্তোলন করা হবে এবং বলা হবে, এ হলো অমুকের পুত্র অমুকের চুক্তিভঙ্গ। ৩৭

১০০-অনুচ্ছেদ : ‘আমার মন-মানসিকতা কলুষিত হয়ে গেছে’—এমন কথা না বলা।

৫৭৩৭. عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبِثَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ لِقِسَّتْ نَفْسِي .

\* জাহিলী যুগে এসব পাত্রে মদ প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও পান করা হতো।

৩৭. জাহিলী যুগে আরবে কেউ অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে হজ্জের মওসুমে বিশেষ পতাকা উত্তোলন করা হতো। উদ্দেশ্য মানুষ তাকে ভালো করে চিনুক, জানুক এবং তার থেকে হুঁশিয়ার থাকুক। একজন অন্যায়কারীকে ভালো করে পরিচিত করিয়ে দেয়ার এ ছিল আরবের একটি বিশেষ রীতি। কিয়ামতের দিন আব্দাহ তাআলাও বিদ্রোহীকে এভাবে সবার নিকট পরিচিত করে দিবেন।

৫৭৩৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমাদের কেউ এ রূপ বলবে না, আমার মন-মানসিকতা কলুষিত হয়ে গেছে। তবে (একান্তই যদি বলতে হয় তাহলে) বলবে, আমার মন-মানসিকতা খারাপ হয়ে গেছে।

৭৩৮. عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ حَبِثَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِستْ نَفْسِي .

৫৭৩৮. সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমাদের কেউ এরূপ বলবে না, আমার মন-মানসিকতা কলুষিত হয়ে গেছে। তবে (বলতেই যদি হয় তাহলে) বলবে, আমার মন-মানসিকতা খারাপ হয়ে গেছে।

১০১-অনুচ্ছেদ : তোমরা কাল বা যুগকে গালি দিও না।

৭৩৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسْبُ بَنُو آدَمَ الدَّهْرُ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ .

৫৭৩৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : আল্লাহ তাআলা বলেন, বনী আদম কাল বা যুগকে গালি দিয়ে থাকে। অথচ আমিই হলাম যুগ। দিন এবং রাত আমারই কজায়।

৭৪০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَسْمُوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ وَلَا تَقُولُوا خِيَبَةُ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ .

৫৭৪০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমরা আঙ্গুর ফলকে ‘করম’ বলো না এবং যুগের অসফলতা বলো না। কেননা, আল্লাহ তাআলা নিজেই যুগ। ৩৮

১০২-অনুচ্ছেদ : নবী (স)-এর বাণী : ‘করম’ হলো ঈমানদারের কলব বা মন। তিনি বলেছেন, নিঃস্ব হলো সেই ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন (আমলের দিক দিয়ে) হবে নিঃস্ব। সত্যিকার বীর হলো সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। তিনি আরো বলেছেন, আল্লাহ তাআলাই একমাত্র বাদশাহ। তিনি অন্য কারো মালিকানাই খারিজ করে দিয়েছেন। অতপর তিনি (দুনিয়ার) বাদশাহদের কথাও উল্লেখ করে বলেছেন :

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا - (النمل : ২৬)

“বাদশাহরা কোন জনপদে প্রবেশ করলে তাকে বিপর্যস্ত করে।” - (সূরা নমল : ৩৪)

৩৮. ‘আল্লাহ তাআলা নিজেই যুগ’-এর অর্থ আল্লাহ তাআলা নিজেই কাল বা যুগ সৃষ্টি করেন, তিনিই এর মালিক। কালের আবর্তন-বিবর্তন সব তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। সুতরাং কাল বা যুগকে গালি দিলে তা আল্লাহ তাআলার উপরই গিয়ে পড়ে। এজন্য যুগকে গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে। ‘দিন-রাত তো আমারই কজায়’ বলার অর্থ—দিন-রাতের আগমন-নির্গমনেই কাল নিহিত। দিন-রাতের আগমন-নির্গমন আল্লাহ তাআলাই করে থাকেন। সুতরাং কালকে গালি দেয়া মানে আল্লাহকে গালি দেয়া।

৫৭৪১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَقُولُونَ الْكَرَمُ إِنَّمَا الْكَرَمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ .

৫৭৪১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : লোকেরা (আঙ্গুরকে) ‘করম’ বলে। অথচ ‘করম’ হলো মুমিনের মন। ৩৯

১০৩-অনুচ্ছেদ : ‘আমার আক্বা-আম্মা আপনার জন্য কুরবান হোক’—কাউকে একথা বলা। এ ব্যাপারে যুবাইর (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন।

৫৭৪২- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُفْدِي أَحَدًا غَيْرَ سَعْدٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ اِرْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي أَظْنُهُ يَوْمَ أَحَدٍ .

৫৭৪২. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাদ (রা) ছাড়া আর কারো জন্য রসূলুল্লাহ (স)-কে একথা বলতে শুনি নি যে, তীর চালাও, আমার আক্বা-আম্মা তোমার জন্য কুরবান হোক। আমার ধারণা, তিনি উহুদ যুদ্ধের দিন একথা বলেছেন।

১০৪-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ আমাকে তোমার জন্য কুরবান করুন বলা। আবু বাক্বর (রা) নবী (স)-কে বলেন, আমার আক্বা-আম্মা আপনার জন্য কুরবান হোক।

৫৭৪৩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَفِيَّةٌ مُرْدِفَهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَصُرِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمَرْأَةُ وَأَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ أَحْسِبُ قَالَ اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ فَالْقَى أَبُو طَلْحَةَ ثُوبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا فَالْقَى ثُوبَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَشَدَّ لَهَا عَلَى رَاحِلَتَيْهَا فَرَكِبَا فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ أَوْ قَالَ أَشْرَفُوا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ائْبُون تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ .

৩৯. আরববাসী জাহিলী যুগে আঙ্গুরের গাছকে এবং আঙ্গুরের রসে তৈরি মদকে ‘করম’ বলতো। কারণ, মদ তাদেরকে খুব শান্তি দান করতো। এজন্য মদকে তারা প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো। তাই মদ, মদের মূল উৎস আঙ্গুর এবং তারও উৎস আঙ্গুর গাছকে তারা ‘করম’ নামে ডাকতো। মদ যখন ইসলামে হারাম ঘোষণা হলো তখন এ সুন্দর নামে একটি হারাম জিনিসকে ডাকা রসূলুল্লাহ (স) পসন্দ করেননি।

৫৭৪৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ও আবু তালহা (রা) নবী (স)-এর সাথে মদীনা আসছিলেন। নবী (স)-এর সাথে তার সওয়ারীর পেছনে সাফিয়া (রা)-ও ছিলেন। পথে এক জায়গায় উটের পা পিছলে গেলে নবী (স) ও সাফিয়া (রা) পড়ে যান। আমার মনে হয় উট থেকে ঝাপিয়ে পড়ে আবু তালহা (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর নবী ! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন। আপনি কোনরূপ ব্যথা পেয়েছেন কি ? তিনি বলেন : না, তবে সাফিয়াকে একটু দেখ। সুতরাং আবু তালহা (রা) কাপড়ে মুখ ঢাকলেন এবং তারপর সাফিয়া (রা)-এর দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর উপরও একখানা কাপড় টেনে দিলেন। তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন। অতপর তিনি নবী (স) এবং সাফিয়া (রা) উভয়ের জন্য হাওদা শক্ত করে বাঁধলেন। তাঁরা দু'জনই আরোহণ করলে সবাই রওয়ানা হলেন। তাঁরা মদীনার নিকটবর্তী হলে অথবা মদীনা দেখতে পেলে নবী (স) বলতে থাকলেন : “আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী এবং আমরা ইবাদাত ও আপন রবের প্রশংসাকারী।” মদীনা প্রবেশ না করা পর্যন্ত তিনি অবিরাম একথা বলতে থাকলেন।

১০৫-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার পসন্দনীয় নামসমূহ।

৫৭৪৪. عَنْ جَابِرٍ قَالَ وَلِدَ لِرَجُلٍ مِّنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا لَا تُكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا كَرَامَةَ فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ سَمِ ابْنُكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ .

৫৭৪৪. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তান গ্রহণ করলে নিলে সে তার নাম রাখলো কাসেম। আমরা তাকে বললাম, আমরা তোমাকে আবুল কাসেম (কাসিমের পিতা) বলে ডাকবো না এবং এজন্য মর্যাদাবানও মনে করবো না। [কেমনা, তা রসূল (স)-এর উপনাম]। সে নবী (স)-কে একথা জানালে তিনি বলেন : তোমার ছেলের নাম রাখো আবদুর রহমান।

১০৬-অনুচ্ছেদ : নবী (স)-এর বাণী : আমার নামে নাম রাখো কিন্তু আমার উপনামে কাউকে ডেকো না। আনাস (রা) নবী (স) থেকে একথা বর্ণনা করেছেন।

৫৭৪৫. عَنْ جَابِرٍ قَالَ وَلِدَ لِرَجُلٍ مِّنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوا لَا تُكْنِيهِ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ سَمُّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتُبُوا بِكُنْيَتِي .

৫৭৪৫. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে তার নাম রাখলো কাসেম। সাহাবীগণ বললেন, আমরা নবী (স)-কে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত তাকে আবুল কাসেম (কাসিমের পিতা ডাকনামে) ডাকবো না। জিজ্ঞেস করলে নবী (স) বলেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখো কিন্তু আমার উপনামে কাউকে ডেকো না।

৫৭৪৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ سَمُّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتُبُوا بِكُنْيَتِي .

৫৭৪৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। আবুল কাসেম (স) বলেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখো কিন্তু আমার ডাকনামে কাউকে ডেকো না।



৫৭৪৭. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوا لَأَنْكِنِيكَ يَا بَنِي الْقَاسِمِ وَلَا تَنْعِمَكَ عَيْنًا فَآتَى النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَسَمَ ابْنُكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ .

৫৭৪৭. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তান জন্ম করলে সে তার নাম রাখলো কাসেম। তখন সবাই বললো, আমরা তোমাকে আবুল কাসেম নামে ডাকবো না এবং এ নামে তোমাকে ডেকে সন্তুষ্টও করবো না। সুতরাং সে নবী (স)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে সেকথা বললো। নবী (স) বললেন : তুমি তোমার ছেলের নাম আবদুর রহমান রাখো।

১০৭-অনুচ্ছেদ : ‘হায়ন’ জাতীয় নাম রাখা।

৫৭৪৮. عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ حَزْنٌ قَالَ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتْ الْحَزُونَةُ فِينَا بَعْدُ .

৫৭৪৮. ইবনুল মুসাইয়াব (র) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা নবী (স)-এর কাছে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমার নাম কি ? তিনি বললেন, (আমার নাম) ‘হায়ন’ (কঠিন ও কঠোর)। নবী (স) বলেন : তোমার নাম ‘সাহল’ (নরম ও কোমল)। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার যে নাম রেখেছেন তা আমি বদলাতে চাই না। ইবনুল মুসাইয়াব বলেন, তখন থেকে এ নামের প্রভাবে আমাদের বংশে সর্বদা কঠোরতা বিদ্যমান রয়েছে।

৫৭৪৯. عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِهَذَا .

৫৭৪৯. সাযীদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) তাঁর আক্বা মুসাইয়াব থেকে, তিনি সাযীদের দাদা থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১০৮-অনুচ্ছেদ : সুন্দর নামে নাম পরিবর্তন করা।

৫৭৫০. عَنْ سَهْلِ قَالَ أَتَى بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِينَ وَلِدَ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخْذِهِ وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ فَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ بِشَى بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتَمَلَ مِنْ فَخْذِ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَفَاقَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ آيْنَ الصَّبِيُّ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ قَلْبَانَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا اسْمُهُ قَالَ فُلَانٌ قَالَ وَلَكِنْ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرُ .

৫৭৫০. সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুনযির ইবনে আবী উসাইদ জন্মগ্রহণ করলে তাকে নবী (স)-এর খেদমতে আনা হলো। তিনি তাকে তাঁর উরুর উপর রাখলেন।

আবু উসাইদ (রা) তাঁর পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। নবী (স) তাঁর সামনের কোন একটি জিনিসে মনযোগী হয়ে রইলেন। তখন আবু উসাইদ (রা) তার পুত্রকে নবী (স)-এর উরু থেকে উঠিয়ে নিতে বললে তাকে উঠিয়ে নেয়া হলো। উক্ত বিষয়ের প্রতি মনোযোগ শেষ হলে নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন : বাচ্চাটি কোথায় ? আবু উসাইদ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন : তার নাম কি ? তিনি বললেন : অমুক। নবী (স) বললেন : না, বরং তার নাম মুনযির। ঐ দিন থেকে তার নাম হলো মুনযির।

৫৭৫১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةً فَقِيلَ تَزَكَّى نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ .

৫৭৫১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। যয়নব (রা)-এর মূল নাম ছিল বাররাহ (গুনাহ থেকে পাক-পবিত্র)। বলা হলো, এ নাম দ্বারা তিনি নিজের পবিত্রতা প্রকাশ করেছেন। তখন রসূলুল্লাহ (স) তার নাম পরিবর্তন করে রাখলেন যয়নব।

৫৭৫২- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَ أَنَّ جَدَّهُ حَزَنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ اسْمِي حَزْنٌ قَالَ بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ مَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ اسْمًا سَمَانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتْ فِيْنَا الْحُزُونَةُ بَعْدُ .

৫৭৫২. সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) বর্ণনা করেন, তাঁর দাদা হাযন (রা) নবী (স)-এর খেদমতে হাজির হলে নবী (স) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার নাম কি ? তিনি বললেন, আমার নাম হাযন। নবী (স) বললেন : বরং তোমার নাম সাহল। হাযন (রা) বললেন, আমার আক্বা আমার যে নাম রেখেছেন আমি তা বদলাতে চাই না। ইবনে মুসাইয়াব (র) বলেন, তখন থেকে আমাদের বংশে সর্বদা কঠোরতা বিদ্যমান রয়েছে। ৪০

১০৯-অনুচ্ছেদ : নবীদের নামে নাম রাখা। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) তাঁর পুত্র ইবরাহীমকে চুমু দিয়েছেন।

৫৭৫৩- عَنْ إِسْمَاعِيلَ قُلْتُ لِأَبِي أَبِي أَوْفَى رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَاتَ صَغِيرًا وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيٌّ عَاشَ ابْنُهُ وَلَكِنْ لَأَنْبَى بَعْدَهُ .

৫৭৫৩. ইসমাঈল (র) বর্ণনা করেন, আমি ইবনে আবী আওফা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নবী (স)-এর পুত্র ইবরাহীমকে দেখেছেন ? তিনি বলেন, তিনি তো ছোটকালেই মৃত্যুবরণ করেছেন। যদি আল্লাহর মর্জি হতো যে, মুহাম্মাদ (স)-এর পরেও কেউ নবী হবেন, তবে নবী (স)-এর পুত্র ইবরাহীম বেঁচে থাকতেন। কিন্তু (এটা চূড়ান্ত যে) তাঁর পরে আর কোন নবী নেই।

৪০. এখানে নবী করীম (স)-এর নাম পরিবর্তনের কথাটি কোন নির্দেশ ছিল না, ছিল প্রস্তাব। যদি নির্দেশ হতো, একজন সাহাবী হয়ে হযরত হাযন (রা)-এর পক্ষে তা অমান্য করা অসম্ভব ছিল।

৫৭৫৫. عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لَهُ مُرَضِعًا فِي الْجَنَّةِ .

৫৭৫৪. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর পুত্র ইবর-হীম মারা গেলে তিনি বলেন : বেহেশতে তার জন্য একজন ধাত্রী থাকবে।

৫৭৫৬. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ .

৫৭৫৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখো কিন্তু আমার ডাকনামে নাম রেখো না। কেননা, আমি কাসেম (বন্টনকারী)। আমিই তোমাদের মাঝে (আল্লাহর দেয়া নিয়ামত) বন্টন করে থাকি।

৫৭৫৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي وَمَنْ رَأَنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتِمَثَّلُ صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

৫৭৫৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখো। কিন্তু আমার ডাকনামে নাম রেখো না। আর যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখলো, সে আমাকেই দেখলো। কেননা, শয়তান কখনো আমার রূপ ধারণ করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নেয়। ৪১

৫৭৫৭. عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ وَلِدَ لِي غُلَامٌ فَاتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَكُهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَكَانَ أَكْبَرُ وَلَدِ أَبِي مُوسَى .

৫৭৫৭. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি তাকে নিয়ে নবী (স)-এর কাছে গেলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম। অতপর তিনি খেজুর চেয়ে নিয়ে তা চিবিয়ে তার মুখে দিলেন এবং তার জন্য কল্যাণ ও বরকতের দোয়া করলেন, অতপর তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। সে ছিল আবু মূসা (রা)-এর বড় সন্তান।

৫৭৫৮. عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৪১. অর্থাৎ শয়তান যদি আমার রূপ ধারণ করতে পারতো, তাহলে আমার রূপ ধরে স্বপ্নে মানুষকে ধোঁকা দিতে সক্ষম হতো।

৫৭৫৮. মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেদিন [নবী (স)-এর পুত্র] ইবরাহীম ইনতিকাল করে সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়। ৪২ আবু বাক্রা (রা)-ও এ হাদীস নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন।

১১০-অনুচ্ছেদ : আল-ওয়ালাদ নাম রাখা।

৫৭৫৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلَدِ بْنِ الْوَلَدِ وَسَلْمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعِيَّاشَ بْنَ أَبِي رِبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَكَّةَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرٍّ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسَنِي يَوْسُفَ.

৫৭৫৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একদিন নবী (স)] রুকু থেকে যখন মাথা তুলে দোয়া করলেন : “হে আল্লাহ ! ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদ, সালামা ইবনে হিশাম, আইয়াশ ইবনে আবী রবীআ এবং মক্কার দুর্বল মুসলমানদের মুক্তি দাও। হে আল্লাহ ! মুদার গোত্রকে কঠোর হাতে পাকড়াও করো এবং তাদের উপর ইউসুফ (আ)-এর সময়কার চরম দুর্ভিক্ষের মতো দুর্ভিক্ষ নাযিল করো।” ৪৩

১১১-অনুচ্ছেদ : বন্ধু ও সংগী-সাথীর নাম সংক্ষেপ করে সম্বোধন করা। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) আমাকে ‘আবু হিরর’ বলে সম্বোধন করেছেন।

৫৭৬০. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشُ هَذَا جَبْرِيلُ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَتْ وَهُوَ يَرَى مَا لَا تَرَى

৫৭৬০. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে ডেকে বললেন, হে আয়েশ ! এখানে জিবরাঈল (আ) আছেন, তিনি তোমাকে সালাম বলেছেন। আমি বললাম, ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা যা দেখি না, নবী (স) তা দেখেন।

৫৭৬১. عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ أُمُّ سَلِيمٍ فِي الثَّقَلِ وَأَنْجَشَةُ غُلَامُ النَّبِيِّ ﷺ يَسُوقُ بِهِنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَنْجَشَ رُوَيْدَكَ سَوْفَكَ بِالقَوَارِيرِ .

৪২. ইবরাহীমের ইনতিকালের সাথে সূর্যগ্রহণের সম্পর্ক নেই।

৪৩. ওলাদ ইবনে ওলাদ (রা) ছিলেন হযরত খালিদ ইবনে ওলাদের ভাই ; সালামা ইবনে হিশাম (রা) এবং আইয়াশ (রা) ছিলেন আবু জাহলের যথাক্রমে বাপের দিকের ও মায়ের দিকের ভাই। এরা তিনজনই ইসলাম কবুল করেছিলেন। এদেরকে হিজরত করতে দেয়া হয়নি। কাফেররা তাদেরকে বন্দী করে রেখেছিল। এছাড়া আরও অনেক গরীব দুর্বল মুসলমান হিজরত করতে পারছিলেন না। তারা মক্কায় নির্যাতিত হচ্ছিলেন। তাদের সবার জন্য নবী (স) মুক্তির দোয়া করলেন এবং যালিমদের চরম দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন করার জন্য আল্লাহর দরবারে আবেদন জানালেন। হযরত ইউসুফ (আ)-এর সময় মিসরে একনাগাড়ে সাত বছর চরম দুর্ভিক্ষ চলছিল। এটা ইতিহাসখ্যাত দুর্ভিক্ষ ছিল। অবশ্য হযরত ইউসুফ (আ)-এর বিচক্ষণতায় ও আল্লাহর মেহেরবানীতে লোকেরা ঐ দুর্ভিক্ষের কষ্ট পায়নি। তাই যালিম মুদার গোত্রের লোকদের অনুরূপ একটি দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন করার জন্য নবী (স) দোয়া করলেন।

৫৭৬১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সুলাইম (রা) সফরে সাজ-সরঞ্জাম সংরক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন। নবী (স)-এর খাদেম আনজাশা মহিলাদের সওয়ারী উটগুলো হাঁকিয়ে নিচ্ছিলেন। নবী (স) বললেন : হে আনজাশা ! এ কাচগুলোকে একটু ধীরে-সুস্থে নিয়ে চল। ৪৪

১১২-অনুচ্ছেদ : জন্মের পূর্বেই শিশুর ডাকনাম স্থির করা।

৫৭৬২. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَكَانَ لِي أَخٌ يَقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ قَالَ أَحْسِبُهُ فَطِيمٌ وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّفَيْرُ نَفَرُ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْصَحُ ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا -

৫৭৬২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে মানবজাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ছিলেন। আমার এক ভাই ছিল। তাকে আবু উমাইর নামে ডাকা হতো। রাবী বলেন, আমার ধারণা তখন সবেমাত্র তার দুধপান বন্ধ করা হয়েছিল। যখনই তিনি আসতেন তখনই তাকে নবী (স) বলতেন, হে আবু উমাইর ! তোমার নুগাইরের ৪৪ক কি হলো ! নুগাইর পাখিকে নিয়ে সে খেলতো। অনেক সময় তিনি আমাদের ঘরে থাকতে নামাযের সময় হয়ে গেলে যে বিছানায় তিনি বসতেন, সেটি পেতে দেয়ার নির্দেশ দিতেন। অতএব তা ঝাড়ামোছা করে পেতে দেয়া হলে তিনি নামায পড়ার জন্য দাঁড়াতেন। আমরাও তাঁর পেছনে দাঁড়াইতাম এবং তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়াতেন।

১১৩-অনুচ্ছেদ : অন্য ডাকনাম থাকা সত্ত্বেও ‘আবু তুরাব’ ডাকনাম রাখা।

৫৭৬৩. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحَبُّ أَسْمَاءٍ عَلَيَّ إِلَيْهِ لِأَبُو تَرَابٍ وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَنْ يُدْعَى بِهَا وَمَا سَمَاءُهُ أَبُو تَرَابٍ إِلَّا النَّبِيُّ ﷺ غَاضِبٌ يَوْمًا فَاطِمَةُ فَخَرَجَ فَاضْطَجَعَ إِلَى الْجِدَارِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَتَّبِعُهُ (يَتَّبِعُهُ) فَقَالَ هُوَذَا مُضْطَجِعٌ فِي الْجِدَارِ فَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَامْتَلَأَ ظَهْرُهُ تُرَابًا فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ وَيَقُولُ اجْلِسْ يَا أَبَا تَرَابٍ .

৫৭৬৩. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা)-এর নিকট তাঁর নামগুলোর মধ্যে ‘আবু তুরাব’ নামটি ছিল সর্বাধিক প্রিয় এবং তাকে এ নামে ডাকা হলে তিনি বিশেষ আনন্দিত হতেন। আবু তুরাব নাম তাঁকে নবী (স)-ই দিয়েছিলেন। একদিন তিনি ফাতিমা (রা)-র উপর রাগ করে বাড়ি থেকে বের হয়ে এস মসজিদে গিয়ে দেয়াল

৪৪. কাচগুলো দ্বারা নারীদের বুঝানো হয়েছে। তাই নারীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে উট হাকানোর কথা বলা হয়েছে।

৪৪ক. নুগাইর এক প্রকার ছোট পাখী।

যেঁষে শুয়ে পড়েন। তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে নবী (স) সেখানে আসলে একজন বলে যে, তিনি দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে আছেন। নবী (স) তাঁর কাছে যান। আলী (রা)-এর পিঠে ধূলাবালি লেগে ছিল। নবী (স) তাঁর পিঠের ধূলাবালি ঝাড়তে ঝাড়তে বলেন : হে আবু তুরাব ! উঠে বস।

১১৪-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে অপসন্দনীয় নাম।

৫৭৬৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْنَعُ الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تُسَمَّى مَلِكُ الْأَمْلَاقِ .

৫৭৬৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট সেই ব্যক্তির নাম সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে পরিগণিত হবে যার নাম হবে মালেকাল আমলাক (রাজাধিরাজ)।

৫৭৬৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَيْتُ قَالَ أَخْنَعُ إِسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ وَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَخْنَعُ الْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تُسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمْلَاقِ قَالَ سُفْيَانُ يَقُولُ غَيْرُهُ تَفْسِيرُهُ شَاهَانُ شَاهٍ .

৫৭৬৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাধিক নিকৃষ্ট নাম, সুফিয়ান (র) একাধিকবার বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাধিক নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তির নাম যে দুনিয়ায় ‘রাজাধিরাজ’ নাম ধারণ করে। সুফিয়ান (র) বলেন, অন্যেরা এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, এর মানে ‘শাহানশাহ’। ৪৫

১১৫-অনুচ্ছেদ : মুশরিকদের ডাকনাম বা উপনাম রাখা। মিসওয়্যার (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, “তবে ইবনে আবু তালিব যদি চায়।”

৫৭৬৬- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَذَكِيَّةٌ وَأُسَامَةُ وَرَأَاهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي حَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَسَارَا حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ابْنِ سَلُولٍ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي فَادَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبْدَةُ الْأَوْثَانُ وَالْيَهُودُ وَفِي الْمُسْلِمِينَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتْ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَرَ ابْنُ أَبِي أَنْفَةَ بَرْدَانَهُ وَقَالَ لَا تُغَيِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ فَتَنَزَّلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ

৪৫. আল্লাহ তাআলাই হলেন সকল বাদশার বাদশাহ ও রাজাধিরাজ এবং তিনিই একমাত্র এ নামের যোগ্য। কিন্তু যেসব দাভিক শাসক অনুরূপ অর্থ জ্ঞাপক যে কোন নাম ধারণ করে সে নিশ্চয়ই অহংকারী, স্বৈরাচারী। আল্লাহ তাআলার কোপানলের পাত্র, তা যে কোন ভাষায় হোক না কেন।

بْنِ أَبِي ابْنِ سُلُولٍ أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا فَمَنْ جَاءَكَ فَأَقْصِصْ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَغْشَيْنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نَحِبُّ ذَلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَانُوا يَتَنَازَرُونَ فَلَمَّ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَنُوا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَابَّتُهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حَبَابٍ يُرِيدُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنَ أَبِي قَالَ كَذًا وَكَذَا قَالَ فَقَالَ سَعْدُ ابْنُ عُبَادَةَ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ اعْفُ عَنْهُ وَأَصْفَحْ فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ وَلَقَدْ اضْطَلَّحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يَتَوَجَّهُوا وَيَعْصِبُوهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ فَفَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ وَيَصْبِرُونَ عَلَى الْآذَى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلِتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الْآيَةَ وَقَالَ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَأَوَّلُ فِي الْعَفْوِ عَنْهُمْ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ حَتَّى أَذِنَ لَهُ فِيهِمْ فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَدْرًا فَقَتَلَ اللَّهُ بِهَا مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفَّارِ وَسَادَةِ قُرَيْشٍ فَقَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مَنُصُورِينَ غَانِمِينَ مَعَهُمْ أَسَارَى مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفَّارِ وَسَادَةِ قُرَيْشٍ قَالَ ابْنُ أَبِي بَنٍ سُلُولٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَبْدَةُ الْاَوْتَانِ هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ فَبَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ فَاسْلَمُوا.

৫৭৬৬. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) একটি গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে রোগশয্যায় শায়িত সাদ ইবনে উবাদাকে দেখার জন্য বনী হারেস ইবনে খায়রাজ গোত্রে যাচ্ছিলেন। গাধার পিঠে পাভা ছিল ফাদাকে তৈরী মখমলের একখানা চাদর এবং তাঁর পেছনে বসেছিল উসামা ইবনে যায়েদ। এটা বদর যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। পথ চলতে চলতে তিনি একটি সমাবেশস্থলে উপনীত হলেন যেখানে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল উপস্থিত ছিল। এটি ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর ইসলাম গ্রহণের আগের ঘটনা। সেটা ছিল মুসলমান, মুশরিক, ইহুদী ও মূর্তিপূজকের সম্মিলিত সমাবেশ। উপস্থিত মুসলমানদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)-ও ছিলেন। সওয়ারী জন্তুর

(খুরের আঘাতে) উত্থিত ধূলাবালি সমাবেশের লোকদের উপর ছেয়ে গেলে ইবনে উবাই চাদর দিয়ে তার নাক ঢাকলো এবং বললো, আমাদের উপর ধূলাবালি উড়িয়ে না। রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে সালাম দিলেন এবং সওয়ারী জানোয়ার থামিয়ে ওখানে নেমে পড়লেন, অতপর তাদেরকে আল্লাহর দীনের দিকে দাওয়াত দিলেন এবং কুরআন পড়ে শুনালেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল রসূল (স)-কে বললো, আরে মিয়া ! তুমি যা বলছো তা যদি সত্য হয়, তাহলে তার চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই। তবে আমাদের সমাবেশে ঐ কথা শুনিয়ে আমাদেরকে কষ্ট দিও না, তোমার কাছে যে যাবে তাকে বর্ণনা করে শুনাবে। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! অবশ্যই আপনি আমাদের সমাবেশসমূহেও তা বর্ণনা করুন। আমরা তা পসন্দ করি। এতে মুসলমান, মুশরিক ও ইহুদীরা পরস্পর গালমন্দ করা শুরু করলো, এমনকি তাদের মধ্যে মারামারি লেগে যাওয়ার উপক্রম হল। রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে থামাতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত তারা থামলো। তখন রসূলুল্লাহ (স) তার সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করে পথ চলতে শুরু করলেন এবং সাদ ইবনে উবাদার কাছে গিয়ে পৌছলেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন : হে সাদ ! আবু হুবাব যা বলেছে, তুমি কি তা শোননি ? সে এসব কথা বলেছে। আবু হুবাব বলে নবী (স) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে বুঝিয়েছেন। সাদ ইবনে উবাদা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনার জন্য আমার পিতা কুরবান হোক ! তাকে মাফ করে দিন। সেই সত্তার কসম, যিনি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছেন ! তিনি এমন এক সময় আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন যখন এই জগতের অধিবাসীরা তাকে রাজমুকুট পরাতে এবং দেশের রাজা বানাতে প্রস্তুত। কিন্তু আল্লাহ আপনাকে যে সত্য দান করেছেন এবং তার মাধ্যমে যখন ওই সিদ্ধান্ত রদ করে দিলেন, তখন থেকেই সে ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। সুতরাং এ কারণেই সে আপনার সাথে এরূপ আচরণ করেছে, যা আপনি দেখতে পেয়েছেন। অতপর রসূলুল্লাহ (স) তাকে মাফ করে দিলেন। বস্তৃত রসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর সাহাবাগণ মুশরিক ও আহলে কিতাবদেরকে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী মাফ করতেন এবং নির্যাতনে ধৈর্য ধারণ করতেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন : “যাদেরকে তোমাদের আগে কিতাব দেয়া হয়েছে এবং যারা শিরক করেছে, তাদের কাছ থেকে তোমাদেরকে অবশ্যই অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনতে হবে। যদি তোমরা সবর করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে নিশ্চয় এটা হবে কার্যক্ষেত্রে সংকল্পের দৃঢ়তা।”

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন : “আহলে কিতাবদের মধ্যে অনেকেই এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে, ঈমান আনার পর যদি তোমাদেরকে তারা আবার কুফরীর দিকে ফিরিয়ে নিতে পারতো ! এ কেবল নিজেদের হিংসামূলক মনোভাবের কারণেই, যদিও আসল সত্য তাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে গেছে। অতপর তোমরা মাফ করো এবং ক্ষমার পথ অবলম্বন করো, যে পর্যন্ত না আল্লাহ (এ ব্যাপারে) চূড়ান্ত নির্দেশ দেন।” তাই আল্লাহ তাআলার হুকুম মোতাবেক রসূলুল্লাহ (স) বরাবর তাদেরকে মাফ করতে থাকেন। অবশেষে নবী (স)-কে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার হুকুম দেয়া হলো। রসূলুল্লাহ (স) বদরের ময়দানে যুদ্ধ করলেন। আল্লাহ তাআলা এ যুদ্ধের মাধ্যমে অনেক বড় বড় কাফের এবং কুরাইশ নেতাদেরকে হত্যা করালেন। রসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবাগণ সফলকাম হয়ে গনীমাতের বিপুল মাল-সম্ভার সহকারে ফিরে আসলেন। তাঁদের সাথে অনেক বড় বড় কাফের এবং কুরাইশ নেতাও বন্দী হয়ে আসলে ইবনে উবাই ইবনে সালুল ও তার মূর্তি পূজারী মুশরিক



সঙ্গী-সাথীরা বললো, এ ব্যাপারে ইসলাম তো বিজয়ীরূপে আত্মপ্রকাশ করলো। অতএব, রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে সবাই ইসলামের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করো। অবশেষে তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করলো।

৫৭৬৭- عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضِبُ لَكَ قَالَ نَعَمْ هُوَ فِي ضَحَضَاحٍ مِنْ نَارٍ وَلَوْ لَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ .

৫৭৬৭. আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আবু তালিবের কোন উপকার করতে পেরেছেন? তিনি আপনাকে রক্ষা করতেন এবং আপনার খাতিরে অন্যদের উপর ত্রুড় হতেন। তিনি বলেন : হাঁ, তিনি জাহান্নামের উপরের অংশে আছেন। আমার জন্য না হলে তিনি জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকতেন। ৪৬

১১৬-অনুচ্ছেদ : পরোক্ষ বচন মিথ্যা এড়িয়ে চলার নিরাপদ উপায়। ইসহাক (র) বলেন, আমি আনাস (রা) থেকে শুনেছি যে, আবু তালহা (রা)-এর এক পুত্র মারা গেল, আবু তালহা (রা) (বাড়ি এসে স্ত্রীকে) জিজ্ঞেস করলেন, ছেলে কেমন আছে! উম্মে সুলাইম (রা) জবাব দিলেন, তার প্রাণ শান্তি লাভ করেছে এবং আমি আশা করি সে আরামে আছে। আবু তালহা (রা) মনে করলেন যে, তাঁর স্ত্রী ঠিকই বলছে।

৫৭৬৮- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَحَدَّثَ الْحَادِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ارْفُقْ يَا أَنْجَشَةُ وَيْحَكَ بِالقَوَارِيرِ .

৫৭৬৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) এক সফরে ছিলেন (সাথে মহিলাও ছিল)। [রসূল (স)-এর গোলাম] আনজাশা উট চালনার গান (হুদী) গেয়ে উট হাঁকিয়ে নিচ্ছে দেখে তিনি বলেন : হে আনজাশা! আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হোন! কাচপাত্র বহনকারী বাহনগুলোকে ধীরে ধীরে পরিচালনা কর।

৫৭৬৯- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ يَحْدُو بِهِمْ يَقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ سَوِّقْ بِالقَوَارِيرِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ يَعْنِي النَّسَاءَ .

৫৭৬৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক সফরে ছিলেন। তাঁর একটি গোলাম ছিল। সে 'হুদী' গেয়ে উটগুলো হাঁকিয়ে নিচ্ছিল। নবী (স) তাকে বলেন : হে আনজাশা!

৪৬. জাহান্নামে আবু তালিবের এ শাস্তি হ্রাস রসূল (স)-এর চাচা হওয়ার কারণে নয়, বরং ইসলাম ও ইসলামের নবীর সাহায্য-সহযোগিতা করার কারণে। তার মতো ইসলাম কবুল না করেও যারা ইসলামের সাহায্য-সহযোগিতা ও সৎকাজ করবে, তাদেরও পরকালে আযাব কিছুটা হ্রাস পাবে।

এই কাচপাত্রের বাহন সওয়ারীগুলোকে একটু ধীরে ধীরে হাঁকিয়ে নাও। আবু কিলাবা (র) বলেন, ‘কাচ’ দ্বারা নবী (স) মেয়েদেরকে বুঝিয়েছেন।

৭৭০- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَادٍ يَقَالُ لَهُ أَنْجِشَةُ وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ رُوَيْدَكَ يَا أَنْجِشَةُ لَا تُكْسِرِ الْقَوَارِيرَ فَقَالَ قَتَادَةُ يَغْنِي صَعْفَةَ النِّسَاءِ .

৫৭৭০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনজাশা নামক নবী (স)-এর একজন ‘হুদী’ গায়ক ক্রীতদাস ছিল। তার কণ্ঠস্বর ছিল খুবই সুন্দর। (সে হুদী গেয়ে তার তালে তালে স্ত্রীলোকদের বহনকারী উটগুলোকে দ্রুত হাঁকিয়ে নিলে) নবী (স) তাকে বলেন : ধীরে চল হে আনজাশা ! কাচগুলোকে ভেঙ্গে ফেল না। কাতাদা (র) বলেন, কাচগুলো দ্বারা নবী (স) মহিলাদেরকে বুঝিয়েছেন।

৭৭১- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَرْعٌ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا لَأَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا .

৫৭৭১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক রাতে একটি অজ্ঞাত শব্দের কারণে) মদীনায় ভীতি ছড়িয়ে পড়লে রসূলুল্লাহ (স) আবু তালহা (রা)-এর ঘোড়ায় আরোহণ করলেন এবং ফিরে এসে বললেন : আমি কিছুই দেখতে পেলাম না, তবে ঘোড়াটিকে খুব দ্রুতগতি পেলাম।

১১৭-অনুচ্ছেদ : কারো কোন কিছু সম্পর্কে বলা যে, ‘ও কিছু না’ এবং এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য একথা বুঝানো যে, তা অবাস্তব। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) দু’টি কবর সম্পর্কে বলেছেন : এ দু’জন কবরবাসীর শাস্তি হচ্ছে। তাদেরকে কোন বড় গোনাহের কারণে আযাব দেয়া হচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু তা অবশ্যই বড়।

৭৭২- عَنْ عَائِشَةَ سَأَلَ أَنَسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسُوا بِشَيْءٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِنِّ يَخْطِفُهَا الْجَنِيُّ فَيَقْرُأُهَا فِي أَنْزَلٍ وَلَيْتَهُ قَرَأَ الدَّجَاجَةَ فَيَخْلُطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذِبَةٍ .

৫৭৭২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। কিছু সংখ্যক লোক রসূলুল্লাহ (স)-কে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : তারা কিছুই না। তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! কোন কোন সময় তারা এমন কথা বলে যা ঠিক হয়ে থাকে। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : সেটা সত্য কথা থেকে এসে থাকে। (আসমানে এ সম্পর্কে আলোচনা হতে থাকে) জিনেরা তা হঠাৎ লুফে নেয় এবং তা নিজের বন্ধুর (গণকের) কানে মুরগীর আওয়াজ করে পৌছিয়ে দেয়। অতপর সেই গণক তার সাথে শতটা মিথ্যা যুক্ত করে।

১১৮-অনুচ্ছেদ : আসমানের দিকে চোখ তুলে দেখা। আল্লাহ তাআলার বাণী :

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْآيَاتِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۖ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۚ (النشئة : ১০-১৬)

“তারা কি উটের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, কিভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে ? আর আসমানের দিকে (কি চোখ তুলে তাকায় না) কিরূপে তা অতি উচ্চে স্থাপন করা হয়েছে ?” আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আসমানের দিকে মাথা তুললেন।

৫৭৭৩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ثُمَّ فَتَرَ عَنِّي الْوَحْيُ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا الْمَلِكُ الَّذِي جَاءَ نَبِيَّ بَحْرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .

৫৭৭৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন : অতপর আমার কাছে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল। একদিন আমি পথ চলছিলাম, এমন সময় আসমান থেকে একটি আওয়ায শুনলাম। আমি আকাশপানে চোখ তুলে তাকালে সেই ফেরেশতাকে দেখতে পেলাম, যিনি হেরা গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন। তিনি আসমান-যমীনের মাঝখানে একটি কুরসীতে বসেছিলেন।

৫৭৭৪- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَثُّ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهَا فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأَ (إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ) .

৫৭৭৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মায়মূনার (রা) ঘরে রাত যাপন করি। নবী (স)-ও তখন তার কাছে ছিলেন। যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ কিংবা তার কিছু কম-বেশী বাকী রইল তখন নবী (স) উঠে আসমানের দিকে তাকালেন এবং এ আয়াত পড়লেন : “নিশ্চয় আসমান-যমীনের সৃজনে এবং দিবা-রাত্রির আবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।”

১১৯-অনুচ্ছেদ : লাঠি দ্বারা পানি ও মাটিতে আঘাত করা।

৫৭৭৫- عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَائِطٍ مِّنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ وَفِي يَدِ النَّبِيِّ ﷺ عُودٌ يَضْرِبُ بِهِ بَيْنَ (فِي) الْمَاءِ وَالطِّينِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِحُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ افْتَحْ لَهُ وَيَشْرِهِ بِالْجَنَّةِ فَذَهَبَتْ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ فَفَتَحَتْ لَهُ وَيَشْرَتْهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ افْتَحْ لَهُ وَيَشْرِهِ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا عُمَرُ فَفَتَحَتْ لَهُ وَيَشْرَتْهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ وَكَانَ مُتَكِبًا فَجَلَسَ فَقَالَ افْتَحْ لَهُ

وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ أَوْ تَكُونُ فَذْهَبَتْ فَأَذًا عُثْمَانُ فَفَتَحَتْ لَهُ  
وَبَشِّرَتْهُ بِالْجَنَّةِ فَأَخْبَرَتْهُ بِالَّذِي قَالَ قَالَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ .

৫৭৭৫. আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মদীনার কোন এক বাগানে নবী (স)-এর সাথে ছিলেন। নবী (স)-এর হাতে একটি লাঠি ছিল। এটি দ্বারা তিনি পানি ও কাদায় আঘাত করছিলেন। এমন সময় একজন লোক আসলো এবং দরজা খুলতে বললে নবী (স) বলেন : দরজা খুলে দাও এবং তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দান করো। আমি এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, আবু বাকর (রা) দাঁড়িয়ে। আমি দরজা খুলে দিলাম এবং তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দান করলাম। পুনরায় আরেক ব্যক্তি দরজা খুলতে বললে নবী (স) বললেন : দরজা খুলে দাও এবং তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দান করো। আমি দরজা খুলতে গিয়ে দেখলাম, তিনি উমার (রা)। আমি দরজা খুলে দিলাম এবং তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিলাম। আবার আরেক ব্যক্তি এসে দরজা খুলতে বললেন, নবী (স) হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। তিনি উঠে বসলেন এবং বললেন : দরজা খুলে দাও এবং তাঁকে বেহেশতের সুসংবাদ দান করো। তবে (পৃথিবীতে) কিছু বিপদাপদের সম্মুখীন তাকে হতে হবে। আমি দরজা খুলে দিতে গিয়ে দেখলাম তিনি উসমান (রা)। আমি দরজা খুলে দিলাম এবং তাঁকে বেহেশতের সুসংবাদ দান করলাম। এবং সেই মসিবতের কথাও জানিয়ে দিলাম যা নবী (স) বলেছিলেন। শুনে তিনি বললেন, (এ সংকটে) আল্লাহ তাআলা সাহায্যকারী। ৪৭

১২০-অনুচ্ছেদ : হাতে কিছু নিয়ে তার সাহায্যে মাটি খোঁচানো।

৫৭৭৬. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَجَعَلَ يَنْكُتُ الْأَرْضَ بِعُودٍ فَقَالَ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ فُرِغَ مِنْ مَقْعَدِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَقَالُوا أَفَلَا نَتَّكِلُ قَالَ ااعْمَلُوا فِكُلُّ مُيَسَّرٌ فَأَمَّا مَنْ أَعْطِيَ وَاتَّقَى الْآيَةَ.

৫৭৭৬. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক জানাযায় নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। তিনি একটি কাঠ দ্বারা মাটিতে খোঁচাতে লাগলেন, অতপর বললেন : তোমাদের প্রত্যেকের ঠিকানা জান্নাত ও জাহান্নাম চূড়ান্তভাবে লিখিত হয়ে গেছে। সাহাবীগণ আরজ করলেন, তবে আমরা সেই লেখার উপর কেন নির্ভর করে থাকব না ? তিনি বলেন : তোমরা কাজ করে যাও। কেননা, প্রত্যেকের জন্য তার সেই কাজই সহজতর (বেহেশতশী হলে নেক কাজ এবং জাহান্নামী হলে বদ্ কাজ)। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন : “আর যে দান করলো এবং তাকওয়া অলম্বন করলো -----।”

১২১-অনুচ্ছেদ : বিশ্বয়কালে তাকবীর ও তাসবীহ পড়া। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উমার (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আপনার দ্বীদারকে তালাক দিয়েছেন ? তিনি বলেন : না। তখন আমি বললাম, আল্লাহ আকবার !

৭৭৭হ- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اسْتَيْقِظَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحَجَرِ يُرِيدُ بِهِ أَزْوَاجَهُ حَتَّى يُصَلِّيَنَّ رَبُّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ .

৫৭৭৭. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে নবী (স) ঘুম থেকে জেগে উঠে বললেন : সুবহানাল্লাহ ! কত রহমতের ভাণ্ডার এবং কত যে ফিতনা নাযিল করা হয়েছে। “নামায পড়ার জন্য এসব হুজরার ঘুমন্ত মহিলাদের জাগিয়ে দিবে।” একথা দ্বারা তিনি তাঁর স্ত্রীদেরকেই বুঝিয়েছেন। দুনিয়ায় কাপড় পরিহিতা অনেক নারীই আখেরাতে হবে বিবস্ত্র।

৭৭৮হ- عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حَيٍّ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاءِ ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ يَقْلِبُهَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ مَسْكَنِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَفَذَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رِسَالِكُمَا إِنَّمَاهِي صَفِيَّةُ بِنْتُ حَيٍّ قَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِمَا مَا قَالَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَبْلَغَ الدَّمِّ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا .

৫৭৭৮. নবী (স)-এর স্ত্রী সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) রমযানের শেষ দশ দিনে মসজিদে ইতিফাকুরত থাকাবস্থায় তিনি একদিন তাঁর সাথে দেখা করতে গেলেন। সাফিয়া (রা) নবী (স)-এর সাথে কিছু সময় কথাবার্তা বললেন এবং তারপর চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। নবী (স)-ও তাকে এগিয়ে দেয়ার জন্য উঠলেন। সাফিয়া (রা) নবী (স)-এর স্ত্রী উম্মে সালামার বাসস্থান সংলগ্ন মসজিদের দরজায় পৌঁছলে দু'জন আনসার তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তারা দু'জনই রসূলুল্লাহ (স)-কে সালাম দিলেন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে গেলে তখন রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে ডেকে বললেন : একটু অপেক্ষা করো। (আমার সাথে) মহিলা সাফিয়া বিনতে হুয়াই। (একথা শুনে) তাঁরা বলে উঠলো, সুবহানাল্লাহ ! হে আল্লাহ্র রসূল! তাঁর কথায় তাদের দু'জনের মনেই এটা রেখাপাত করলো। নবী (স) বলেন : শয়তান বনী আদমের শিরা-উপশিরায় রক্তের মতো চলাচল করে। তাই আমি আশঙ্কা বোধ করলাম, শয়তান হয়ত তোমাদের মনে কোনরূপ সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে।

১২২-অনুচ্ছেদ : অযথা পাথর বা টিল ছোঁড়া নিষেধ ।

৫৭৭৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ الصَّيْدَ وَلَا يَنْكَأُ الْعَوَّ وَأَنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ .

৫৭৭৯. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল আল মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেছেন : নবী (স) অযথা টিল ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন : তা কোন শিকার বধ করে না, কিংবা শত্রুকেও আঘাত করে না । তবে চোখ ফুঁড়ে এবং দাঁত ভেঙ্গে দিতে পারে ।

১২৩-অনুচ্ছেদ : হাঁচিদাতা ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বলবে ।

৫৭৮০. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتْ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ هَذَا حَمْدُ اللَّهِ وَهَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ .

৫৭৮০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে দুই ব্যক্তি হাঁচি দিল । তিনি তাদের একজনের হাঁচির জবাবে ‘ইয়ারহামবকাল্লাহ’ (আল্লাহ তোমায় রহম করুন) বললেন, কিন্তু অপরজনের বেলায় তা বললেন না । তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : এ ব্যক্তি ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বলেছে, কিন্তু সে ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বলেনি ।

১২৪-অনুচ্ছেদ : হাঁচিদাতা ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বললে তার জবাবে ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ বলা ।

৫৭৮১. عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَاجَابَةِ الدَّاعِي وَرَدِّ السَّلَامِ وَنَضْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ عَنْ خَاتِمِ الذُّهَبِ أَوْ قَالَ حَلَقَةِ الذُّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذِّيَّاجِ وَالسُّنْدُسِ وَالْمِيَاثِرِ .

৫৭৮১. বারআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী (স) আমাদেরকে সাতটি কাজ করতে আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন । তিনি আমাদের আদেশ দিয়েছেন : রোগীকে দেখতে যেতে, জানাযায় যোগদান করতে, হাঁচি দাতার হাঁচির জবাব দিতে, দাওয়াতদাতার দাওয়াত গ্রহণ করতে, সালামের জবাব দিতে এবং মজলুমকে সাহায্য করতে । তিনি যে সাতটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন : সোনার আংটি কিংবা বলেছেন স্বর্ণের বালা বা মল পরতে, রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করতে, ‘দীবাজ’ বা রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে এবং ‘সুন্দুস’ বা খিযাব ও ‘মাইয়াসির’ ব্যবহার করতে ।

১২৫-অনুচ্ছেদ : হাঁচি দেয়া পসন্দনীয় এবং হাই তোলা নিন্দনীয় ।

৫৭৮২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّأَوُّبَ .

فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ وَأَمَّا التَّنَاقُوبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيُرِدَّهُ مَا سَتَطَاعَ فَإِذَا قَالَ مَا ضَحَكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ .

৫৭৮২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আল্লাহ হাঁচি দেয়া পসন্দ করেন এবং হাই তোলা অপসন্দ করেন। কোন ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বললে যে সকল মুসলমান তা শুনবে তাদের প্রত্যেকের কর্তব্য ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে তার জবাব দেয়া। আর হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং যথাসাধ্য তা রোধ করা উচিত। যখন কোন লোক (হাই তোলার সময় মুখ খুলে) ‘হা’ বলে আওয়ায করে তখন তার এ কাজে শয়তান হাসে। ৪৮

১২৬-অনুচ্ছেদ : কিভাবে হাঁচিদাতার হাঁচির জবাব দিতে হবে।

৫৭৮৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ .

৫৭৮৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে যেন ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বলে। আর তার (মুসলমান) ভাই কিংবা সাথী যেন জবাবে বলে ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’—আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। সে যখন ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ বলে, তখন (তার জবাবে আবার) হাঁচিদাতা বলবে : ইয়াহদীকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহু বালাকুম —আল্লাহ তোমাকে হেদায়াত দান করুন এবং তোমাদের অবস্থার উন্নতি বিধান করুন।

১২৭-অনুচ্ছেদ : হাঁচিদাতা ‘আলহামদু লিল্লাহ’ না বললে ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ বলতে হবে না।

৫৭৮৪. عَنْ أَنَسٍ يَقُولُ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَمَّتْ هَذَا وَلَمْ تُشَمِّتْنِي قَالَ إِنَّ هَذَا حَمِدَ وَلَمْ تَحْمِدِ اللَّهَ .

৫৭৮৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু’জন লোক নবী (স)-এর সামনে হাঁচি দিলে নবী (স) তাদের একজনের হাঁচির জবাব দিলেন কিন্তু আরেকজনের হাঁচির জবাব দিলেন না। তখন সেই ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তার হাঁচির জবাব দিলেন অথচ আমার হাঁচির জবাব দিলেন না? নবী (স) বলেন : সে ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বলেছে কিন্তু তুমি ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বলোনি।

৪৮. হাঁচি মানুষের মন-মস্তিষ্ক পরিষ্কার করে, জড়তা দূর করে। এটা মানুষের জন্য কল্যাণকর। তাই আল্লাহ তাআলা হাঁচি দেয়া পসন্দ করেন। পক্ষান্তরে হাই জড়তা ও অলসতার পরিচায়ক। তা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। তাই আল্লাহ তাআলা তা অপসন্দ করেন। আর শয়তান তাতে আনন্দবোধ করে। কারণ, বান্দার ক্ষতিতেই শয়তানের আনন্দ।

১২৮-অনুব্ধেদ : কারো হাই আসলে সে তার মুখে হাত দিবে ।

৭৮৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَّاسَ وَيَكْرَهُ التَّشَاوِبَ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَأَمَّا التَّشَاوِبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَشَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُرِدِّهِ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَتَابَعَ ضَحَكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ .

৫৭৮৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী (স) বলেন : আল্লাহ হাঁচিদান পসন্দ করেন কিন্তু হাই তোলা অপসন্দ করেন । তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয় এবং ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বলে, তখন যত মুসলমান তা শুনে তাদের প্রত্যেককে তার জবাবে ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ বলতে হবে । অপরদিকে হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে । তোমাদের কারো হাই আসলে সে যেন যথাসাধ্য তা রোধ করে । কেননা তোমাদের কেউ হাই তুললে শয়তান তাতে হাসে । ৪৯

৪৯. এখানে স্পষ্টত মুখে হাত দেয়ার কথা না থাকলেও অন্যান্য হাদীসে তা বলা আছে । তাছাড়া এখানে সাধারণভাবে হাই রোধ করার কথা বলা হয়েছে । হাই রোধ করতে হলে ঠোঁটে ঠোঁট চাপ দিয়ে রোধের চেঁটার চেয়ে হাত চাপা দিয়ে রোধ করা অনেক সহজ । তাই হাই তোলার সময় মুখে হাত চাপা দেয়া কর্তব্য ।